

"Great works of art have no more affecting lesson for us than this. They teach us to abide by our spontaneous, impression with good-humoured inflexibility then most when the whole cry of voices is on the other side. Else, to-morrow a stranger will say with masterly good sense precisely what we have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with shame our own opinion from another."

*Emerson.*

# বাল্মীকি ও তৎসামাজিক বৃত্তান্ত

অর্থাৎ

বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ দৃষ্টে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্মতত্ত্ব,

রাজনীতি, গৃহধর্ম, বাল্মীকির অভ্যন্তরকাল

ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ

শ্রীশুলভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সাত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ]

প্রথম চারি অধ্যায়।

কলিকাতা

২৪, বাইলেন, অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারঞ্জ ঘন্টা।

১২৮৩ সাল।

ଶ୍ରୀହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କବିରତ୍ନ ସାମା ସଂଶୋଧିତ  
ଓ ମୁଦ୍ରିତ ।

## সূচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	১০—৫০
প্রস্তাবনা	১—৭
<b>প্রথম অধ্যায়</b>	
ভুবন্তস্তু	৮—৩৯
সজ্জিষ্ঠ সার	৩১—৩১
<b>দ্বিতীয় অধ্যায়</b>	
আঙ্গণবর্গ	৪০—৪১
অর্থবিদ্যা	৪১—৬১
বৰ্কবিদ্যায় কৰ্ম কাণ্ড	৬১—৭২
বৰ্কবিদ্যায় জ্ঞানকাণ্ড	৭২—৯১
আচার ব্যবহার	৯১—১০৭
সজ্জিষ্ঠ সার	১০৭—১১০
<b>তৃতীয় অধ্যায়</b>	
ক্ষত্রিয়বর্গ	১১১—১১২
রাজ্যসংস্থান	১১২—১১৭
রাজধর্ম	১১৭—১৩৯
রাজন্যবর্গ	১৩৯—১৬৮
সামরিক ব্যাপার	১৬৮—১৮৬
সজ্জিষ্ঠ সার	১৮৭—১৮৮
<b>চতুর্থ অধ্যায়</b>	
নিরুক্তবর্গ	১৮৯—১৯৬
আভিবিচার	১৯৬—২২৩
সজ্জিষ্ঠ সার	২২৩—২২৫
প্রথম পরিশিষ্ট	২২৬—২৩৫
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট	২৩৬—২৪০



# অবতরণিকা।

পাণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু জগদৌল মন্থো রায়

সমাপ্তি

আজি আপনাকে সেই সকল পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া একইভাবে অবতরণ করিব।

পঠনশা হইতে এপর্যন্ত শুনিয়া আনিতেছি যে ভারতের হিন্দুসামরিক ইতিহাস নাই। আজিপর্যন্ত সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন, ভারতের ইতিহাসবেতারা ইহা কাগজ কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, শিক্ষকে যথাসাধ্য তৎপথ অবলম্বন করিতে কৃটি করেন না, এবং বালকেরা এই কথা উন্নত স্থলে লিখিয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ এবং বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। তবে সত্য নত্যই কি আমাদের আদিগ ভারতের ইতিহাস মাই? এ কথার উন্নত দিবার পূর্বে অগ্রে দেখা যাইতে যে ইতিহাস কাহাকে বলে।

ইতিহাস কাহাকে বলে এতৎ সম্বন্ধে আমার একই উক্তি। “বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণনমাত্র, কৃতকগুলি অব্যবসায়ীর হচ্ছে ইতিহাস বলিয়া গঢ়ীত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিহাসকর্তারা এমনই ইতিহাসের মর্মজ্ঞ যে, যে খানে যুদ্ধাদির ব্যাপার-বাহ্য সেই খানেই তাঁহাদের বাগুজাল-বিস্তার, যে খানে শাস্তির সন্তুষ্টি সেই খানেই “বিশেষ কোন ঘটনা নাই” বলিয়া তাঁহাদের নিরুত্তি। বস্তুত: উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে বাচ্য হইতে পারে না, উহা ইতিহাসের সংযোগস্থলমাত্র। অন্যান্য বিদ্যের সহিত সংযোগবিহীনতা সহেও উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে যদি বাচ্য হয়, তবে উহার উপকারিতা অস্বেষণ আবশ্যক; একপ অস্বেষণের লক্ষ ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একপ ইতিহাসের এক অংশ ভাটের, অপরাংশ কথক্রিয় সৈনিকের উপকারে আইসে, কিন্তু সাধারণ সমাজ তাহাতে অজ্ঞই উপকৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসের ত একপ ধর্ম নহে; উহা সমাজের পরিচালক বলিয়া আমাদের যে সংস্কার আছে তাহা কি মিথ্যা! কেনই বা মিথ্যা!

হইবে ? যদি মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবিৰ্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনৰুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তি-সমূদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্বারা প্ৰদৰ্শিত হয়, তাহাকে ইতিহাস-পদে বাচ্য কৰা যাব, তবে আমাদেৱ সংস্কাৰ নিৰ্মূল না হইয়া আৱাও দৃঢ় হইবাৰ কথা । আমাদিগেৱ বিবেচনায় উহাই প্ৰকৃত ইতিহাস, এবং রাজবংশ বা ঘটনাবলীৰ নামমালা বা যুক্তকৌশল-বৰ্ণন উহাৰ সংযোগস্থলমাত্ৰ ।”

ইতিহাসকে সন্তুষ্টঃ দুই ভাগে বিভক্ত কৰা যাইতে পাৰে । যাহাতে রাজাবলী, রাজকীৰ্তি এবং কালনিৰ্ণয় প্ৰত্তিৰ প্ৰাধান্য, তাহাকে আধ্যান-ময় বলা যাব; আৱায়তে “মানবজীবন বা তৎসমষ্টিৰ আবিৰ্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনৰুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তিসমূদয়েৰ যথার্থ প্ৰতিকৃতি” প্ৰকাশিত হয়, তাহা বিজ্ঞানময় । তন্মধ্যে শেষোক্তই যে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই । এই বিখ্যুপ নাট্যশালায় সংসার-নাটকে আমৰা এক এক অভিনেতা, পূৰ্বগত বিষয় অবগতি ও তাহার ভাব অভ্যাস দ্বাৰা পৰিষ্কৃত বিষয় কিৰুপে অভিনয় ও তাহাতে কিৰুপ রস উৎপাদন দ্বাৰা কৃতি হইতে পাৰিব, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানপ্ৰধান ইতিহাসই শিক্ষাদানে সুপুটু । আধ্যানময় ইতিহাস বিজ্ঞানময় ইতিহাসে প্ৰবেশার্থ সচ্ছল পথস্পৰ্কপ । অবগুণস্তুত্য স্থানে এবং তদভিযুক্ত সচ্ছল পথে যেকুপ সম্বন্ধ, বিজ্ঞানময় ইতিহাসেৰ সহ আধ্যান-ময় ইতিহাসেৰও সম্বন্ধ তদ্বপ, সুতৰাং বিজ্ঞজনেৱা আধ্যানময় ইতিহাসেৰ অভ্যাবকে তত ক্লেশদায়ক বিবেচনা কৰেন না, যত বিজ্ঞানময় ইতিহাসেৰ অভ্যাবকে কৰিয়া থাকেন ।

ভাৱতেৰ অতি প্ৰাচীনকালীয় আধ্যানময় ইতিহাস সৰ্বাঙ্গীণভাৱে নাই । কিন্তু কোন্ আচীন দেশেৰ সৰ্বাঙ্গীণভাৱে আছে ? মিসৰ দেখ, অতি সামান্য । গ্ৰীস দেখ, ৭৭৬ খৃঃ পূৰ্বেৰ ইতিহাস সমস্তই উপঘাসময় এবং কাল অৱিগীত, তাহার পৰ ৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে আৱস্থা কৰিয়া পিসিট্ৰেটসেৰ রাজ্য পৰ্যন্ত ইতিহাস দুই একটা সামান্য গলমাত্ৰে নিঃশেষিত হইয়াছে । রোমেৰ সশা প্ৰাৰ্থ তাহাই । ভাৱতেও একপ সমসাময়িক সামান্য সত্য ইতিহাস না পাওয়া যাবাময় নহে, তবে বৃক্ষদেৱেৰ পূৰ্বগত সকলই অকলকাৰে আছেন তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু এজন্য ভাৱত গ্ৰীষ্ম ও রোমেৰ সহ তুলনায়

নিম্ননীয় হইবেন না। তবে ভারতের কলঙ্ক এই যে, ভারতের অভ্যন্তরীন যেকোন দর্শাপেক্ষা প্রাচীন, সে পরিমাণে প্রাচীনতম আধ্যানময় ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই। যাহারা তজ্জন্য একাত্ম দুঃখিত হয়েন, তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিই যে, ইয়ুরোপীয়েরা যেকোন টুরের যুক্ত প্রত্নতি উপন্যাসকে সত্য ইতিহাস-পদে স্থাপিত করিয়া যথাবৃক্তি তাহার কালনির্ণয়পূর্বক চিত্রের তত্ত্বসাধন করিবাছেন, তাহারও সেইক্ষেত্রে রাম-রাবণের যুক্ত প্রত্নতিকে সত্য ইতিহাস-পদে স্থাপিত করিয়া যথাবৃক্তি তাহার একটা কালনির্ণয়পূর্বক চিত্রের তত্ত্বসাধন করিতে পারেন। তাহার পর আর এক কলঙ্ক এই যে, অশোকের রাজত্বের পর হইতে যবনাধিকার পর্যন্ত ধারাবাহিক আধ্যানময় ইতিহাস নাই। কিন্তু সংগ্রহ দ্বারা সে অভাব পূরণ হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে এখনও আমার সন্দেহ আছে।

বিজ্ঞানময় ইতিহাস ভারতভাগ্যে সর্বাঙ্গীণভাবে যদিও একত্র সংগঃঠীত নাই, কিন্তু তাহা উক্তার হইতে পারে কি না, বহুকাল হইল এ বিষয় জ্ঞানিতে আমি অতি কোতৃহলাবিষ্ট হই। তদর্থে প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল আমি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নপূর্বক, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল পাঠ ও তন্মিহিত ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এতব্যতীত প্রাচীন ভারত সমষ্টে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থে দেখিতে ক্রটি করি নাই। আমার এই অনুসন্ধানে যত দূর অগ্রসর হইতে আগিলাম, ততই আমার আশা থর্ন না হইয়া বৃক্ষপ্রাণ হইতে লাগিল। শেষে দেখিলাম যে, ইতিহাস-বোগ্য উপকরণ সমস্তই প্রচুরভাবে আছে, কিন্তু ভারতভাগ্যে নাইবুর বা গ্রোটের ন্যায় বিলক্ষণ সংগ্রহকার এবং ইতিহাসবেতার কেবল অভাব।

সেই সকল ঐতিহাসিক বিষয় সংগ্রহ করিয়া একত্রীভূত করিতে ভারত-ভাগ্যে কত কালে দ্বিতীয় নাইবুর বা গ্রোটের আবিষ্টাৰ 'হইবে, তাহা ভবিতব্যই' বলিতে পারেন। যখনই হউক, কিন্তু বোধ হয় বে বৰ্তমানে কখনই নহে। বৰ্তমানত্যের এই শৈশবকাল। বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য উভয়ই এখনও বিছুমাঝি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাও বাবে পরিমাণে হইয়াছে, কর্ম্য প্রহেৱ আধিক্যহেতু, সে পরিমাণে আৰার বঙ্গসংস্কানের সেশ-ভাষার উপর অমতা জয়িতে পার নাই। এমন অবস্থাৰ সুজ্ঞা শ্বাসীম-চিঙ্গ-

প্রশ্নত সদ্গ্রহ এবং সদ্গ্রহকারের উৎপত্তি সম্ভবে না। অধিক কথা কি, বঙ্গদর্শনের জন্মের পূর্বে স্বাধীন-চিন্তা-প্রস্তুত চিন্তাশীল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বঙ্গ-ভাষায় অতি অন্ধেই দেখিয়াছি। এজন্য কাহার দ্বারা কীর্তন করিব? সকল দেশেরই বিদ্যাবিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাব যে, জাতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বিবিধ কারণের সমাবেশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথম, জাতীয় বিদ্যার শৈশবে রাজপ্রদত্ত উৎসাহ; তাহাতে যদি আবার ধনশালীরা যোগ দেন তবে সোণায় সোহাগ', এইজন্যই ইংরেজি শৈশবকাল এত শীঘ্ৰ উত্তীৰ্ণ হইতে এবং শৈশবেই ভাবী গৌরবের চিহ্ন দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্বিতীয়, এইরূপ উৎসাহে যথম জাতীয় বিদ্যা কিয়ৎপরিমাণে পুষ্টা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধারণ উৎসাহ রাজপ্রদত্ত উৎসাহের স্থলাধিকার করে; তাহাতেই উহা আপন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৌরব বিস্তারে সমর্থ হয়। এ দেশে রাজপ্রদত্ত উৎসাহের কথা কহা অপেক্ষা চুপ করায় পুণ্য আছে। রাজপ্রদত্ত উৎসাহ না আছে এমন নহে, অনেক সোভাগ্যবান् গ্রন্থকার ছোটকর্তার সহায় বদন দেখিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। উৎসাহদান ধনশালীদিগের সর্বদেশে ও সর্বকালেই প্রেছাধীন, দিলে যশ আছে, না দিলে নিন্দা নাই। সাধারণ উৎসাহ সম্বন্ধে বঙ্গে সাধারণের উৎসাহের সময় আসিতে এখনও অনেক দিন আছে। স্বতরাং যে মহাআন্তরের নাম উপরে করিয়াছি, তাহালৈর ন্যায় ব্যক্তির উন্নত ভারতভাগ্যে এখনও বহুদিনসাপেক্ষ।

সে যাহা হউক, দুষ্ট সাগরবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও বহনাহায়দানে সক্ষম হইয়াছিল। কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেও, ভবিয়াৎ ইতিহাসকারের অনেক সাহায্য হইতে পারিবে এই বিবেচনায়, আমি শাস্ত্রান্তর্দর্শনকালীন, দৃষ্টপুস্তকসমূহ হইতে নিম্নমত বিষয়-বিভাগে ভারতীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছিলাম।

১। প্রথম পর্বে—খণ্ডে দৃষ্টে ভারতবর্ষের যে সকল আদিম অধিবাসী-দিগকে দহ্য বা দাস বলিয়া বেদ-চতুর্বে কথিত, তাহাদের প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার, বৌতি, নীতি প্রভৃতি নিম্নপণ। আর্য কাহারা, এবং ভাষাতত্ত্ব

দৃষ্টি আদিম বাসস্থলে আর্য্যেরা কত দূর অভূদয় লাভ করিবাছিলেন তাহা নিরূপণ। তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও তাহার বিস্তার কথন। আর্য্যদিগের ভারতে অবতরণ, তদিষ্যঘৰণী ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস-পরীক্ষা। বেদ-চতুষ্টয় অমুসারে আর্য্যদিগের প্রকৃতি, পারলৌকিক ধৰ্ম, রীতি, নীতি, গৃহধৰ্ম, রাজধৰ্ম, বিলাস, কোতুক, বাণিজ্য ব্যবসায় ও কৃষি প্রভৃতি নিরূপণ, জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি, জাতিবিচার ও যুগভেদে জাতিবন্ধন-প্রণালী এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্ৰীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা। মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণভাগ এতছুভয়ের সন্ধিকালের আলোচনা।

২। দ্বিতীয় পর্বে— ব্রাহ্মণগ্রহামুসারে হিন্দুধৰ্মের প্রকৃতি-কথন, স্ফটি-প্রক্ৰিয়া, দেব দেবীর প্রকৃতি, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি হিন্দুদিগের ধৰ্মক্রিয়ার ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং এই সকলের কল্পস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শ্ৰীতগ্রহ এবং অষ্টাদশ পুৱাগের সহ তুলনায় কালক্রমে উন্নতি, অবনতি ও বিকৃতি প্রদৰ্শন। হিন্দুধৰ্মের জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা। ব্রাহ্মণভাগ এবং স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্ৰ এতছুভয়ের সন্ধিকালের সমালোচন।

৩। তৃতীয় পর্বে—আর্য্যবিদ্যা অর্থাৎ বেদের আবিৰ্ভাবকাল হইতে তন্ত্রের আবিৰ্ভাবের অবাবহিত পূৰ্ব পৰ্যান্ত ধৰ্মগ্রহ, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিবৰণী বিদ্যার পৰ্যালোচন। বেদের সময় হইতে অষ্টাদশ পুৱাগের কালপৰ্যান্ত আর্য্যচৰিত্রের ক্রমোন্নতি, অবনতি ও বিকৃতি প্রদৰ্শন। রামায়ণ ও মহাভারতে কথিত ইতিহাস পরীক্ষা। বৈদেশিক সম্বন্ধ এবং বাণিজ্য ও ব্যবসায় কথন। হিন্দুধৰ্মের প্রতাপ এবং বৃন্দবন্ধৰ্মের আবিৰ্ভাব, এতছুভয়ের সন্ধিকালের সমালোচন।

৪। চতুর্থ পর্বে—বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক সময় পৰ্যান্ত দেশ প্ৰদেশীয় কুমারধৰ্মেশন ও পরিজ্ঞাত হওন প্ৰদৰ্শনপূৰ্বক, তাহাদের সমত্বের স্থান নিরূপণ এবং অত্যোকের ব্যাখ্যাপ সংজ্ঞিত ইতিহাস কথন। বৃন্দবন্ধৰ্মের আবিৰ্ভাব, প্রাচুৰ্ভাব ও বিলয় সমালোচন।

৫। পঞ্চম পর্বে—মগধে নন্দবংশে রাজত্ব, চন্দ্ৰগুপ্তের রাজত্ব এবং গ্ৰীকদিগের ভাৰতে আগমন। ভাস্তৱের প্ৰাচীন রাজাৰ্বলী কথন এবং প্ৰাচীন মুদ্ৰা প্রভৃতি পরীক্ষা। কালনিৰ্গমের চেষ্টা। মহামদীয় ধৰ্মের

উৎপত্তি ও বিস্তার। হিন্দু রাজত্ব এবং যবনাধিকারের সম্বলোচন। ভারতে যবনাধিকার-সমাপ্তি।

জীবিকার্থে যেকুণ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহাতে অবকাশ এবং অর্থসম্বল উভয়েরই অনটন, স্ফুতরাং কখনও যে আমাৰ অভীমিত সংগ্ৰহ কাৰ্য্য সমাধা এবং তাহাৰ সমাবেশ সাধন কৱিতে পাৰিব এমন প্ৰত্যাশা রাখি না। তথাপি আমি আশামৰীচিকাৰশে মুঠ হইয়া যখন এই অমুসন্ধান-কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন, প্ৰায় সাড়ে তিনি বৎসৱ গত হইল, আমাৰ বালেষ্টৰে অবস্থানকালে, একদা আপনি আমাৰ বাসায় আসিয়া আমাৰ সংগ্ৰহীত বিষয় অবলোকনাস্তে আনন্দ প্ৰকাশ পূৰ্বক, এতদভিপ্ৰায়ে আমাকে কহেন যে, নিতাস্ত আশামৰীচিকাৰ ভৱণ না কৱিয়া মধ্যে মধ্যে কোন কোন প্ৰবক্ষাদি লেখা আবশ্যক, তাহাৰ দ্বাৰা আৱ কোন উপকাৰ যদিই না হয়, অন্ততঃ নিপিশিক্তি লাভ হইতে পাৰিবে। তদন্তৰ পুস্তকাধাৰ-স্থিত পুস্তকসমূহেৰ মধ্যে নংস্কৃত রামায়ণেৰ পুস্তক সকল দেখিয়া, তাহা হইতে বাঞ্চীকিৰ সাময়িক ভৃত্যাস্ত উদ্বাব কৱিতে অনুৱোধ কৱেন। আমি তজ্জপ কৱিয়া বঙ্গদৰ্শনে প্ৰকাশাৰ্থে প্ৰেৱণ কৱি, বিজশ্রেষ্ঠ মাননীয় বঙ্গ-দৰ্শন-সম্পাদক উহা সাদৰে গ্ৰহণ ও প্ৰকাশ কৱেন। এই স্তৰে আমাকে সমগ্ৰ রামায়ণ তম তম কৱিয়া দেখিতে হয়, এবং তাহা হইতেই, ভৃত্যাস্ত প্ৰকাশেৰ পৰে, বাঞ্চীকিৰ সাময়িক সামাজিক অবস্থা, রাজনীতি, গৃহধৰ্ম প্ৰত্যুত্তি আলোচন কৱিতে অভিলাষ হয়। তদমূলসাৱে ক্ৰমে ক্ৰমে ঐ সকল বিষয়ক প্ৰস্তাৱেৰ বহুসংখ্যক বঙ্গদৰ্শনে প্ৰকাশ কৱি। এক্ষণে সেই সকল প্ৰস্তাৱ আৱ বহুতৰ নৃতন বিষয়েৰ সহিত সমাবেশ কৱিয়া, প্ৰায় সমগ্ৰ অংশই নৃতন কৱিয়া লিখিয়া এককে পুস্তকাকাৰে প্ৰকাশিত হইতেছে।

এই প্ৰক্ৰিয়েৰ প্ৰথম অধ্যায়চতুৰ্থৰেৰ পৰিচয় দান অনাবশ্যক, যেহেতু পুস্তকহত্তে পাঠকস্বাত্ৰেই জ্ঞাত হইতে পাৰিবেন। অপৰ তিনি অধ্যায় নিয়মত বিষয়-সন্ধিবেশে বিভক্ত। ৫ অধ্যায়ে—বৈগ্ৰহ্যবৰ্গেৰ আচাৰ ব্যবহাৰ নিকলপণ; জাতীয় ধনবস্তা ও কৃষিকাৰ্য্যেৰ অবস্থা; দেশীয় অস্তৰাগিজোৱাৰ অবস্থা; বহিৰ্বাণিজ্য-কথনে প্ৰাচীম আৰ্যদিগেৰ সমুদ্ৰযাত্ৰা নিকলপণ, স্থলপথে বাণিজ্য-পথ এবং বৈদেশিক সমৰ্পণ নিকলপণ, এবং আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যেৰ

যথাযথ বৃত্তান্ত ; সজ্জিষ্ঠ সার। ৬ অধ্যায়ে—গৃহধর্ম কথনের অবস্থানিকা ; স্তুষ্টাধীনতা ও স্তুশিক্ষা কত দূর প্রচলিত ছিল ও তাহার সদসৎ ফল বিচার ; ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং জাতীয় বিবাহপদ্ধতি, জাতকর্মাদি, সন্তানশিক্ষার প্রণালী, বস্ত্রালঙ্কার, খাদ্যাখাদ্য নির্বাচন, বিলাসদ্রব্যাদি এবং বিলাস কৌতুক ও আমোদ, বর্ণভেদে বিভিন্নাচার, প্রেতকার্য্যাদি, গৃহস্থাশ্রমে শুভাশুভ লক্ষণ বিষয়ক সংস্কার, সজ্জিষ্ঠ সার। ৭ অধ্যায়ে—বৈদেশিক সমস্ক নিরূপণ, বাঞ্চীকির কালনির্ণয়, সজ্জিষ্ঠ সার। উপসংহারে—পুস্তকের সংজ্ঞিষ্ঠ সার এবং রামায়ণ সম্বন্ধে ব্যথাবৃদ্ধি মন্তব্য। সমাপ্তি।

বাঞ্চীকির কালনির্ণয় প্রথমে করিলাম না, পুস্তকের শেষভাগের জন্য রাখিলাম। তাহার কারণ, নির্গুরুকালে অনেক বিষয়ের পুনরুক্তি করিতে হইবে না, কেবল উল্লেখমাত্রে কার্য্যসমাধা হইতে পারিবে। বাঞ্চীকির কালনসম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্যন্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, যে সময়ে ভারতে স্বত্রগ্রহের প্রাবন এবং তদমুসারিণী ক্রিয়াকলাপের বিস্তার, সেই সময়ে মহর্ষি বাঞ্চীকি ভারতে আছত্ত্ব হইয়া তাহার অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত ভারতীয় ইতিহাস রচনে যে প্রণালী অবলম্বিত হওয়া আমার বাসনা, এ প্রবক্ষে সে প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। উভয়েরই অন্তভুর্ত বিষয়মালা সংগ্রহার্থে অভি প্রায় যদি ও এক, কিন্তু ইহাতে সংগ্রহ ও সংযোজনপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবলম্বিত হইয়াছে। এ প্রবক্ষের উৎপত্তি যেমন নৃতন, ব্যক্তিকরণ ও সেইরূপ নৃতন এবং বিস্তার সম্পর্ক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য এখন বলিব না, যদি অশ্বক্ষের-কাব্য-নাটক-প্লাবিত বঙ্গে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হৰ, তখন বলিব। যাহা হউক, বেঙ্গল বাসনা করিয়াছিলাম, এ প্রবক্ষ রচনে সেকল কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা ভবিতব্য জানেন। আপনি, অতুল বাবু এবং বঙ্গমৰাৰু প্রভৃতি ইহার প্রতি যথেষ্ট আদর এবং অমুকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে সেই ভাবে গৃহীত হইলে শ্রমসফলতা লাভ করিব। আমার এ শ্রম শিক্ষিত সমাজের জন্য, এ কথা যদি ও ধৃষ্টতা এবং স্পর্শাপূর্ণ, তথাপি ইহাই আমার উদ্দেশ্য; ইহাতে যে কেহ শিক্ষিত আমাকে অপরাধী বিবেচনা করিবেন, তাহার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত

জন ইহা যদি পাঠ করেন, তাহা আমার সৌভাগ্য, যদি অমজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহাদের প্রতি আমার উক্তি বে “জানন্তি তে কিমপি, তান् প্রতি নৈব ষষ্ঠঃ।”

এই প্রবন্ধ রচনে আগিও বহুবিধ গ্রন্থকারের গ্রন্থের নিকট খণ্ডী, সে সকলের নাম প্রবন্ধমধ্যে স্থীকার করিয়াছি। বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে এবং অনুরোধে সংস্কৃত ভাষার জীবিত কাল নিরূপণ অংশ যোঙ্গিত হইয়াছে। বেদ হইতে গৃহীত স্তুতিনিচৰ মাধবাচার্যের ভাষ্য এবং মক্ষমূলের ইংরেজি অনুবাদ সাহায্যে গৃহীত হইয়াছে। গ্রীক গ্রন্থাবলী হইতে উদ্বৃত্ত বিষয় সকল ইংরেজি অনুবাদ দৃষ্টে গৃহীত হইয়াছে। লাটিন ও অপরাপর ভাষার গ্রন্থাবলী হইতে উদ্বৃত্ত বিষয় সকল মূল গ্রন্থ দৃষ্টে গৃহীত হইয়াছে। আপাততঃ এই প্রবন্ধের প্রথম চারি অধ্যায় বাবু প্রাণনাথ সাহার যত্নে ও বায়ে মন্ত্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। শেষ তিন অধ্যায় নানাকারণে এ ক্ষণে প্রকাশিত হইল না, বিশেষ একত্রে মুদ্রিত হইলে পুস্তকের অত্যধিক মূল্য নির্দ্বারিত না করিলে চলিত মা।

এই সংস্করণে অনেক অঙ্কন্তি শোধনযোগ্য এবং অনেক অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন যোগ্য রহিয়া গেল। তাহার কারণ একান্ত সময়াভাব। এই কারণ হেতু, এমন কি, অনেকগুলি প্রফুল্ল পর্যন্ত যখন দেখিতে পারি নাই। এজন্য পাঠকের ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবেন, না করেন, নিন্দা করিবেন।

বহুকালের পর এত দিনে আজি এই প্রবন্ধ সাহিত্য-সমাজে অর্পণ করিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ই ভাদ্র, ১২৮৩।

# বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

প্রস্তাবনা।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈশ্বর নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈশ্বর ততো জৱমুদীরয়েৎ ॥”

ভারত যাহার লীলাভূমি, ভারতী যাহার জননী, সংস্কৃত যাহার বাক্যালাপ, মনু যাহার পিতৃপুরুষ, বেদবিদ্যা যাহার চিত্তপ্রসূত, সেই জগদ্গুরু আর্যজ্ঞাতির জীবনী আজি কি না কৌর্ত্তিবিলোপী কাল-কবলে নিহিত ! বিধাতঃ ! যে ভারত তোমার মানস-কন্যা, যে ভারত একদা মোহিনী মুর্দিতে জগৎ মোহিত করিয়াছে, আজি তোমার সেই ভারত পথের ভিখ-রিণী ! যে আর্য-নাম-প্রাণ্যাশয়ে সভ্যতম জগৎ আজি ক্ষিপ্ত-প্রায়, সেই আর্য-নামে ভারত-সন্তানেরা নির্বিবাদে অধিকারী হইয়াও তাহার মর্মজ্ঞ হইলেন না, কি আক্ষেপ !— সেই নামে ঔদ্যোগ্য !

ইতিহাস কাহাকে বলে ? বিশেষ রাজবংশ বা ঘটনা-বলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণনমাত্র, কতকগুলি অব্যবসায়ীর হস্তে ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিহাসকর্তারা এমনই ইতিহাসের মর্মজ্ঞ যে, যে খানে যুদ্ধাদির ব্যাপার-বাহ্য সেই খানেই তাহাদের বাগুজাল-বিস্তার, যেখানে শাস্তির সম্ভব সেই খানেই “বিশেষকোন ঘটনা নাই” বলিয়া তাহাদের নিরুত্তি। বস্তুতঃ উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে বাচ্য হইতে পারে না, উহা ইতিহাসের সংযোগস্থলমাত্র।

অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংযোগবিহীনতা সত্ত্বেও উহা প্রকৃত ইতিহাস-পদে যদি বাচ্য হয়, তবে উহার উপকারিতা অন্঵েষণ আবশ্যিক ; এরূপ অন্঵েষণের লক্ষ ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এরূপ ইতিহাসের এক অংশ ভাট্টের, অপরাংশ কথকিং সৈনিকের উপকারে আইসে, কিন্তু সাধারণ সমাজ তাহাতে অল্পই উপকৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসের ত এরূপ ধর্ম নহে ; উহা সমাজের পরিচালক বলিয়া আমাদের যে সংক্ষার আছে তাহা কি মিথ্যা ? কেনই বা মিথ্যা হইবে ? যদি মানবজীবন বা তৎসমষ্টির আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি এবং তাহার পুনরুদয় ও তদানুষঙ্গিক বৃত্তি-সমূদয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি যদ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ইতিহাস পদে বাচ্য করা যায়, তবে আমাদের সংক্ষার নির্মূল না হইয়া আরও দৃঢ় হইবার কথা । আমাদিগের বিবেচনায় উহাই প্রকৃত ইতিহাস, এবং রাজবংশ বা ঘটনাবলীর নামমালা বা যুদ্ধকৌশলবর্ণন উহার সংযোগস্থলমাত্র । যথায় এরূপ কোন ইতিহাসের অভাব, তথায় যত কিছু সেই অভাব-বিমোচক বলিয়া পরিচিত হয়, তাহার মধ্যে স্বত্বাবত্ত্ববিদ্ স্বচতুর লেখকের লেখনীনিঃস্ত কাব্য বা উপন্যাস আদরণীয় ; ব্যবহারতত্ত্ব গ্রন্থ ও তদ্রূপ । যে ভারতের ইতিবৃত্তের নিমিত্ত আমরা নিরস্তর আক্ষেপযুক্ত, এবং বিদেশীয়দিগের নিকট নিন্দনীয় হই, এতন্মাবলম্বনে তাহা হইতে প্রায় মুক্ত হইবার সম্ভাবনা । সময় কখন সৌভাগ্যযুক্ত হইলে, তন্মিয়ম যথাসাধ্য অবলম্বিত হইবে ।

এ ক্ষণে বর্তমান উদ্দেশ্য অনুসরণ করা যাইক । রামায়ণ-

প্রণেতা বাল্মীকি যে কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় গ্রন্থবিশেষে হইবে, আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। এখানে একপ উক্তিই পর্যাপ্ত যে তিনি যে সময়েই জন্মিয়া থাকুন, ইহা বোধ হয় নিশ্চিত, যে সেই সময়ের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ হইয়া আমাদের হস্তে পৌঁছে নাই। এ স্থলে তাহার অণীত রামায়ণ অনেক অভাব বিমোচনে সমর্থ, এই বিবেচনায় নিম্নমত বিষয় বিভাগ করিয়া তদালোচনায় প্রযুক্ত হইলাম।—প্রথম অধ্যায়ে ভূগোলিক অংশ, দ্বিতীয়ে আক্ষণ বর্গ, তৃতীয়ে ক্ষত্রিয় বর্গ, চতুর্থে নিকৃষ্ট বর্গ, পঞ্চমে বৈশ্য বর্গ এবং ব্যবসায়, ষষ্ঠে গৃহস্থ্য, সপ্তমে বাল্মীকির কালনির্ণয় এবং পুস্তকের সংজ্ঞিপ্ত সার, তৰ্যতীত আবশ্যক-অনুযায়ী পরিশিষ্টাবলী থাকিবে।

কিন্তু এক কথা,—আর্য্যবংশের আদিবৃত্তান্তঘটিত কোন বিশেষ মীমাংসা বা বিষয়ের দোহাই দিতে হইলে, কাঙ্গালিমী ভারতে এমন অল্পই আছেন যাঁহাদের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরিত্তপ্ত হওয়া যায়। স্বতরাং যে পণ্ডিতাভিমানিগণ সহস্র ঘোজন দূরে সাগর সরিৎ গিরি গহরাদি ব্যবধানে বাস করিতেছেন, ভারতের মোহিনী মূর্তি যাঁহারা স্বপ্নেও কখন দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ, সে মূর্তির মাধুরী সূর্য্যকরের ন্যায় বেগবতী হইলেও যাঁহাদিগের নিকট বিলম্বে উপনীত হয়, আর্য্যসন্তানগণের সকল বৃত্তান্তই যাঁহাদিগের পক্ষে নৃতন, তাঁহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে খানে অগাধ জল সে খানে কোন আশ্রয় অবলম্বনীয় ! আমাদের কালা মুখ !

## প্রথম অধ্যায়।

### ভূবন্ত।

বাণীকির সময়ে ভারতের কোন্ কোন্ ভূভাগ আর্য-গণের পরিচিত ছিল, কাল-পরিবর্তে তাহাদের কিন্তু অবস্থান ও নাম-পরিবর্তন হইয়াছে, এবং অতিপুরাতন সময়ে উহারা কোন্ বিশেষনামধারী ও কিন্তু ছিল, ইহাই যথাকথক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে। অতএব এই রেলওয়ে-টেলিগ্রাফময়ী, পরিষ্কারভূভাগবিশিষ্টা ইংরেজি ভারতকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্তৃত হইয়া, তৎপরিবর্তে সেই অনার্যনিপীড়িত তপোবনময়ী ভারতমাতার পূর্বে মুর্দ্দ মনোমধ্যে অঙ্গিত করা যাউক।

প্রথমে প্রদেশাদির সংস্থান-নিরূপণ আবশ্যক। ভারত-বর্ষ বিধাতা কর্তৃক যে চিরবিভাগস্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে বিস্তারিত। বিস্তারিতের উত্তর ভাগ আর্যা-বর্ত এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণাবর্ত (দাক্ষিণাত্য)। এতদুভয়ের অন্তর্গত প্রদেশাদি পরিদর্শনের পূর্বে হিমাদ্রি এবং সিঙ্গুনদের অপরদিকস্থ প্রদেশাদির সংস্থান দেখা যাউক।

১। উত্তরকুরুবর্ষ।—রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে উত্তরকুরু-বর্ষ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে

“সপ্তর্বীগাং শ্রিতির্যত্ব যত্ত মন্দাকিনী নদী।

দেবর্ঘিচরিতং রমাং যত্ত চৈত্ররথং বনং ॥”

অর্থাৎ সপ্তর্বিরা যথায় বাস করেন, যথায় মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা, অতিমুখকর দেবর্ঘিচরিত যথায় কৌর্তিত এবং

যথায় চৈত্রেরথ বনের অবস্থান, সেই স্থুনকে উত্তরকুরুবর্ধ বলিয়া থাকে। এই মন্দাকিনী নদী কোথায়? আমরা যে মন্দাকিনীকে জানি, উহা কেদারনাথ পর্বতের নিকট। কিন্তু উত্তরকুরুবর্ধ সমষ্টে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একপ লেখা আছে, “এতস্যামুদীচ্যাঃ দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরু উত্তরমদ্বা ইতি বৈরাজ্যায় তেহভিষিচ্যন্তে।” পুনশ্চ রাজতরঙ্গিণীতে রাজা ললিতাদিত্যের দিঘিজয়প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে

“ভূঃখারাঃ শিখরশ্রেণী র্যাস্তঃ সন্ত্যজ্য বাজিনঃ।”

“উত্তরকুরবোহবিক্ষংস্তুয়াজ্ঞাপাদপান্।”

টলিমীর ভূগোলে লিখিত আছে যে অন্নবীয়, অক্ষনীয়, অশ্মীরীয়, কেশীয়, ঠাণ্ডুরীয় (যথাক্রমে Anubian, Auxacian, Asmirean, Casian, Thagurian) প্রভৃতি পর্বতশ্রেণিতে আবৃত সেরিকা-নামক (Serica) দেশ। ঐ দেশের উত্তর ভাগে নরমাংসপ্রিয় রাঙ্কসেরা বাস করিয়াথাকে এবং অতি দক্ষিণ ভাগে উত্তরকুরু (Ottorocorra) নামক জাতির বাস। আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে পূর্বমুখে উহার দুরত্ব নিরূপিত হইয়াছে। টলিমীর লিখিত বিষয় সমস্ত নির্ণয় করা সাধারণ কথা নহে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, তৰ্বর্ণিত উত্তরকুরু ভারত-বহির্ভাগে উত্তর দেশে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণগোক্ত এবং রাজতরঙ্গিণী হইতে উক্ত শ্লোকার্থ ইহার প্রতিপোষক। লাসেন সাহেবের মতে উত্তরকুরু কাসগরের পূর্ব, বহু ইউরোপীয় পশ্চিম ঐমতস্ত। আমাদিগের ভিন্ন মত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। রামায়ণগোক্ত শ্লোকস্ত মন্দাকিনী-

নদী সম্বন্ধে কথিত অবস্থান প্রতিবাদক হইতে পারে, কিন্তু ঐভিন্ন যে মন্দাকিনী নদী হইতে পারে না তাহার প্রমাণ কি? হইতে পারে, ঐ নাম উত্তরকূরুবর্ষস্থ কোন সরিষ্ঠিশেষের নাম ছিল, আর্যেরা ভারতে আসিয়া ঐ নাম পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলেন। এবং এই প্রথা অনুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে নবাবিকৃত ভূভাগ-সমূহের অনেক স্থানের এবং ইউরোপীয় অনেক স্থানের একই নামকরণ। রামায়ণের অন্যান্য স্থানে উত্তরকূরুবর্ষ যে হিমালয়ের নিকট, এ ভূম দূর করিয়া হিমাদ্রির পর পারে ইহা জ্ঞাত করিতেছে। চতুর্থ কাণ্ডে সুগ্রীব বানরদিগকে উত্তরকূরুবর্ষে সীতার অঙ্গৰণার্থে আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন “কুরুংস্তান্ সমতিক্রম্য উত্তরে পয়সাং নিধিঃ।” অর্থাৎ কুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরে সমুদ্র। যাহা হউক, সম্যক্ত বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে বর্তমান বোখারার নিকট ও কাসগর প্রভৃতি স্থান উত্তরকূরুবর্ষ পদে বাচ্য। (১)

২। বাহ্লিক।—তুরানের অন্তর্গত বল্খ ও তৎপাঞ্চবর্তী প্রদেশ বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদক গ্রিফিথ এই নির্ণয় সমর্থন করিয়া থাকেন (*Griffith's Rámáyana Vol. iv. p. 208*)। বাহ্লিক, গান্ধার মূজবত অঙ্গ এবং মগধ দেশের সহ অথর্ববেদের সময়ে অনার্য্যনিবাস এবং আর্য্যদিগের নিকট অতিথিগত ছিল (অথর্ববেদ ৫। ২২। ৫, ৭, ৮, ১২, ১৪)। বাহ্লিক যে ঘৃণিত ছিল, তাহার

(১) উত্তরকূরুবর্ষ-সম্বন্ধে বহুপ্রমাণ *Muir's Sanskrit Texts, Vol. II.* p. 332 seq. দেওয়া হইয়াছে, তথায় দেখ।

অন্যতর প্রমাণ মহাভাৰতে কৰ্ণপৰ্বে “বাহিলকা নাম তে দেশাঃ ন তত্ত্ব দিবসং বন্দেৎ ।” বাহিলক রামায়ণেৰ সময়েও অনার্য দেশ ও সমষ্টিত, কেবল ঐদেশজ উৎকৃষ্ট ঘোড়াৰ জন্য কথক্ষিং আদৃত ছিল। যেমন আমৱা সময়ে সময়ে অন্যেৰ নিকট হইতে আদৱ পাইয়া থাকি, উহারাও, বোধ হয়, আৰ্য্যদিগেৰ নিকট তজ্জপ আদৱ পাইত ।

৩। বনায়ু।—বনায়ু দেশকে কেহ কেহ পারশ্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু অমৱকোষে পারশ্য একটা স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে বনায়ুদেশে ভাল ঘোড়া পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত, অমৱকোষেও সেই ঘোড়াৰ প্ৰসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, “বনায়ুজাঃ পারসৌকাঃ কাষ্ঠোজা বাহিলকা হয়াঃ ।” বনায়ু, বোধ হয়, পারশ্যেৰ পশ্চিমস্থ কোন দেশ কি আৱব হইতে পাৱে। অনার্য্যদেশ ।

৪। পহ্লব।—পারশ্যবাসী, লাসেন সাহেবেৰ মতে ইহা এবং হিৰোডোটিস কৰ্তৃক উক্ত (Partues) একই দেশ, এবং ইহারা ভাৰতেৰ উত্তৰ-পশ্চিম প্রান্তে বাস কৱিত । অনার্য্য-দেশ। Pehlvi নামক বিখ্যাত প্রাচীন ভাষা ইহাদেৱই ছিল ।

৫। দৱদ।—(*Griffith's Rámáyana Vol. iv.*) গ্ৰিফিথ সাহেবেৰ মতে বৰ্তমান দণ্ডিস্থান। দৱদ, শক, বৰ্বৱ, কিৱাত, হাৱীত প্ৰভৃতি জাতি একত্ৰে রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই অসভ্য এবং অনার্য্য বলিয়া বৰ্ণিত । ইহাদেৱ আকাৰ প্ৰকাৰ সম্বন্ধে রামায়ণেৰ প্ৰথম কাণ্ডে কথিত হইয়াছে

“—————হেমকিঞ্চসন্নিবৈতঃ ।

তীক্ষ্ণাসি-গঢ়টশধৰে-হেমবর্ণাস্মৰাবৃতৈতঃ ॥”

এ ক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তন্ত প্রদেশমালার বিষয় কথিত হইতেছে।

১। কেকয়।—দশরথের বিয়োগান্তে ভরতকে আন্ধনাৰ্থে যে দৃত গিয়াছিল, সেই দৃত বিপাশা পার হইয়া পশ্চিমমুখে যায় নাই। ভরতও প্রত্যাগমন-সময়ে পূর্বমুখে আসিতে বিপাশা পার হয়েন নাই, কেবল প্রশস্ত পথে আসার অনুরোধে শতদ্রু মাত্র লজ্জন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কেকয়-রাজগৃহ শতদ্রু ও বিপাশাৰ মধ্যবর্তী এবং বাহ্লিক-নামক জনপদের দক্ষিণ। (২)

২। বাহিক।—বিপাশা এবং শতদ্রুৰ মধ্যস্থলে ও কেকয়ের উত্তর। রামায়ণে ইহা অনার্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩)

৩। সিন্ধু।—বর্তমান সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত। বাহিবলে ইহা হন্দু (Hoddu) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (Easther I. 1.)

(২) কেকয়রাজ্য-সম্বন্ধে “Kykaya is supposed by the Translator, Dr. Carey, to be a King of Persia, the Ky-vousa preceding Darius.—*Ky* was the Epithet of one of the Persian Dynasties.”—Tod’s *Rajasthan* Vol. I. এ অনুমানের প্রধান সহায় কৈ শব্দ, কিন্তু ‘কেকয়’ এ পদ কিরূপে সাধিত হইয়া উহাতে ‘কৈ’ বর্ণের যোগ হইয়াছে?

(৩) এতৎসম্বন্ধে কনিংহাম “Arian neighbours, who were very liberal in their abuse of Turanian population of the Panjab. Thus the Kathari of Sangala are stigmatized in the Mohabbharut as thieving Bahicas, as well as wine-bibbers and beef-eaters &c.—Cunningham’s *Ancient Geography*, Budh. period. পুনশ্চ উইলসনের মতানুসারে বাহিক “are described in the Mohabbharut, Karna Parva, with some detail, and comprehend the different nations of the Panjab from the Sutlej to the Indus”—Wilson’s *Vishnu-Purána*, Vol. I.

৪। সৌবীর।—বর্তমান রাজপুতান্তর দক্ষিণাংশ। সৌবীর এই নামের পরবর্তী হিন্দু নাম বদরী। হিউয়েন সাং ইহাকে ও-সা-লি (*O. cha. li*) বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। মিসরীয় জাতি কর্তৃক সফির (Sofir) বাইবল কর্তৃক ওফির (Ophir) বলিয়া উক্ত, ইহা কনিংহাম নিরূপণ করিয়া-ছেন। (৮)

৫। কাম্বোজ।—গ্রিফিথ (*Rámáyana*, Vol. iv., p. 423) অনুমান করেন যে, অরোচেসিয়া-(Arochasia) নিবাসীদিগের অপর নাম কাম্বোজ। আমাদিগের অনুমান অনুসারে খান্দাজ উপসাগরের (Gulf of Cambay) সামিধে কোন স্থান হইবে। (৫) ইহা অনার্য্যনিবাস।

(৮) এতদেশের সবিস্তর বৃত্তান্ত *Cunningham's Geography, Budh. Per : Art. Vadari.* দ্রষ্টব্য। ‘ওফির’ এই নাম সৌবীরের একতাসাধন-সম্বন্ধে *Max Muller's Science of Language* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৭০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) “——নৈঞ্চত্যাং দিশি দেশাঃ |——”

“বন্মৰীঃ কাম্বোজাঃ সিঙ্গু-সৌবীরাঃ |——.”

বৃহৎসংহিতা।

কাম্বোজ বৈদিক সময়ে আর্য্যদেশ-মধ্যে পরিগণিত ছিল বলিয়া কাহারও গ্রাহ। মূর তত্ত্বস্তু হইয়া কহেন “If the testimony of Yask in regard to the language used by the Kambojas is to be trusted, it is clear that they spoke a Sanscrit dialect. It is thus irrefragably proved that the Kambojas were originally not only an Indian people, but also a people possessed of Indian Culture.” মহু সেই বাক্য সমর্থন করিয়া কহিতেছেন

“শনকৈস্ত্র ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ।

বৃষ্ণসং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥”

যাহাই হউক, বান্মীকি এবং মহুর সময়ে উহা অনার্য্যভূমি।

৬। সৌরাষ্ট্র।—চিরপ্রসিদ্ধ শুরাট। কিউ-চি-লু বলিয়া হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত (Kiu. che. lo. of Hwen Thsang) শুরাষ্ট্ৰীন বলিয়া টলিমী দ্বারা উক্ত (Surastrene of Ptolemy)।

৭। মালব।—বর্তমানেও এনামধৃত। কিন্তু এতাদুর-বিস্তারশূন্য।

৮। দশার্গ। (৬)—উইলসন বিবেচনা করেন যে টলিমী ও পেরিপ্লুস কর্তৃক উক্ত ‘দসারিণ’ (Dasarene of Ptolemy and Periplus) এবং এই দশার্গ এক। এবং ইহা বর্তমান ছত্রিশ-গড়ের অংশবিশেষ। বিদিশা দশার্গের রাজধানী বলিয়া মেঘদূতে ২৪ ও ২৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উইলসনের নির্ণয়-অনুসারে বর্তমান মালব প্রদেশের অন্তর্গত ভিল্সা-নামধারী গ্রামেরই পূর্ব নাম বিদিশা। বেত্রবতী-তটে।

৯। অবস্তৌ।—হেমচন্দ্র-কোষে লিখিত আছে

“উজয়িনী শাবিশালাহবস্তী পুক্ষকরণিনী।”

অবস্তৌর অবস্থান-সম্বন্ধে শক্তিসঙ্গম তত্ত্বে কথিত হইয়াছে

“তাত্রপর্ণীং সমাসাদ্য শৈলার্ক্ষিথরোক্তিঃ।

অবস্তৌসংজ্ঞকো দেশঃ কালিকা তত্ত্ব তিষ্ঠতি।”

এই তাত্রপর্ণী নদী মালব রাজ্যের অন্তর্গত সরিবিশেষ।

১০। পুক্ষর।—বর্তমান আজমীরের সাম্বিধ্যে। এতদন্তর্গত পুক্ষর হুদ অতিপবিত্র তীর্থ।

(৬) দশার্গ-সম্বন্ধে “The oral traditions of the vicinity to this day assign the name of Dasarna to a region lying to the east of the district of Chandeyree.—Dr. Hall on Wilson's Vishnu-Purana, vol. II., p. 160.

১১। মৎস্য দেশ।—মনুসংহিতায় .

“কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ স্তুরসেনকৃঃ ।

এষ ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ।”

এই ব্রহ্মবি ব্রহ্মাবর্ত (৭) ও যমুনার মধ্য । উইলসন বলিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ অনুসারে মৎস্য দেশের অবস্থান বিবিধ নিরূপিত হয় । চন্দ্রসোমরাজ-অনুসারে বর্তমান জয়পুর, আবার মহাভারতের নকুলের দিঘিজয়-অনুসারে গুজরাটের সাম্রাজ্যে । আমাদের বিবেচনায় জয়পুরই প্রাচীন মৎস্য দেশ ।

১২। পঞ্চাল।—মহাভারতে দেখা যায় যে, পঞ্চাল বিভাগে বিভক্ত, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল । উত্তর পঞ্চাল বর্তমান রোহিলাখণ, প্রাচীন রাজধানী অহিছত্বা । দক্ষিণ পঞ্চাল গঙ্গার দোয়াব, প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর । রামায়ণের সময়েও যে পঞ্চাল একুপ বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই । পরন্তু না থাকাই সম্ভব । যেহেতু যে কাম্পিল্য নগর মহাভারতে দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, রামায়ণের সময়ে উহা স্বনামধ্যাত এক পৃথক্ প্রদেশের রাজধানী ছিল । আবার ইহার পরেই সাঙ্কাস্যা প্রদেশের অবস্থান । এনিমিত্ত রামায়ণের সময়ে দক্ষিণ পঞ্চালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় না ।

১৩। কাম্পিল্য।—কাম্পিল্য নগরের চতুর্দিক্ষ প্রদেশ ।

(১) “সরষ্টী-দৃশ্যতো দেবনদ্যোর্যদন্তরঃ ।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥”

কাম্পিল্য নগরের অবস্থান কনিংহামের মতে বদায়ুন ও ফরাকাবাদের মধ্যে প্রাচীন গঙ্গার উপরে।

১৪। সাঙ্কাস্যা।—সেঙ-কিয়া-সাই (Seng. Kia. Si. of Hwen Thsang) নামে হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত। সাঙ্কাস্যা নগর উক্তনামধ্যের প্রদেশের রাজধানী। বর্তমান কালী (প্রাচীন কালন্দী) নদীর উপর স্থাপিত। রামায়ণে প্রথম কাণ্ডে স্থলবিশেষে জনক রাজা কহিতেছেন যে, তিনি ইক্ষু-মতী নদীর তৌরস্থ সাঙ্কাস্যা নগরের অধীশ্঵র সুধন্বাকে পরাজয় করিয়া আপন ভাতা কুশঞ্চজকে ঐ স্থানের রাজত্ব প্রদান করেন। স্বতরাং এই কালী নদীর নামই রামায়ণের সময়ে ইক্ষুমতী ছিল। কনিংহামের নির্দেশ-অনুসারে সাঙ্কাস্যা কনোজ হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

১৫। সূরসেন।—বর্তমান মথুরা প্রদেশ। এরিয়ানোভ্রু সূরসিনাই (Suraseni of Arrian)।

১৬। মদ্রদেশ।—পঞ্জাবের অংশবিশেষ। গ্রীকদিগের দ্বারা মদ্রাই বলিয়া উল্লিখিত (Mardi of the Greeks)।

১৭। বীরমৎস্য।—পূর্বকথিত মৎস্য দেশ হইতে ইহা ভিন্ন। বীরমৎস্য ভরতের অযোধ্যা-আগমনের পথে উক্ত। ভরতের পথ হস্তিমাপুরের বহু উত্তরে, পূর্বকথিত মৎস্য দেশ হস্তিমাপুরের বহু দক্ষিণে। ভরতের পথ যেরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই অনুসারে হিন্দাব করিয়া লইলে, এই বীরমৎস্য হিউয়েন সাঙ্গের সাময়িক শ্রঙ্গ প্রদেশের অংশ-বিশেষ। এই শ্রঙ্গ প্রদেশ বর্তমান অঙ্গালা ও তাহার পূর্বোত্তর প্রদেশ।

১৮। কুরুজঙ্গল।—যত দূর নিরূপিত হয়, তাহাতে বোধ হয়, বর্তমান থানেশ্বর প্রদেশের নিকটে ছিল।

১৯। অপরতাল ও প্রলম্ব।—দশরথের ঘৃত্য হইলে পর, ভরতকে কেকয়-রাজগৃহ হইতে আনিবাৰ নিমিত্ত যে দৃত প্ৰেরিত হইয়াছিল, তাহাদেৱই পথে উক্ত প্রদেশৰয়ের নাম উল্লেখ আছে। যথাসন্তুষ্ট নিরূপণ-অনুসারে বোধ হয় যে, ইহারা হিউয়েন সাঙ্গেৰ সাময়িক গোবিসনা ও মাদাবৰ প্রদেশ। গোবিসনা—নাইনিতালেৰ দক্ষিণ ও বৰেলিৰ উত্তৰ। মাদাবৰ—বিজ্ঞোৱেৰ নিকট পশ্চিম রোহিলা-খণ্ডেৰ অংশ।

২০। শৃঙ্গবেৰপুৱ।—

“এতদ্বিনাশনং নাম সরস্বত্যা বিশাল্পতিঃ।  
দ্বারং নিষাদরাত্রিষ্ঠ।”—মহাভাৰত।

স্যন্দিকা ও গঙ্গাৰ মধ্যে প্ৰয়াগেৰ ধাৰ পৰ্যন্ত শৃঙ্গবেৰ-পুৱ। নিষাদৰাজ গুহকেৱে রাজধানী এ ক্ষণে সংকুল নামে খ্যাত, বৰ্তমান আলাহাবাদ প্রদেশেৰ মধ্যে পড়িয়াছে। শৃঙ্গবেৰপুৱেৰ সন্ধিকটে সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনাৰ সঙ্গমস্থল, প্ৰয়াগ নামে খ্যাত। মহাভাৰতোক্ত শ্লোক দ্বাৱা উক্ত লুপ্ত সরস্বতী হইতে স্থাননিৰ্দেশ নিশ্চয়কৰণে হইতেছে। সরস্বতী কি কখন এপৰ্যন্ত প্ৰবহমানা ছিলেন? সরস্বতীৰ বিষয় স্থলান্তরে কথিত হইবে।

২১। বৎসদেশ।—রাম যৎকালে বিশ্বামিত্রসহ জনক-রাজভবনে গমন কৱেন, তখন তাহার মনোৱঙ্গন নিমিত্ত বিশ্বামিত্র পুৱাৰুত্ত-কথন-সময়ে বহুতৰ দেশেৰ উল্লেখ কৱিয়া-

ছিলেন। মহারাজ কুশের ইতিহাস কহিতে কহিয়াছিলেন যে, উভ নৃপতির চারি পুত্র হয়; তাহাদের নাম কুশম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজঃ এবং বসু। ইহারা চারিজনে চারি পৃথক্ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। কুশম্ব হইতে কৌশাস্তী, কুশনাভ হইতে মহোদয়, অমূর্তরজঃ হইতে ধর্মা-রণ্য এবং বসু হইতে গিরিব্রজ নগর স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্থানত্ত্বের বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইবে। আপাততঃ কৌশাস্তীর বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমির নাম বৎসদেশ। ইহারই প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাস্তী। ইহা এলাহাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে বর্তমান কোশম্বগ্রাম। এই স্থানে রত্ন-বলী নাটকের নায়ক বৎসরাজের রাজ্য। এখানকার রাজারা পুরুষাদিক্রমে বৎসরাজ নামে আখ্যাত হইতেন। এখানকার অধীন্ধর উদয়ন বৎসের কথা লইয়া কালিদাস স্বীয় চিরজীবি কাব্য মেঘদূতে উজ্জয়নীর গৌরব বৃক্ষি করিয়াছেন।

২২। মহোদয়।—নৃপতি কুশনাভের অপূর্বলাবণ্যবত্তী শত কন্যা হয়। একদা তাহারা যথেচ্ছা ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পবনদেব তাহাদের রূপে মুঢ় হইয়া অণয় যাচ্ছে করায়, পিতৃ-অনুমতি ব্যতীত তাহারা তবিষয়ে সম্মত হইতে অক্ষম, ইহা জ্ঞাপন করিল। পবন তদোষে শাপ দ্বারা তাহাদিগকে কুজভাবাপন্ন করেন। ততঃপর তদুক্ত উপায়-অনুসারে, কাম্পিল্যনগরের অধীন্ধর ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক বিবাহিত হইলে কন্যাগণ পূর্বব্রতী ধারণ করে। সে যাহা হউক, প্রবাদ-

ମତେ କନ୍ୟାଗଣ ସଥୀୟ କୁଞ୍ଜ ହିଁଯାଛିଲ, ତାହାକେ କାନ୍ୟକୁଞ୍ଜ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପେ କନୋଜ ବଲେ । କାନ୍ୟକୁଞ୍ଜ ଦେଶେର ନାମ ରାମା-ସଙ୍ଗେ ଦେଖିତେ ପାଇ ନା । ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ କନୋଜ ରାମା-ସଙ୍ଗେର ମହୋଦୟ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ଛିଲ, ଇହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରା ଯାଇତେ ପାରେ । (୮)

୨୩ । ଧର୍ମାରଣ୍ୟ ।—“ତଥାହମୂର୍ତ୍ତରଜୀ ବୀରଚକ୍ରେ ପ୍ରାଗ୍ଜ୍ୟୋତିଷଃ ପୁରମ୍ ।  
ଧର୍ମାରଣ୍ୟସମୀପଃ—”  
ରାମାୟଣେ ପାଠୀନ୍ତର ।

ପ୍ରାଗ୍ଜ୍ୟୋତିଷ-ପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁଳ ଓ ଆସାମେର କିଯନ୍ଦଂଶ । ଇହା ଦ୍ୱାରା ଜାନା ଯାଇତେଛେ ଯେ, ଧର୍ମାରଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଗ୍ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁର ପରମ୍ପରା ସନ୍ଧିକଟ ଛିଲ । ଅତଏବ ଧର୍ମାରଣ୍ୟ କାମକୁଳପେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ସ୍ଥାନେ ଛିଲ ବଲିତେ ହୁଏ ।

୨୪ । ଗିରିବ୍ରଜ ।—ଗଞ୍ଜା ସହ ଶୋଣ ନଦେର ମନ୍ଦମନ୍ଦଲେର ସନ୍ଧିକଟେ ଇହାର ଅବସ୍ଥାନ ଛିଲ ।

୨୫ । କୋଶଲ ।—କାଶୀର ଉତ୍ତର ହିଁତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଦେଶ ସହ ସମସ୍ତ ଭୂଭାଗକେ କୋଶଲ ବଲିତ । ଇହା ଦ୍ୱିଭାଗେ ବିଭକ୍ତ ଛିଲ, ଉତ୍ତର କୋଶଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲ । (୯) ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଲେର ମଧ୍ୟେ ରାମେର ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ।

(୮) କର୍ଣ୍ଣେ ଟଡ କର୍ତ୍ତକ ଓ ଏହି ମହୋଦୟ କାନ୍ୟକୁଞ୍ଜ ବଲିଯା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହିଁଯାଛେ “Cushanabha found the city of Mohodoya on the Ganges, afterwards changed to kanya-Cubja, or Konoj”—Tod's *Rajasthan*, Vol 1.

(୯) କୋଶଲ-ସଂବନ୍ଧେ ଉଇଲନନେର ବଜ୍ରବ୍ୟ ଉନ୍ନ୍ତ କରା ଯାଇତେଛେ । ଏ ଅଂଶ ଗ୍ରିକିଥ ସାହେବ ଓ ଦେଖିଲାମ ଉନ୍ନ୍ତ କରିଯାଛେ । “Kosala is a name variously applied. Its earliest and most celebrated application

২৬। কাশী।—বর্তমান বারাণসী বা কাশী প্রদেশ।  
পো-লো-নি-সি. (Po. lo. ni. si. of Hwen Thsang) বলিয়া  
হিউয়েন সাং দ্বারা উক্ত।

২৭। মলদ ও করুষ।—রামায়ণের সময়ে লুপ্ত হইয়া  
যোর জঙ্গলময় হইয়াছে। এই স্থানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে  
এরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে। দেবাধিপতি ইন্দ্র বৃত্তামুর-  
বধাতে ব্রহ্মত্যা-পাপযুক্ত হইবায়, অত্যন্ত মলদিঙ্গ এবং  
ক্ষুধিত হয়েন। তাহাকে উদ্ধারার্থে বসু প্রভৃতি দেবগণ  
তাহাকে গঙ্গাজলে স্বান করান। ইন্দ্র তাহাতে নিষ্পাপ  
হইয়া এই স্থানে মল এবং করুষ অর্থাৎ ক্ষুধা পরিত্যাগ  
করেন। তজ্জন্য ইহার নাম মলদ ও করুষ হইয়াছিল।  
ইহা পূর্বে অতিময়ক্রিয়ালী জনপদ ছিল, পরে তাড়কা  
নাম্বী রাক্ষসীর দৌরাত্ম্যে নির্মূল্য হইয়া জঙ্গলময় হইয়া উঠে।  
রামায়ণের সময়ে উহা তাড়কার জঙ্গল। চীনদেশীয় পরি-  
আজক কাহায়ানও এই স্থলে মহারণ্য বলিয়া বর্ণন করিয়া-  
ছেন। হিউয়েন সাং এখানে মহাসরঃ (mo. ho. so. lo.) নামক

is to the country on the banks of the Saraju, the kingdom of Ráma, of which Ayodhya was the capital. In the Mohabharut we have one Kosala in the east and another in the south, besides the Prak-kosalas and Uttara Kosalas in the east and north. The Purauas place the Kosalas amongst the people on the back of Vindhya; and it would appear from the Vayu that Kusa the son of Ráma transferred his kingdom to a more central position; he ruled over Kosalas at his capital of Kusasthalí or Kusàvatí, built upon the Vindhyan precipices."—Wilson's *Vishnu Purána*, Vol. II., p. 157 seq.

জনপদের অধিষ্ঠান দেখিতে পায়েন, অতএব ফাহায়ামের পরেই উহা পুনরধিবেশিত হইয়াছে বলিতে হইবে। মহাসরঃ নামক জনপদের রাজধানী ঐনামধারী একটী নগর। কনিংহামের নির্গয় অনুসারে আরার তিন ক্রোশ পশ্চিমে মাসার গ্রাম প্রাচীন মহাসরঃ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এ ক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, যলদ ও করুষ নামক দুই জনপদ অথবা রামায়ণের সামরিক তাড়কার জঙ্গল যথায় ছিল, তথায় বর্তমান আরা জেলা হইয়াছে।

২৮। অঙ্গ।—রামায়ণের ১ম কাণ্ডে ২৪শ সর্গে কথিত হইয়াছে যে, যথায় গঙ্গা ও সরুর সঙ্গমস্থল, তথা হইতে অঙ্গদেশ পূর্বমুখে আরস্ত। ইহার স্থাপনাবিষয়ে একুপ কথিত যে, সতীর বিয়োগান্তে মহেশ্বর যোগাবলম্বন করিলে, তাহা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামকর্ত্তৃক শর নিক্ষিপ্ত হয়; তজ্জন্য মহেশ্বরের ক্রোধজ নেতৃত্বে কামদেব এই স্থলে অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এইজন্য ইহাকে অঙ্গদেশ বলে। কর্ণেল টড সাহেবের মতে অঙ্গদেশ তিবৎ কিংবা আবা। অঙ্গদেশের একটী প্রধান স্থান চম্পমালিনী, উহা (*Col. Franklin's Essay on Palibothra*) নামক প্রস্তাবে বাঙ্গলার এক প্রান্তসীমায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ণেল টড এই প্রমাণ সত্ত্বেও বিবেচনা করেন যে, অঙ্গদেশ বঙ্গের সামিধ্যে হইতে পারে না; কারণ দশরথ অঙ্গদেশে গমনকালীন অনেক বড় নদী, বিস্তীর্ণ বনভূমি ও পর্বতাদি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এই বিবেচনা করার সময় ভারতের তৎকালীন মুক্তিটীও বিবেচনা করিলে কিরূপ ফল দাঁড়াইত বলিতে পারি

না। গ্রিফিথ সাহেব তাঁহার রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে (*Rámáyana*, Vol. iv., p. 421) কহেন অঙ্গ ভাগলপুরের সাম্রিধ্যে ছিল, এবং উহার রাজধানী চম্পানাল্লী নগরী। বাবু প্যারি-চরণ সরকার তাঁহার ভারতীয় ভূগোলে লিখিয়াছেন, অঙ্গ বর্তমান ভাগলপুর ও তৎসম্বিকটবর্তী প্রদেশ; অবশ্যই তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ অনুসারে ওরুপ লিখিয়াছেন। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে

“বৈদ্যনাথঃ সমারভ্য ভূবনেশ্বাস্তগঃ শিবে ।

তাবদঙ্গাভিধো দেশঃ—”

শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রোক্ত বিষয় পরিষ্কৃট এবং প্রামাণিক নহে। এবং আধুনিক তাত্ত্বিক প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ অধিক গ্রাহ। বাল্মীকি কর্তৃক রামের জনকত্বন-গমনের পথবর্ণন যেৱুল অভ্যন্ত বোধ হয়, তাহাতে অঙ্গদেশ-সম্বন্ধে বাল্মীকির বর্ণনা সচ্ছন্দে গ্রাহ কৰা যাইতে পারে। এবং ইহাও আমাদের নানাপ্রমাণানুসারে বিশ্বাস যে, এই অঙ্গ ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু রামায়ণের উক্তি অনুসারে বোধ হয় যে, অঙ্গ এবং ভাগলপুর পরম্পর বহু অন্তরে; ভাগলপুর বঙ্গের প্রান্তসীমায়, অঙ্গ পাটনাৰও বহু পূর্বে। এ ক্ষণে দেখা যাউক যে, এ বিরোধ নিরাকৃরণ হয় কি না। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রামায়ণের পূর্ব-গত মলদ ও করুষ, অর্থাৎ বর্তমান আৱা প্রদেশ, রামায়ণের সময়ে অন্ত-হিত হইয়া জঙ্গলমূল হইয়াছে। যথায় পাটনা এবং যাহাকে মগধ বলে, তথায় (পরে প্রদর্শিত হইবে) অর্থাৎ গঙ্গার তটস্থ ভূভাগে মগধ নামে কোন জনপদের উল্লেখ নাই।

আবার অঙ্গ গঙ্গা সরঘৰ সম্ম হইতে পূর্বসুখগামী । অত-এব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সে স্থান হইতে বঙ্গের সৌমা পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্তী কথিতমত নামশূল্য প্রদেশ কাল-ক্রমে অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হইয়াছিল । অথর্ববেদের সময়ে ইহা নিতান্ত অনার্য প্রদেশ ছিল (অথর্ববেদ ৫২২১৫, ৭, ৮, ১২, ১৪), রামায়ণের সময়ে উহার অংশমাত্র আর্যগণ কর্তৃক অধিবেশিত হইয়াছিল ; এই অংশমাত্র গঙ্গা ও সরঘৰ সম্মস্তল এবং পাশ্ববর্তী কতক স্থান । কারণ, তৎপরেই নিবিড় বনভূমির উল্লেখ পাওয়া যায় । কালক্রমে আর্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলে উহা সমগ্র অধিবেশিত হয় ।

## ২৯। মগধ।—মগধের ঋষেন্দিক নাম কিকটা—

“কিং তে কুষ্টি কিকটেু গাবো ।”

‘মগধ’ এই নাম অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু উহা তৎকালে অনার্যনিবাস বলিয়া উক্ত । রামায়ণের সময়েও উহা সমগ্র আর্যগণকর্তৃক অধিবেশিত হয় নাই, স্থানে স্থানে জনস্থান সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র । এই নিমিত্তই আমরা পরবর্তী মগধ ও রামায়ণের সাময়িক মগধ এতদুভয়ের অবস্থানের কিঞ্চিৎ পৃথক্তা দেখিতে পাই । রামের জনকভবনে গমনের পথে প্রদর্শিত হইবে যে, পাটনা ও তৎসমীপবর্তী স্থান রামায়ণের সময়ে মগধ বলিয়া পরিচিত ছিল না । আরা এবং পাটনা জেলার দক্ষিণ ভূভাগ মগধ বলিয়া পরিচিত হইত । পলাশ পুষ্পের আধিক্য হেতু ইহার আর এক নাম পলাশ দেশ ছিল ।—Prasii of the Greeks.

৩০। গয়া।—মগধরাজের দক্ষিণে।

৩১। বিশালা।—গঙ্গার উত্তর এবং গঙ্গাকী নদীর পূর্ব  
ও মিথিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম বিশালা। আচীন  
বিশালা নগরের বর্তমান নাম “বিসার”। এছান-সম্বন্ধে একপ  
ইতিহাস কথিত আছে। সমুদ্রমহনের দ্বারা উৎপন্ন সুধা-  
পানে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যবল সংহার  
করিলে, দৈত্যামাতা দিতিদেবী ইন্দ্রকে দমনক্ষম একপুত্র-  
কামনায় এই স্থানে তপস্যা করেন। ইন্দ্র ইহাতে ভীত হইয়া  
দৈত্যজননীকে এই স্থানে তপস্যাকালীন পরিচর্যা করিয়া-  
ছিলেন। অনন্তর দিতিদেবী কৃতকাম হইয়া পবনদেবকে  
গর্ভে ধারণ করিলেন। ইন্দ্র শক্তি হইলেন এবং গর্ভ নষ্ট  
করণাশয়ে ছলাদ্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা মধ্যাহ্নে দৈত্য-  
জননী যে স্থলে মন্ত্রক রাখিতে হয় তথায় চরণ প্রস্তাবনপূর্বক  
নিদ্রাগত হইলেন। শরনের এই ব্যক্তিক্রম দৃষ্টে দিতিকে  
অশুচি বিবেচনায়, দেবরাজ তাহার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া  
গর্ভস্থ বালককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে বালক  
ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র তখন ঐ বালককে সম্বোধন-  
পূর্বক কহিলেন “মা রুদ”। অনন্তর দিতি নিদ্রাভঙ্গে আপন  
অসাবধানতার ফল-আবলোকনে নিষ্ঠক হইলেন এবং যথা-  
সময়ে সেই খণ্ড খণ্ড পুত্রগণ প্রসব করিলেন। ইহারাই  
‘মা রুদ’ হইতে মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এতমিমিত্ত  
এই স্থান পূণ্যভূমি। অনন্তর কিছু কাল পরে অলমুষার  
গর্ভে ইক্ষুকুর বিশাল নামে যে এক পুত্র হয়, তিনিই এই  
খানে বিশালা রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩২ । মিথিলা ।—বিশালার উত্তরেই মিথিলা রাজ্য। হিউয়েন সাঙ্গের সময় গঙ্গার উত্তরস্থ সমুদ্রস্থ প্রদেশ ব্রীজি নামে (Fo. li. shi) খ্যাত হইয়াছে। বিশালা তখন ইহার একটী উপবিভাগমাত্র। ব্রীজি তখন তিনি প্রদেশে বিভক্ত, যথা— বৈশালি অর্থাৎ বিশালা, তীরাভক্তি এবং ব্রীজি অথবা মিথারি। অধিবাসিগণের সাধারণ নাম ব্রীজি হইয়াছে। সমব্রীজিও বলিত (San. fo. shi. of Hwen Thsang)। (১০) পৌরাণিক তত্ত্ব অনুসারে চন্দ্ৰবংশে নিমি নামে এক পরাক্রান্ত

১০। ব্রীজি, এই সাধারণনামধারী জাতি আবার অনেক উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎসমষ্টকে কনিংহাম বলেন “I infer that the Vrijis were a large tribe, which was divided into several branches, namely, the Lichchavis of Vaisalis, the Vaidehis of Mithila, the Tiravuctees of Tirhoot &c. Either of these divisions separately might therefore be called Vrijis, as well as *Sam-Vrijis or the United Vrijis.*” রামায়ণে লিখিত বিবরণ হইতে এই পরিবর্তন কর দিনের, এবং রামায়ণের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখা যাউক। কনিংহাম স্থানান্তরে বলিয়াছেন “Ajatasatru of Magadha, wishing to subdue the great and powerful people of wajji, sent his minister to consult Buddha as to the best means of accomplishing his object.” এই Wajji কাহারা, তৎসমষ্টকে “Vrijis which has already been identified as the territory of the powerful tribe of Wajji or Vrijis.” এই ব্রীজিদিগের অষ্ট কুল ছিল, তৎসমষ্টকে কনিংহাম “Eight clans, who as Buddha remarked were accustomed to hold frequent meetings” &c তাহার পর এই অষ্ট কুলের বাসস্থান-সমষ্টকে উক্ত পঞ্চিত যাহা বলেন (“There are several ancient cities, some of which may possibly have been the capitals of eight different clans of the Vrijis, of these—Vaisali, Kesariaya and Janakpore have already been noticed; others are Navandgarh, Simrun, Puri....., Puraniya and Mithari. The last three are still inhabited and well known”) তাহাতে জানা যায় যে পরে,

রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। নিমির পুত্র মিথি স্বনামে নামিত করিয়া মিথিলা রাজ্যের স্থাপনা করেন। মিথির পুত্র জনক হইতে মিথিলার সমষ্ট রাজগণ ক্রমান্বয়ে জনক এই উপনামে খ্যাত হইয়া আসিতেছিলেন।

৩৩। পুণ্ডু।—বাঞ্ছলার পশ্চিমসীমান্তর প্রদেশগুলি পুণ্ডু নামে গৃহীত হয়। ইহা অনার্য-নিবাস। এক্লপ ইতিহাস কথিত যে, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া অনার্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্ডুভূমিতে বাস করে। মনুর মতে ক্রিয়াবিহীনতায় এবং ব্রাহ্মণ্যের অভাবে ইহারা শুদ্ধত্ব বা অনার্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩৪। বঙ্গ।—বর্তমান বাঞ্ছলার দক্ষিণাংশ।

দক্ষিণাবর্তন প্রদেশসমূহ।

১। ব্রহ্মান।—বিষ্ণু পর্বতের নিকটবর্তী অসভ্য জাতিবিশেষের বাসভূমি।

২। বিদর্ভ।—বর্তমান বিরার (Berars) প্রদেশের অংশ-বিশেষকে বিদর্ভ বলিত। এই স্থান দময়ন্তৌর পিতৃরাজ্য।

৩। মহীষিক।—গ্রিফিথের (*Rámáyana*, Vol. iv., p. 422), মতানুসারে বর্তমান মহীষুরের ক্রিয়দাংশ।

রামায়ণে যেক্লপ বর্ণিত, এক্লপ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এবং কথিত বিবরণের সহ রামায়ণে কথিত বৃত্তান্তেরও বিজ্ঞবিন্দু সংশ্লিষ্ট নাই। আবার যদি কনিংহামের বৃত্তান্ত অভ্রাস্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হিউ-মেন সাঙ যাহা দেখিয়াছিলেন, বৃক্ষদেব স্বয়ংই তাহা দেখিয়াছেন। ইহাতে এক্লপ সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত পরিবর্তন রামায়ণ-প্রণেতার পরে এবং বৃক্ষদেবের পূর্বেই ঘটিয়াছে।

৪। গোকর্ণ।—মালাবার উপকূলের নিকটবর্তী প্রদেশ-বিশেষ।

৫। কেরল।—মালাবার এবং কানাড়া প্রদেশ। কথিত আছে এই দেশে পরশুরামকর্তৃক প্রথম ব্রাহ্মণবাস-স্থাপনা হয়।

৬। চোল।—করমণ্ডল উপকূলের অধিক ভাগ।

৭। অঙ্কু।—তেলঙ্গের কিয়দংশ। পূর্ব রাজাদিগের রাজধানী বারঙ্গল ছিল।

৮। কিকিঞ্চ।—গ্রিফিথের দ্বারা (*Rámáyana*, Vol. iv., p. 1) একপ উক্ত যে, কিকিঞ্চা বর্তমান মহীসুর প্রদেশের উত্তরস্থ কোন স্থান হইবে।

৯। কলিঙ্গ।—উত্তরে উড়িস্যার দক্ষিণসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে দ্রাবিড়ের উত্তর সীমা পর্যন্ত সমুদ্র-উপকূল ভাগে ব্যাপ্ত। প্রাচীন চালুক্য রাজবংশ এখানে রাজত্ব করিতেন।

১০। দ্রাবিড়।—বহু প্রদেশের একতার সাধারণ নাম দ্রাবিড়। তন্মধ্যে পাণ্ডি, চোল ও চের প্রধান।

রামায়ণের মধ্যে চারি স্থলে গমনাগমনের পথ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা ভৌগোলিক তত্ত্ব আরও বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে; তন্মিত্বে এ স্থলে তাহা বিহৃত হইতেছে।

দশরথ-তনয় রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহ নিম্নমত পথাব-লম্বনে জনকরাজ ভবনে গমন করিয়াছিলেন।

“অমোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধাধিক ঘোজনেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া, সরযুর (১১) দক্ষিণ তীরে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে ক্রমাগত আসিয়া গঙ্গা ও সরযুর সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। ইহা অন্দেশ। এই সঙ্গে গঙ্গা পার হইয়া কতকদূর যাইয়া দক্ষিণ তীরে জনশূন্য ভৌষণ বনদেশ অতিক্রম করিতে হয়।” সেই বন-সম্বন্ধে

—“বনমিদং দুর্গং বিল্লিকাগণসংযুতম্।

ভৈরবৈঃ খাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তলাকুণ্ডারবৈঃ ॥

নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যাঙ্গিভৈরবস্থমৈঃ ।

সিংহব্যাপ্তবরাহৈশ্চ বারণেশ্চাপি শোভিতম্ ॥

১ কাণ্ড, ২৪ সর্গ।

(অর্থাৎ) “এই ভৌষণ বনদেশ অতি দুর্গম, নিরন্তর ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ, ও ভৌষণ শ্বাপদকুলে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নানাজাতীয় পক্ষিগণের ঘোর কর্কশ রবে বন শব্দায়মান হইতেছে: সিংহ ব্যাপ্ত বরাহ এবং হস্তী প্রভৃতি জীব সকল সচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে।” “এই বন পূর্বকথিত তাড়কার জঙ্গল। তথা হইতে শোণা (১২) অথবা মাগধী এতৱ্যামধারী নদী পার হইয়া, যথায় এই নদী পঞ্চ পর্বত-মধ্যে আবদ্ধ হইয়া মালিকার ন্যায় শোভমানা, সেই গিরিব্রজ নগরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গার

(১১) সরযু-সম্বন্ধে “অমোধ্যায়াঃ পশ্চিমভাগমারভ্য উত্তরদিগ্ভাগেন পূর্বভাগমাগতাঙ্গদেশে গঙ্গায়ঃ সঙ্গচ্ছতে।—রামামুজ। বৈদিক উর্ণেখ “সরস্বতী সরযুঃ সিঙ্গুরুমিত্তির্মহোমহীরবসামস্ত রক্ষণীঃ।”—ঝগড়ে। (Sarabouos of the Greeks.)

(১২) “শোণনস্যৈব শোণা ইত্যাপি নামেতাহঃ।”—রামামুজ।

ধারে ধারে ঝৰিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা পার হওনানন্তর বিশালারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, তথায় বিশ্রামপূর্বক জনকরাজ্য মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ।”

প্রথমতঃ, এই পথবর্ণনে দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে মগধদেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াও, ‘মগধ’এইনামধারী কোন দেশের নাম উল্লেখ করা হইল না ।

বিতীয়তঃ, আর একটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । পথবর্ণনে বলা হইয়াছে যে, শোণনদ পার হইয়া, ঝৰিগণের আশ্রম অতিক্রম করিতে করিতে তার পর গঙ্গা পার হইয়া, উহার উভরে বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায় । তৎস্থলে গঙ্গাকী নদী পার হওয়া বা তাহার নামমাত্রও উল্লেখ নাই । গঙ্গা পার হওনানন্তর, যদি গঙ্গাকী পার না হইয়া বিশালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই পাটনায় না হউক পাটনার অতি নিকটেই গঙ্গা পার হইতে হয় । বুদ্ধদেবের সমকালিক অজ্ঞাতশক্ত যৎকালে কুসুমপুর নগর স্থাপন করেন, (যাহার নাম সময়-পরিবর্তনে ক্রমে পাটলিপুত্র এবং পাটনা হইয়াছে) তৎকালে উহার চতুর্দিকে সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল । এই পথবর্ণনে বাল্মীকি যখন বরাবর অভ্রান্তভাবে স্থান নির্দেশ করিয়া আসিয়াছেন, তখন এ খানেও যে ভ্রম হইতে আঘুরক্ষা করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে । কিন্তু তিনি প্রথমতঃ গঙ্গাকীর নামমাত্র করেন নাই, বিতীয়তঃ গঙ্গার দক্ষিণতীরে তপোবন ভিন্ন কুসুমপুর বা কোন জনপদের কথা কিছুমাত্র বলেন নাই ।

অধিকন্তে তদ্বিতীয়ে তাড়কার দৌরাত্ম্য-প্রসঙ্গে দেই সকল তপোবন অনার্য্যপীড়িত বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব ধরিতে হয় যে, এই পথনির্দেশ যৎকালে রচিত হয়, কুসুমপুর তাহার পরে স্থাপিত হইয়াছে।

পিতৃসত্য পালনার্থে রামের বনগমন-প্রসঙ্গে অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্যন্ত বাল্মীকি এইরূপ পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

“অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে আসিয়া, তমসা নদী (১৩) পার হইয়া, কোশলদেশের সীমা সন্নিকট করিয়া, বেদশ্রুতি নদী (১৪) পার হওনানন্তর দক্ষিণমুখে গিয়া, গোমতী নদী (১৫) পার হইলেন। তথা হইতে স্যন্দিকা নদী (১৬) পার হইয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া নিষাদরাজ গুহকর্তৃক শাসিত শৃঙ্গবেরপুর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া বৎসদেশ হইতে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন।

(১৩) সরষ এবং গোমতীর মধ্যবর্তী যে গণনীয় নদী। ইংরেজি মানচিত্রে উহা (River Tons) বলিয়া থ্যাত।

(১৪) তমসা এবং গোমতীর মধ্যবর্তী একটী সামান্য স্রোতস্বতী।

(১৫) খণ্ডদের অষ্টম মণ্ডলে এক গোমতীর কথা আছে

“এবো অপশ্চিতো বলো গোমতীমুভিষ্ঠতি।”

ইহা এই গোমতী কি না? অধ্যাপক রত্তের (Roth) বিচারে জানা যায় যে, এই বেদোক্ত গোমতী সিঙ্গু নদের একটী শাখা। তদ্যতীত ডাক্তার ম্যার কহেন (“There is a stream called Gomati in Kumaon, which must be distinct from the river in Oude as the latter rises in the plains.”)

(১৬) ইহা বর্তমান সাই (Sai) নামক কৃত্রি নদী হইবার সম্ভব।

সে খান হইতে পশ্চিমমুখে যমুনার তৌর বাহিয়া কতক দূর  
গিয়া, উহার পর পারে দশ ক্ষেত্র অন্তরে চিরকৃট পর্বত (১৭)  
প্রাপ্ত হইলেন।”

কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।—অথর্ববেদ যৎকালে রচিত  
হয়, তখন বাহিক, মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশ অসভ্য-আবাস  
বলিয়া গণ্য হইত, এবং তাহাদের প্রতি আর্যেরা যৎপরো-  
নাস্তি সুণাৰ্থণ কৱিতেন। বাহিক রামায়ণের সময়েও  
অনার্যদেশ, উহা কেবল ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু  
মগধ ও অঙ্গ রামায়ণের সময় আর্যভূমি বলিয়া পরিগণিত  
হইয়াছে। দশরথের পুত্রার্থে যজ্ঞকালীন রাজগণকে  
নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত, সুমন্ত্রের নিকট বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণ-  
যোগ্য যে রাজাদিগের নামমালা কহিয়াছিলেন, এবং সেই  
রাজাদিগের মধ্যে যাহাকে যাহাকে স্বয়ং যাইয়া সমাদরে  
আনিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অঙ্গ এবং মগধের  
অধীশ্বর গণ্য হইয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে  
যে, বাল্মীকির সময়ে ঐ দুই দেশ আর্যগণকর্তৃক যত দূর  
অধিবেশিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালোচিত বিলক্ষণ  
সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বঙ্গের  
উত্তর প্রান্ত দিয়াও আর্যদিগের সংকার দেখিতে পাওয়া  
যায়; কারণ আর্যবংশোদ্ধৃত অমুর্তরজঃ দ্বারা যে ধর্ম্মারণ্য

(১৭) বুন্দেল খণ্ডের কামতা পাহাড়। ইহার দৃশ্য অতিসুন্দর।  
এ থানে অনেক কুদ্র কুদ্র গিরিনদী আছে, তাহার একটার নাম মন্দাকিনী,  
তথায় রাম পিতৃপিণ্ড প্রদান কৱিয়াছিলেন। রামের পূর্ব বাসস্থান বলিয়া  
ইহা তীর্থমধ্যে গণ্য। তথায় বৎসর বৎসর অনেক শাক্রী গিরা থাকে।

নগর স্থাপিত হয়; তাহা বর্তমান কামরূপের মধ্যে। এ দিকে আবার মগধের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা হইতেই রাঙ্গসেরা নির্ভয়ে অমণ্ড করিত, এবং তৎসমীপস্থ ঝুঁটিগণ সর্বদা তাহাদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। আবার বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে পৌত্ৰ এবং বঙ্গ জঙ্গলময় এবং অসভ্যজাতির নিবাস বলিয়া কথিত। এতদুভয় কারণে বোধ হয় যে, বর্তমান বঙ্গ এবং সমীপবন্তী অন্যান্য স্থান তৎকালে জঙ্গলময় ও অসভ্যনিবাস ছিল এবং তথায় আর্যগণের গতিবিধি ছিল না। ফলতঃ রামায়ণের সময়ে এই বঙ্গনামের অস্তিত্ব ছিল কি না তাহাই সন্দেহস্থল। রামায়ণের উল্লেখ এ সন্দেহের বিপক্ষে পূর্ণ প্রমাণ নহে, যেহেতু বঙ্গ নাম পরবর্তী সময়ে রামায়ণে ঘোজিত হওয়ার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, বরং পূর্ব পূর্ব কারণহেতু সম্ভব বলিয়াই বিশেষরূপে বোধ হয়। বিশেষতঃ রামায়ণের কিঞ্চিৎ পরবর্তী বলিয়া যে যে পুস্তক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গ নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু পৌত্ৰভূমি এই নাম বঙ্গের পরিবর্তে দৃঢ় হয়। দক্ষিণাবর্তস্থ-বর্ণিত-প্রদেশ-সমন্বয়ে আমাদিগের মত বঙ্গ-সমন্বয়ে মতের অনুরূপ। ঐ সকল স্থান রামায়ণে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা বর্ণন করিয়াছি। বস্তুতঃ তৎকালে উহাদের অস্তিত্ব-সমন্বয়ে বিশেষ সন্দেহ হয়। সেই সকল প্রদেশের নাম প্রায়ই এক স্থানে মাত্র উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ সৌতা-ব্রহ্মণে যাত্রী বানরগণের অন্বেষণযোগ্য স্থল নির্দেশ করিবার সময় সুগ্রীবের দ্বারা কথিত হইয়াছে, তত্প্রতীত অন্যত্র বিরল। কিন্তু দক্ষিণাবর্ত যে কেবল নিবড় বনময়

এবং রাক্ষস-নিবাস ইহা অসংখ্য স্থানে বৃর্ণিত হইয়াছে। কোথাও আর্য জনপদের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না, কেবল তুই একটী খবির আশ্রমমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক লাসেনও আমাদের এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। (১৮) রামায়ণে কেবল প্রদেশাদির নাম নহে, অসংখ্য পদাবলীও পরিবর্ত্তি পশ্চিতাভিমানী মূর্খদের দ্বারা বিকৃত, পরিবর্দিত এবং পরিবর্তিত হইয়াছে। তন্মিত্বই আমরা অনেক প্রদেশের নাম এবং অনেক বিষয়, যাহা বাল্মীকি স্বপ্নেও জানিতেন না, তাহা রামায়ণে দেখিতে পাই।

বাল্মীকি চিত্রকৃট পর্যাল্প যে পথ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অতিশুল্করূপে এবং অভ্রান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথা হইতে রামের দক্ষিণে গমনের পথ সৈরূপ করেন নাই। কোন জনপদের উল্লেখমাত্র নাই। কেবল রাক্ষস ও ভয়ঙ্করজন্মবর্গ-সঙ্কুল ভীষণ বনদেশের মধ্য দিয়া রামকে লইয়া গিয়াছেন। বৃক্ষাবলীর ছায়ায় চতুর্দিক নিবিড় অঙ্ককার, শ্বাপদকুল সুখে বিচরণ করিতেছে, তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর-স্বভাবযুক্ত মনুষ্যমূর্তি তাহাদের মধ্যে মধ্যে ভরণ

(১৮) “The words ‘southern kings’ may, Lassen says, be employed here in a restricted sense, for from other parts of the poem it appears that the country to the south of the Vindhya was still unoccupied by the Aryas.—Even the banks of the Ganges are represented as occupied by a savage race, the Nishads.”—Muir’s Sanscrit Texts.

করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে কেবল দুই একটী সৌম্যমূর্তি ঋষির আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এ ঘোর বনে, যথায় আর্যগণের বাসস্থান ক্ষণমাত্রেও হইবার ঘোগ্য নহে, ইহারা কে? এই সকলে এক্লপ অনুমান হয় যে, বাঞ্চীকির সময়েতেও আর্যগণ বিস্ক্যাচল লজ্জন করিয়া দক্ষিণাবর্ত করতলস্থ করিতে সম্যক্রূপে অগ্রসর হয়েন নাই। বিস্ক্যাচল তখন তাঁহাদের যাতায়াতের নিমিত্ত অগস্ত্য-সমীপে কেবল প্রণত হইয়া উন্নত দেহ সঙ্কোচ করিতেছেন মাত্র। ব্রাহ্মণ প্রচারকগণ সেই বনস্থল ভেদ করিয়া ধর্ম-কিরণ বিকীরণ করণার্থে স্থানে স্থানে প্রেরিত হইতেছেন। এ দিকে পশ্চবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের অধিকারে ভিন্নপ্রকৃতির লোক দর্শন করিয়া, দুর্বাপরবশ হইয়া অনধিকারপ্রবেশক আর্য্যদিগের উচ্ছেদ-সাধনে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে।

এই সকল বনস্থুমি ভেদ করিয়া যাওয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য, তাহা, আর্য্য জনপদের বহু নিকটবর্তী, এমন কি, দ্বারস্থ চিত্রকূট পর্বতে যখন রাম প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া গমনে উদ্যত হয়েন, তৎকালে ভরদ্বাজ ঋষি পথের যে অবস্থা বর্ণন করিয়া রামের আশঙ্কা দূর করিতেছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিলে, অনুভব করা যাইবে। প্রথমে যমুনা পার হইতে হইবে কিরূপে তাহা কহিতেছেন

“তত্ত্ব যুঁং প্রবং কৃত্বা তরতাং শুনতীং নদীম্।”

২৩ কাণ্ড, ৫৫ শ্লোক।

কাঠের ভেলার যমুনা পার হইতে হইবে। লোকের গতি-বিধি এত কম যে, তথায় নৌকা রাখার আবশ্যক হয় নাই।

তৎপরে যমুনা হইতে চিত্রকূট পর্যন্ত পথের অবস্থা কিরণ,  
তাহা কহিতেছেন

“রম্যোগাদ্বযুক্তশ দাবৈষ্টেচ বিবর্জিতঃ ॥”

পথ বালি বিছান হেতু সুখকর এবং দাবাগ্নি-রহিত । এত-  
দপেক্ষা আর বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক করে না ।

রাম-বিরহে দশরথের ঘৃত্য হইলে, ভরতকে মাতুলালয়  
হইতে আনয়নার্থে অযোধ্যা হইতে যে দূত প্রেরিত হয়,  
তাহার গমন-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত-মত পথ বর্ণন আছে ।  
রামায়ণের টীকাকারের অভিপ্রায় এই যে, এ পথ লোক-  
গতায়াতের সাধারণ পথ নহে । ভরতকে শীত্র সংবাদ  
দেওয়ার অনুরোধে, দূত জল জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সোজা পথে  
গিয়াছিলেন

“দৃতাঞ্জ শীত্রঃ তন্মগরপ্রাপ্তয়ে কাস্তারমার্গেণ গতাঃ ।”

“অযোধ্যা হইতে পশ্চিমযুথে গমন করিয়া অপরতাল  
এবং প্রলম্ব দেশের মধ্যে মালিনী নদী (১৯) পার হইয়া  
গমননন্তর, পঞ্চাল দেশে উত্তীর্ণ হইয়া, হস্তিনাপুরের নিকট  
গঙ্গা পার হইয়া, কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া, শৱদণ্ড নামক  
নদী পার হইয়া, পশ্চিমে ঝুলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করিলেন ।  
তথা হইতে অভিকাল ও তেজোভিত্বন নামক ছুই নগর

(১৯) Erinesas of Megasthenes. গ্রিকিপের মতে উহা সর্বূর শাখা  
এবং বর্তমান নাম চুক্তা । এই নদীতটে কণ্ঠ ঋষির আশ্রমে শকুন্তলা সহ  
চতুর্মুনের প্রথম মিলন হয় । এবং ইহারই তট বহিয়া শকুন্তলা হস্তিনাপুরে  
গমন করেন ।

অতিক্রম করিয়া ইক্ষুমতীনামী নদী (২০) পার হইলেন। তথা হইতে বাহিক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন নামক পর্বত অতিক্রমপূর্বক বিপাশা (২১) ও শালমী নামক নদীব্রহ্ম দর্শন করিয়া গিরিত্রজ নগরে (২২) উপনীত হইলেন।”

দ্রুত-মুখে সংবাদ পাইয়া ভরত নিম্নলিখিত পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। এই পথপ্রসঙ্গে রামামুজের অভিপ্রায়

“ইদং মার্গাস্তরং চতুরঙ্গবলগমনোচিতম্।”

“ভরত রাজগৃহ হইতে নির্গত হইয়া পূর্বমুখে গমনপূর্বক সুদামা নামে নদী পার হইলেন। তৎপরে পশ্চিমবাহিনী ছাদিনী পার হইয়া ঐলধান গ্রামে শতক্র লজ্জন করিলেন। অপরপর্বত নামক দেশ ছাড়াইয়া, শিলা ও আকুর্বিতী নামে দুই নদী পার হইয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ণণ নামক

(২০) ইহা দ্বিতীয় ইক্ষুমতী, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত।

(২১) বিপাশার ঝাঁঘেদিক নাম আজীকীয়া, যথা “ইং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি উত্তুদি স্তোমং দচতা পক্ষঞ্চা। অদিক্র্যা মরুৰ্ধে বিতস্তগার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুরোমায়া।” তৎপরবর্তী নাম উক্তঞ্জিয়া। বিপাশা নাম কিরূপে হইল, তৎসমষ্টে একপ কথিত যে, বিখামিত্র এবং বশিষ্ঠ এ দুয়ে যথন বিবাদ হয়, সেই সময়ে বিখামিত্র বশিষ্ঠকে পাশবন্ধ করিয়া উক্ত নদীতে নিষ্কেপ করেন। এই নদী বশিষ্ঠের পাশমোচন ও পরিত্রাণ করায় বিপাশা নাম গ্রাহ্য হইয়াছে। মহাভারতে আদিপর্বে

“উত্ততার ততঃ পাশাদ্বিকৃতঃ স মহানৃষিঃ।  
বিপাশেতি চ নামাদ্য। নদ্যাশচক্রে মহানৃষিঃ ॥”

পুনৰ্বৰ্তনে

“পাশা অস্তাঃ ব্যাপাশারস্ত বশিষ্ঠস্ত সুমুর্দতস্তস্তাদ্ব বিপাশা উচ্যতে।”

(২২) “গিরিত্রজং কেকয়রাজগৃহাপরনামকং।”—রামামুজ।

দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে শিলাবহা নামে নদী দর্শন করিয়া, অনেক পর্বতাদি লজ্জন করিয়া চৈত্ররথ কানন প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গমে (২৩) উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বীরমৎস্য নামক দেশের উত্তর দিয়া, ভারতগুবন অতিক্রম করিয়া, পর্বতমধ্যে আবদ্ধ কুলিঙ্গ নদী পার হইয়া সম্মুখে যমুনা প্রাপ্ত হইলেন। তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, অংশুধান গ্রামে গঙ্গা পার হওয়া কঠিন দেখিয়া, প্রাঞ্চিপুরে গঙ্গা পার হইলেন। তথা হইতে কোটি-কোষ্ঠিকা নদী (২৪) পার হইয়া ধৰ্মবর্দ্ধন গ্রামে গমন করিলেন। তার পর তোরণ গ্রাম দিয়া জমুপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বরুথ নামক জনপদ, তাহার পর উজ্জিহানা গ্রাম। এখান হইতে সর্বতীর্থ গ্রাম দিয়া উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইয়া, লোহিত্য গ্রামে কপিবতী নদী (২৫) একশাল গ্রামে স্থান্তৃতী নদী, এবং বিনত গ্রামে গোমতী

(২৩) “সরস্বতী ইয়মত্র পশ্চিমপ্রবাহা। গঙ্গাপদেনাত্র স্বচক্ষুসীত্যাদ্যন্তয়ঃ পশ্চিমপ্রবাহা গ্রাহাঃ। এতাত্ত্বিষ্ণো গঙ্গাপ্রবাহা এবেতি পূর্বান্প্রসিদ্ধম্।”—রামায়ুজ। ঐ শাখানম্বক্ষে রামায়ণে একপ আছে।

হৃদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তর্গৈব চ।  
তিত্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্ম গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥  
স্বচক্ষুশ্চেব সীতা চ সিম্বুশ্চেব মহানদী ।  
তিত্রশ্চেতাদিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ ॥”  
১ কাণ—৪৩ সর্গ।

২৪। কোটিকোষ্ঠিকা নদী বোধ হয় বর্তমান “কোহ” নদী, উহা গঙ্গার শাখা।

২৫। বর্তমান গরা নদী হইবার সম্ভব।

নদী পার হওনানস্তর, কুলিঙ্গ নগরের শালবন অতিক্রম করিয়া, অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।”

বাল্মীকির “সময়ে রাজধানী সকল কিরণ ছিল, তাহা বাল্মীকিকৃত অযোধ্যাবর্ণনে অনেক বিদিত হইবে। সন্তুষ্টতঃ বাল্মীকি নিকটস্থ কোন রাজধানী দর্শনে তন্ত্রাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

“কোসলো নাম মুদিতঃ শ্রীতো জনপদো মহান् ।  
 নিবিষ্টঃ সর্বগুরীরে প্রত্তুতথনধার্ঘবান् ॥  
 অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রিতা ।  
 মহুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বরম্ ॥  
 আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী ।  
 শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা স্মৃবিভক্তমহাপথা ॥  
 রাজমার্গেণ মহতা স্মৃবিভক্তেন শোভিতা ।  
 মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিঞ্চেন নিত্যশঃ ॥  
 তাঃ তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ।  
 পুরীমাবাসযামাস দিবি দেবপত্রিষ্ঠা ॥  
 কপাটতোরণবতীঃ স্মৃবিভক্তান্তরাপণাম্ ।  
 সর্বয়ঞ্চাযুধবতীঃ উষিতাং সর্বশিল্পিতিঃ ॥  
 স্তুতমাগধসম্বাধাঃ শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ ।  
 উচ্ছাটালঝড়বতীঃ শতবীশতসঙ্কুলাম্ ॥  
 বধুনাটক সৈজ্যেশ্চ স্মংযুক্তাঃ সর্বতঃ পুরীঃ ।  
 উদ্যানাভ্রবনোপেতাঃ মহতীঃ শালমেধলাম্ ॥  
 দুর্গগন্তীরপরিধাঃ দুর্গামন্ত্রেছ'রাসদাম্ ।  
 বাজ্জিবাৰণসম্পূর্ণঃ গোভিৰুষ্টঃ খৈৱেন্দ্রধা ॥  
 সামন্তরাজসৈজ্যেশ্চ বলিকর্মভিৱাহৃতাম্ ।  
 নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিকভক্তগণশেভিতাম্ ॥  
 আসাদৈঃ রঞ্জবিহৃতৈঃ পর্বতৈৱ শোভিতাম্ ।  
 কৃটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণাম্ ইন্দ্রস্তোষামৰাবতীম্ ॥

চিরামষ্টাপদাকারাঃ বরনারীগণাযুতাম্ ।  
 সর্বরহনমাকীর্ণাঃ বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥  
 গৃহগাঢ়ামবিছিদ্রাঃ সমভূমো নিবেশিতাম্ ।  
 শালিতগুলসংপূর্ণাঃ ইঙ্কাগুরসোদকাম্ ॥  
 হলুভীভিম্বদ্বৈশ্চ বীণাভিঃ পণ্ডবৈষ্ণবা ।  
 মাদিতাঃ ভৃশমত্যথং পৃথিব্যাঃ তামসুতমাম্ ॥  
 বিমানঘির সিঙ্কানাঃ তপসাধিগতং দিবি ।  
 স্বনিবেশিতবেঙ্গাস্তাঃ নরোত্তমসমারূতাম্ ॥  
 যে চ বাগৈর্ণ বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্ ।  
 শব্দবেধ্যঝ বিততং লযুহস্তা বিশারদাঃ ॥  
 সিংহব্যাপ্তবরাহাণাঃ মত্তানাঃ নদতাঃ বনে ।  
 হস্তারো নিশ্চিতে: শক্তৈর্বলাদ্বাহবলৈরপি ॥  
 তাদৃশানাঃ সহস্রেস্তাম্ অভিপূর্ণাঃ মহারথে: ।  
 পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥

তামগ্নিমত্তি-গুণবন্তিরাবৃতাঃ  
 দিজোত্তমে-র্বেদষড়পারগৈঃ ।  
 সহস্রদৈঃ সত্যরাতে-মহাঅভি-  
 মহর্ষিকৈরুর্ধ্বভিক্ষ কেবলেঃ ॥

১ কাণ্ড, ৫ সর্গ ।

“শ্রোতৃস্তৌ সর্যুর তীরে প্রচুর-ধনধ্যান্ত-সম্পদ আনন্দ-  
 কোলাহল-পূর্ণ অতিসয়ন্ত্র কোসল নামে এক জনপদ আছে ।  
 ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী । মানবেন্দ্র মনু  
 স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন । ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন  
 দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ । উহা অতিসুদৃশ্য । ইতস্ততঃ  
 শুণ্যস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিত-  
 কুসুম-সমলঙ্কিত ও নিয়তজলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব  
 শোভা সম্পাদন করিতেছে । ঐ নগরীর চারি দিকে কপাট

ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণ সকল রহিয়াছে। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরস্তর বাস করিতেছে। অতুচ অট্টালিকায় ঘজ-পট সকল বায়ুভৱে বিকল্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহনির্মিত শতলী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্চিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুস্পবাটিকা ও আত্মবন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতিগভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শক্ত মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্চ খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরস্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্মিত প্রাসাদ পর্বতের ঘায় শোভমান রহিয়াছে। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্তল গৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরস্তর বিরাজ করিতেছে, তথাকার স্বৰ্বর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধন্ত তঙ্গুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, এবং দেবলোকে মিঙ্গগণের তপোবললক বিমানের ন্যায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরস্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি ঘূদঙ্গ বীণা ও পণব সকল নিরস্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যাহারা সহায়হীন ও আজ্ঞায়-স্বজনবিহীন ও লুকায়িত হয় এবং হারা বিরোধ উপস্থিত

করিয়া পলায়ন করে, এইরূপ ব্যক্তি সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিন্দ করেন না, যাহারা শাশ্বত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত ভীমনাদ সিংহ ব্যাপ্ত ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, এইপ্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাধিক গুণবান् বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাআশা মহর্ষি-গণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্ধন রাজা দশরথ মেই অতুলপ্রভাসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী-সদৃশ সর্বালঙ্কারশোভিত অঘোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।”

হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য কৰ্তৃক অনুবাদ।

---

সংজ্ঞপ্ত সার।

পূর্বগত বৃত্তান্ত দ্বারা ভারতের অবস্থা কিরূপ অনুমিত হয়? দক্ষিণাবর্ত্ত জঙ্গলময় অসভ্যনিবাস, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী আর্য ঋষির আশ্রম দেখা যায় মাত্র। তবে যে যে সকল প্রদেশের তদেশে অবস্থান ও নামের উল্লেখ আছে, তাহা আদৌ বাল্মীকির সাময়িক কি না তাহাতেই সন্দেহ। যদিই ঐ সকল নাম তৎকালে স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা যেমন অধুনাতন নবাবিস্থৃত ভূভাগ সকল অসভ্য-নিবাস বা অধিবাসিশূন্য হইলেও ইংরেজপ্রসাদাং ইংরেজ নামে জাপিত হইয়া থাকে, তদ্বপ। আর্য্যাবর্ত্ত বছতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যরাজ্যে পরিপূর্ণ। তথায়ও বনভূমির অভাব নাই, কিন্তু

দক্ষিণাবর্তের বন্দুমি হইতে ভিমশ্রীযুক্ত। আর্য্যাবর্তের  
যে অংশ জঙ্গলময় তাহা পরিত্যাগ করিলে, প্রায় সর্বত্রই  
“গ্রামান্ব বিঙ্গষ্টসীমাস্তান্পুপ্তিতানি বনানিচ”

এবং

“উদ্যানাত্মবনোপেতান্সম্পন্নসলিলাশয়ান্”

এবং

“তৃষ্ণপুষ্টজনাকীর্ণান্গোকুলাকুলসেবিতান্”

এতদ্রপ গ্রামসমূহ দৃষ্টিগোচর হইত। বস্তুমতী তখন  
নবীনা, মনোহারিণী অলঙ্কারবিভূষণ।, নিয়ত হারিত শোভায়  
মণিত। গ্রামান্তভাগে সুরভিপুষ্পখচিত এবং বিহঙ্গমকুল-  
কৃজিত-পরিসর উদ্যানাত্মবনসমূহ ছুর্গের ঘ্যায় বেষ্টন করিয়া  
আক্রিত জনপদকে নিরন্তর শক্র-ময়ন হইতে লুকায়িত  
করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মনুষ্য-পদচিহ্নমাত্র গ্রাম-  
প্রবেশের পথ বিজ্ঞাপন করিতেছে। তৎপরে আলবাল-  
মধ্যে লহরীলীলাবৎ পরিপক্ষ শস্যচূড়া সমুদয় মারুতহিল্লোলে  
আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যস্থলে গ্রাম। গৃহস্থেরা সমস্ত দিন  
পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তে বিশ্রাম লাভ করত সাংসারিক  
সুখে পুলকিত হইতেছে। কখন বা সদয়া প্রকৃতির চারু-  
শোভা-সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছে, কখন বা তদ্বারা উত্তে-  
জিত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অচিন্ত্য দেবের প্রতি ভক্তির  
উদ্রেক হওয়ায়, উদ্দেশে প্রণিপাত করিতেছে। প্রকৃতি  
সরলা, লোকও সরল, সরল কথোপকথনে আনন্দিত হই-  
তেছে। নিকটে “গোমুতাং ময়ুরহংসাভিরুতাং” তটিনী কল  
কল স্বরে অভৌপ্সিত পথে প্রধাবিত হইতেছে। শিতাননা  
সরলা কুমারীগণ কুস্ত কক্ষে হস্তান্দোলন করিতে করিতে

স্বালয়ে গমন করিতেছে । বনভাগ রঞ্জিত করিয়া দিনদেব  
অস্তশিখরে গমন করিলেন । খদ্যোত্তমালা আশ্রয়ের অন-  
ভাবে গ্রামকে মণিমালা-বিশিষ্টা করিয়া তুলিল । অদূরে  
তপোবনস্থ হোমাঘির ধূম গগনস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইল ।  
সকলেই সন্ধ্যাবন্দনায় বিত্রিত । স্তোত্রসমাপনান্তে প্রজা-  
বৎসল রাজাকে পিতৃবৎ জ্ঞানে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া  
গাত্রোথান করিল । এ বেশে না হউক, ভারতমাতার এই  
দিন কি আবার ফিরিবে ? চাতকের ন্যায় চাহিতেই দিন  
গেল । রামচন্দ্র বনগমন করিলে, পুত্রশোকার্ত্ত দশরথ রামকে  
না দেখিয়া, তাঁহার রথবাহক অশ্বের পদচিহ্নমাত্র দেখিয়া  
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন আমাদেরও মুখে সাজিবে  
বলিয়া বলিয়াছিলেন

“বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহুতান্তঃ ময়াস্তুজম্ ।  
পদানি পথি দৃঢ়ন্তে স মহাআন দৃশ্যতে ॥”

---

## ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

---

ଆକ୍ଷଣବର୍ଗ ।

ଆକ୍ଷଣବର୍ଗଟି ପ୍ରାଚୀନା ଭାରତେର ଶିରୋଭୂଷଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରତ୍ନ । ଭାରତ-ଅନୁକ୍ଳେତ୍ରେ ଇହାରା ବିଧାତାସ୍ଵରୂପ । ତୀହା-ଦେଇ ଅପରିସୀମ ଗୁଣେ ଉତ୍କମତ ଉଚ୍ଚାଭିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଉ ତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେଯ ନା । ଯେ ଗୁଣ ହେତୁ ଆକ୍ଷଣରେଇ ସଭ୍ୟତମ ସମାଜ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ‘ଦେବ’ ଇତ୍ୟାଖ୍ୟାଯ ନିର୍ବିବାଦେ ପୂଜିତ ହଇଯାଇଲେନ, ସେ ଗୁଣ କଥନଇ ସାଧାରଣ ନହେ । କିନ୍ତୁ ତୀହାଦେଇ ସେଇ ଗୁଣ, ଗୁଣ ହଇଯା ଦୋଷ ହଇଯାଛେ । ତୀହାରା ଯଦି ଓରୁପ-ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣ-ଶାଲୀ ନା ହଇତେନ, ତାହା ହଇଲେ ସାଧାରଣେ ମୋହାରୁତ ହଇଯା ତୀହା-ଦେଇ ଯଦୃଚ୍ଛା-ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥେ ଅନ୍ଧେର ନ୍ୟାୟ ଧାବିତ ହଇତନା, ଏବଂ ତାହା ହଇଲେ ଭାରତେର ଭାବୀ ଦୁର୍ଦଶୀ ସମ୍ଭବତଃ ଆରା କଯେକ ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରାଖିତେ ସମର୍ଥ ହଇତ । ନିର୍ବିବାଦ କ୍ଷମତାର ଯେ ଫଳ, ଭାରତେ ଆକ୍ଷଣବର୍ଗ ହଇତେ ତାହାଟି ଫଳିଯାଛେ । କ୍ଷମତା-ସଂଗ୍ରହ-କାଲୀନ ଆକ୍ଷଣରେଇ ଭାରତକେ ଯେମନ ଉନ୍ନତିର ଉଚ୍ଚତମ ମୋପାନେ ଉଠାଇଯାଇଲେନ ଯେ, ଯେ ମୋପାନ ତୀହାର ପଦମ୍ପର୍ଶେ ଧନ୍ୟ ବଲିଯା ଜଗତଙ୍କ ମମୁକ୍ୟପଦବୀତେ ଅର୍ପିତପଦ ଜନଗଣ ତାହା ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଆଗ୍ରହସହକାରେ ଅଗ୍ରସର ହଇତେଛେ, ଆବାର କ୍ଷମତା ସଂଗ୍ରହେ ତୀହାରା ସେଇ ଭାରତକେ ତେମନିଇ ଅଧଃପାତିତ କରିଯାଇଛେ, ଯେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଇତର ଜନ୍ମଓ ସ୍ଥାନ୍ୟ ମୁଖ କିରାଇଯା ଯାଯା । ଯାହା ହଡକ, ଏକେବାରେ ଅପକାରୀ ଆକ୍ଷଣଦିଗେର ସହ

ଆମାଦେର ଏ ଖାନେ କୋନ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତି ଉପକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତି ଅପକାର ଉଭୟ ଯାହାଦିଗେର ନିକଟ ଆଶ୍ୟ ଏହି କରିଯାଛେ, ତାହାଦେରଇ ସହିତ ଏ ଖାନେ ସମ୍ପର୍କ ।

ଭାରତ-ସମାଜେର ଅଛି ଯାହା କିଛୁ, ସକଳଇ ସଥିନ ଆକ୍ଷଣେରା, ତଥିନ ତାହାଦେର ମାନସିକ ଗତିର ଏବଂ ଗୁଣାବଲୀର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନା କରିଲେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସେର ମର୍ମ ସମ୍ୟକ୍ରମପେ ଅବଗତ ହେୟା ଯାଇ ନା । ତାହାଦେର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଗତିର ବିସ୍ତାର ପ୍ରଧାନତଃ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାୟ । ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର-ବିଦ୍ୟା ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭକ୍ତ କରା ଯାଇତେ ପାରେ, ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ତେବେ ଅର୍ଥବିଦ୍ୟା ଓ ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟା । ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟା ବ୍ରିବିଧ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ । ବାଲ୍ମୀକିର ସାମୟିକ ଆକ୍ଷଣ-ଦିଗେର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣନେର ପୂର୍ବେ, ତୃକାଳିକୀ ଉତ୍କ ବ୍ରିବିଧ ବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ।

### ୧। ଅର୍ଥବିଦ୍ୟା ।

ସେ ମଂକୁତ ଏଥିନ ମୃତ, ଯାହା ଏମନ ସୁକୌଶଳସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ଯେ, ଯାହା ସ୍ଵର୍ଗେ ଦେବତାଦିଗେର ଭାବା ବଲିଯା ସକଳେର ବିଶ୍ୱାସ, ଏକକାଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟେରେ ଭାବା ଛିଲ । ଏତବିଷୟ ସ୍ଵତଃସିନ୍ଧ, ତଥାପି ସମ୍ପ୍ରମାଣକାରୀ ବଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିତ ଆଛେନ, ତମଧ୍ୟ ପରିଚିତନାମା ମୁୟର, ମୂଲର, ଲାମେନ ଏବଂ ବେନ୍କିର ନାମମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲାମ । ମଂକୁତ ଚଲିତ-ଭାଷା-ଭାବେ କତ କାଳ ଚଲିତେ-ଛିଲ ଏବଂ କୋନ୍ ସମୟେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହଇଯାଛେ, ତାହାଓ ଉତ୍କ ପଣ୍ଡିତେରୋ ସଥାସାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଯାଛେ । ବାଲ୍ମୀକି-ପ୍ରଣୀତ ରାମାୟଣ ସଂକାଳେ ରଚିତ, ବା ସେ ଆକାରେ ଆମାଦେର ହସ୍ତେ

আগত হইয়াছে ইহা যখন সেই আকারে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষা তদ্রূপ চলিত ভাষা, কি কেবল শিক্ষণীয় অর্থাৎ যুক্ত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল? আরণ্য কাণ্ডে বাতাপি এবং ইঙ্গল নামক দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যানস্থলে, কথিত হইয়াছে যে

“ধারযন্ত্রাক্ষণং রূপমিদলঃ সংস্কৃতং বদন্।

ন্যমস্ত্রয়ত বিপ্রান्,—————”

১১ সর্গ, ৫৬ শ্লোক।

—“ইঙ্গল ব্রাক্ষণরূপ গ্রহণ করিয়া, সংস্কৃত-কথন দ্বারা ব্রাক্ষণ-দিগকে নিমন্ত্রণ করিত ।”

পুনশ্চ, সুন্দরকাণ্ডে হনুমান् অশোক বনে সীতাব্রেষণে উক্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে সীতা-সন্তানণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন, এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন,

“যদি বাচৎ বদিব্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতম্ ।”

২৯ সর্গ, ১৭ শ্লোক।

—“যদি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি ।”—

আবার আশঙ্কা করিতেছেন যে, বানরজাতিতে তদ্রূপ কথার অসম্ভবতা হেতু সীতা তাহাকে মায়ারূপ-ধারী রাবণ ভাবিয়া ভীত হইতে পারেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন

“তস্মাদ্বক্ষ্যাম্যহং বাক্যং মমুষ্য ইব সংস্কৃতং ।”

২৯ সর্গ, ৩৩ শ্লোক।

—“অতএব সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যে কথা কহি ।”—  
এইরূপ আরও কতকগুলি প্রমাণ রামায়ণ হইতে লইয়া ডাক্তর মুর তাহার সংস্কৃত সাহিত্য নামক পুস্তকে (*Sanskrit Texts*, Vol. II. pp. 166-67) প্রমাণ করিয়াছেন যে সংস্কৃত কথিত ভাষা ছিল। বস্তুতঃ রামায়ণেক উক্ত বাক্যগুলি

দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ? যে যে অংশ উপরে উক্ত ইইল, উহা সকলই অনার্য লোকে আরোপিত ; সংস্কৃত তাহাদের পক্ষে ভিন্ন ভাষা বলিয়া, আবশ্যক-মতে সংস্কৃত ব্যবহার্য হেতু, ওরূপ উক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে । অনার্য-জাতির ভাষা আর্য ভাষা হইতে ভিন্ন, তাহা বাণীকি অনেক স্থলে বলিয়াছেন, এবং মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোক তাহার প্রতিপোষক । অতএব ইল্লে এবং হনুমানের মুখ হইতে সংস্কৃত বাক্য নির্গত হওয়ার সন্তুষ্টতা, সংস্কৃত তৎকালিক কথনীয় কি শিক্ষণীয় ভাষা, এতৎ-সম্বন্ধে প্রমাণরূপে গৃহীত না হইতে পারে । কিন্তু তাহাদের বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে যে, দ্বিজাতি অর্থাৎ আর্যগণের চলিত ভাষা সংস্কৃত, এবং কথা বার্তায় তাহারা সেই ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না । আবার তৎপাত্রে “মনুষ্য ইব সংস্কৃতং” থাকায় জানা যাইতেছে যে, আর একটা সাধারণের নিমিত্ত গ্রাম্য সংস্কৃত ভাষা ছিল । দ্বিজাতিগণ প্রায় সর্বদাই শিক্ষিত, সুতরাং তাহাদের বাক্য-কথন মার্জিত হইবারই সন্তুষ্ট ; কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে তাহা নহে, তাহাতে গ্রাম্যতা দোষ প্রবেশ অবশ্যই করিবে । অতএব উক্ত দুইরূপ বাক্য-কথনের প্রভেদ, কেবল মার্জিত ও অমার্জিত এতদুভয়ের প্রভেদ-মাত্র, কিন্তু ভাষা এক । এবং সে ভাষা কি, তাহা “সংস্কৃত” শব্দ উচ্চারণ দ্বারাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং অন্য কোন প্রমাণের অভাব হইলেও কেবল ইহা দ্বারাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তখন সংস্কৃত চলিত ভাষা ছিল ।

অধ্যাপক বেন্ফি সংস্কৃতের মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃত মৃত হইলে পরে রামায়ণ মনু-সংহিতাপ্রভৃতি রচিত হয়। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের সারাংশ এই;—

“খঃ পৃঃ নবম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত কথিত ভাষা হইতে নির্বাচিত হইতে আরম্ভ করিয়া, খঃ পৃঃ বৰ্ষ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত হয়। এক্লপ বিবেচনার কারণ এই, মগধরাজ অশোকের সময়ে দেখা যায় যে, মাগধী ও গুজরাটী ভাষা বিশেষ সংস্কৃতিমতী, এবং ঐ সকলের আকৃতি ও গঠনে অনুমান হয় যে, উহারা সংস্কৃতের সহ পার্শ্ববর্তী না থাকিয়া স্বাধীনভাবে প্রচলিত ছিল। স্বতরাং অশোকের পূর্বেই সংস্কৃতের মৃত্যু নির্দ্বারণ করা যায়। এতদ্বারা ইহা বোধ হইতে পারে যে, বুদ্ধের তিন শত বৎসর পরে ঐক্লপ অনুমানসিদ্ধ সংস্কৃতের মৃত্যুঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে। আবার বুদ্ধের সামরিক বৃত্তান্তে জানা যায় যে, সেই সময়ে সংস্কৃতের পরিবর্তে পালি পবিত্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধান্ত ষে, বুদ্ধের সময়েতেও সংস্কৃত মৃত হইয়াছে, নতুবা পালি পবিত্র ভাষারূপে কেন গৃহীত হইবে। পুনশ্চ বহুকালস্থায়ী ভাষার মৃত্যু এক দিনে সাধিত হয় না, এনিমিত্ত তৎপরিমাণ কাল ৩০০ বৎসর নির্দিষ্ট করিলে, খঃ পৃঃ নবম শতাব্দীতে সংস্কৃতের পতন আরম্ভ হইয়া, বৰ্ষ শতাব্দীতে অর্ধাং বুদ্ধের সময়ে সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইয়াছে। বহুকাল পরে হিন্দুরা যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের চিরপ্রথা বৌদ্ধগণ দ্বারা আক্রমিত হই-

য়াছে, তখন তাহারা লক্ষণ্জ হইয়া, মনুসংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া উহা বহু পুরাতন বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সকল পুস্তকের ভাষা দেখিলে কখনই বিবেচনা করা যায় না যে, উহারা চলিত ভাষায় লিখিত; বরং ইহাই প্রতিপন্থ হয় যে, খৃষ্টীয় শকের মধ্যম কালে লাটিন মৃত হইয়াও যদ্রপ ইউরোপ ভূভাগে প্রচলিত হইয়াছিল, রামায়ণ প্রভৃতির রচনার সময়েও সংস্কৃত ভারতে তদ্রপ ভাবে প্রচলিত ছিল। এই সময়েই কিছু কালের জন্য আদর বৃক্ষ হইয়া রাজসভা, আদালত প্রভৃতিতে সংস্কৃত ক্ষণিক প্রচলিত হয়। অপরঞ্চ, সংস্কৃতে সংক্ষি ও সমাদ-করণ প্রথাতেও সাক্ষ্য দিতেছে যে, সংস্কৃত তৎকালে চলিত ভাষা ছিল না, যেহেতু ওরূপ নিয়ম-সাধিত দীর্ঘায়তন বাক্য সাধারণ কথা বার্তায় ব্যবহারযোগ্য নহে।” ফলতঃ অনেক বিজাতীয় পণ্ডিতই বাল্মীকির বহু পূর্বে সংস্কৃতকে নিপাত করিয়াছেন; আমাদের ইচ্ছা যে বেনফির সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া কিছু বলি।

কেনেন ভাষায় যত দিন লিপিপ্রণালী প্রচলিত না হয়, তত দিন তাহার শব্দসমূহের আকৃতিগত বৈলঙ্ঘ্য শিক্ষিত অশিক্ষিত অনুসারে তারতম্য-যুক্ত লক্ষিত হয় না। পূর্ব বঙ্গ এবং কলিকাতার কথার ন্যায় অবস্থা ও স্থান-ভেদে উচ্চারণ-বৈষম্য জন্মিতে পারে, কিন্তু ভাষা এক হইলে সাধু বা ইতর একুপ বৈলঙ্ঘ্য প্রাপ্ত হয় না। যাহা সর্ব সাধারণের ব্যবহৃত, তাহা অনায়াসহেতু এককৃপাই হইয়া থাকে। যদি কিঞ্চিৎ পৃথক্কৃত শ্রেণীবিশেষের জন্য নিরূপিত হয়, তবে

সেই শ্রেণীর মধ্যে কোন না কোন রূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা ঐকমত্যে তজ্জপ্ত সাধিত হয়। ভাষার ন্যায় নিরন্তর ব্যবহার্য এবং একপ বহুয়ায়ত বিষয় সম্বন্ধে, তজ্জপ ঐকমত্য দিগন্তব্যাপ্তভাবে লিপি-অভাবে সাধিত হইতে পারে, ইহা বিবেচনায় অসিদ্ধ। বিশেষতঃ, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং লক্ষিতও হইতেছে যে, যে ভাষা যত দিন লিপিসূত্রে গ্রথিত না হয়, তত দিন কেবলই তাহার উন্নতরোভূত আকৃতি ও উচ্চারণগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়া, সাপের ছঞ্চাচনের ন্যায়, সে ভাষা নৃতন স্বর্ক গ্রহণ করে। অতএব লোকে যখন ভাষার সাময়িক প্রচলিত আকৃতি-রক্ষণেই অপারগ,(১) তখন যে তাহার মধ্যে সাধুভাষার স্থষ্টি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ইহা অসম্ভব। কথিতরূপ ভাষার পরিবর্তনশীলতা-গুণেই, বৈদিক ভাষার সময়-ভেদানুসারে বহু স্থানে স্বাতন্ত্র্য-ভাব দৃঢ় হয়। এই সকল কারণে আমরা বলি যে লিপিপ্রণালী প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সংস্কৃতে সাধু বা ইতর ভাষা একপ কোন প্রভেদের অস্তিত্ব ছিল না।

ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখনই তাহার উন্নতরকালীয় বহুস্থায়িত্ব এবং উন্নতির সূত্রপাত হয়। লিপিপ্রণালী প্রচলিত হইবার সময়ে ভাষা যে আকারে অবস্থিতি করে, সেই আকারে উক্ত প্রণালীতে প্রথম আবদ্ধ হয়। যে বাক্য পূর্বে মৌখিক ছিল, লিপি দ্বারা তাহার বহুস্থায়িত্ব সম্পাদিত হইল। এখন মানবচিত্ত ভাষার মূল-

মুহূৰ পৱিত্রনেৰ দায় হইতে অবসৱ পাইয়া, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-কৱণে সময় পায় ও প্ৰতি-যুক্ত হয়, এবং নানা-কৌশলময় ও নানানিয়মাবদ্ধ কৱিয়া ভুলে ; এতদ্বাৰা শিক্ষা এবং শিক্ষকতা এ উভয় কাৰ্য্য পূৰ্ণবয়ব প্ৰাপ্ত হইয়া থাকে । লোকে স্বাধীনভাৱে এক কাজ অনায়াসে কৱিতে সমৰ্থ হয়, কিন্তু কোন নিয়মেৰ অধীন হইলেই চিন্ত কুহকিত হইয়া যায় এবং সেই কার্য্যেই পদে পদে পদস্থলন হইতে থাকে । যখন ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়া, তাহার আকৃতি দৃষ্টে নানা নিয়ম স্থাপিত হইতে আৱস্ত হয়, এবং চিন্তাপ্ৰণালী যত উচ্চতৰ সোপানে উঠিতে থাকে, ততই ভাষাৰ আকৃতি বহুলকৃপে পুষ্ট হইতে থাকে ; তখনই সাধাৱণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণেৰ আংশিক ভাৱে নিয়মেৰ উপৰ আশঙ্কাবশতঃ, এবং আংশিক ভাৱে আশঙ্কাজনিত ভাষাৰ নৃতন নিয়ম ও অঙ্গ অত্যন্তে অপৱিচয়ত্ব হেতু, এবং ভাষাৰ মৌখিক অংশেৰ রূপেৰ আশু পৱিত্রনশীলতা জন্য, কথিত ভাষা লিখিত ভাষা হইতে ক্ৰমেই বিকাৰ-যুক্ত হয় । কিন্তু সেই বিকৃত কথিত ভাষাকে তাহা বলিয়া ভিন্ন ভাষা বলা যায় না ; পতিত ও চাবাৰ ভাষা ভিন্ন হইলেও একই জিনিস ।

এখন অনুসন্ধানেৰ আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষাৰ লিখন-প্ৰণালী কত কালে প্ৰচলিত হইয়াছিল । মক্ষ মূলৱেৰ মতে খঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীৰ মধ্যে । প্ৰিন্সেপেৰ ভাৱতীয় প্ৰাচীন তত্ত্বসংগ্ৰহ (*Indian antiquities*, Vol. II. Plate xxvii.) পুস্তকে খঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীৰ অক্ষৱ পৰ্যন্ত দেওয়া আছে । মক্ষ মূলৱ অক্ষৱ শব্দ পাইয়াও তাহার নানাৰ্থ কৱিয়া কথিত

সময়ের পূর্বে লিপিপ্রণালীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন (*Ancient Sanscrit Literature*)। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে (ছান্দোগ্য) ক, খ, অ, উ, প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের পৃথক পৃথক নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্সমূহ ব্রাহ্মণের অন্তর্ভাগ। ব্রাহ্মণ এই সকল বিজাতীয় পশ্চিতদিগের হিসাব ধরিলেও খঃ পূঃ ৮০০ ন্যূন প্রাচীন নহে। (২) বস্তুতঃ যদি সেই সময়ে লিখনকার্য না থাকিত, তবে বর্ণমালা, তাহার ঘোগ, বিয়োগ, সঙ্ক্ষি ও সমাস কখনই অবস্থিত করিতে পারিত না; কারণ, সে সকল যে কেবল মুখে মুখে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা একরূপ বোধের অতীত। রামায়ণ কত পুরাতন তাহা যথাস্থানে বিচার্য, কিন্তু তাহাতেও দেখা যায় (সুন্দরকাণ্ড) যে লিখন কার্য প্রচলিত হইয়াছে।—হনুমান অশোক বনে উত্তীর্ণ হইয়া রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী সীতাকে উপহার-স্বরূপ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, লিখনপ্রণালীর আরও প্রাচীনত্বে অন্য প্রমাণ যত দিন না পাওয়া যায়, যত দিন মৎ-কথিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন মত উপস্থিত না হয়, ততদিন ঔপনিষদিক কালের সহ লিখনপ্রণালীর প্রাচীনত্ব যোজনা করিতে পারি।

- (২) পশ্চিতবর মক্ষ মূলর বেদবিদ্যাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।  
 ১।—চন্দ্রভাগ। ২।—মন্ত্রভাগ। ৩।—ব্রাহ্মণভাগ। ৪।—সূত্রভাগ।  
 ৫।—পরিশিষ্ট ভাগ। তিনি ইহার জন্যে নানা অসম্পূর্ণ কারণ দর্শাইয়া অবশ্যেই অনুমান দ্বারা একরূপ কাল নির্ণয় করিয়াছেন।—চন্দ্রভাগ ১২০০ খঃ পূঃ।  
 মন্ত্রভাগ ১০০০ খঃ পূঃ। ব্রাহ্মণভাগ ৮০০ খঃ পূঃ। সূত্রভাগ ৬০০ খঃ পূঃ।  
 এবং পরিশিষ্ট ভাগ ৪০০ খঃ পূঃ।

লিপিপ্রণালী-প্রচলনের দিন হইতেই বোধ হয় আর্য-ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং উম্মত অংশ সার্থক-ভাবে সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিয়াছে। অপর ভাগ সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। যে ভাষায় মন্ত্রভাগ গীত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ কথিত ভাষা ছিল। তৎপরে উক্তমত কারণ অনুসারে বিধা হইয়াছিল। অতএব পূর্বোক্ত পরিবর্তনশীলতার নিয়ম ও কারণ অবলম্বন দ্বারা বেদভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও সাধারণ ভাষা এই ভাষাত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ অবলোকন করিলে, পূর্ব পূর্ব অনুমান-স্থলে অনেক সন্দেহের হ্রাস হয়। সাধারণ ভাষা পূর্বরূপ পরিবর্তনশীলতা ব্যতীত, আবার দেশ, কাল ও ব্যবধান ভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য, স্বর-ন্যূনাতিরেক এবং শাব্দিক আকার বিকৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাহিক ভাবে ভিন্ন রকমের আকার ধারণ করে। এই কারণেই মাগধী, পালি প্রভৃতি নানানামধ্যারী সাধারণ ভাষা স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয়। আমাদের আপন দেশে ইহার একটা সাদৃশ্য দেখা যাইতে, আমাদের কেতাবি ভাষা হইতে কথিত ভাষা কত অন্তর তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। কথিত ভাষার মধ্যে কলিকাতার ভাষা হইতে বিক্রমপুরে বাঙ্গলা ভাষা কত অন্তর বলিয়া বোধ হয়, তথা হইতে আবার জলপাইগুড়ির সমীপবর্তী তরাইয়ের ভাষা, তাহার পর মৈমনসিংহ, তথা হইতে শ্রীহট্ট, পরে আসাম, তৎপরে চট্টগ্রাম, এ সকল পরস্পরের মধ্যে কতই ভাবান্তরপ্রাপ্ত। কিন্তু এ সকলই যে একমাত্র কথিত বাঙ্গলা তাহা কেহ অস্বী-

কার করিবেন না। ইহারাও পালি ও মাগধীর ন্যায় বাঙ্গালে, চাটগেঁয়ে প্রভৃতি প্রাদেশিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ঝাঁহারা পালি মাগধী প্রভৃতির কতকগুলি ক্রিয়া প্রত্যয় এবং শব্দসাধন প্রভৃতির পার্থক্য দেখিয়া মনে করেন যে ইহা সংস্কৃত হইতে স্বাধীন ভাবে চলিত ছিল, ঝাঁহারা বোধ হয় আন্ত। চট্টগ্রামের কথিত ভাষা যদিও বাঙ্গলা, কিন্তু বাঙ্গলার সঙ্গে শুনিতে এতই অন্তর বোধ হয় যে তাহার তুলনে লাটিন ও সংস্কৃত এক ভাষা বলিলে অত্যক্তি হয় না। কিন্তু পালি মাগধী প্রভৃতি এতদূর নৈকট্যবৃক্ষ যে পার্থক্য দর্শাইবার নিমিত্ত, তজ্জপ তুলনায়ও তুলিত হইবার যোগ্য নহে। পালি মাগধী প্রভৃতি ভাষা আমাদিগের নিকট অনেক প্রাচীন, সেই প্রাচীনত্ব হেতুই উহারা স্বষ্টপ্রধান এবং তিনি তিনি বলিয়া দর্শকের সহসা মোহ উৎপাদন করে। বিতীয়তঃ ঐ ঐ ভাষার পৃথক পৃথক ব্যাকরণও তজ্জপ ভৱ জন্মাইতে বিশেষ পটু, কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে ঐ ঐ ভাষার ব্যাকরণ যাহারা ঐ ভাষা দিবাৰাত্ৰি ব্যবহার কৰিত তাহাদের জন্যে ছিল না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত কৰি যে সংস্কৃত এবং যে সাধারণ ভাষা প্রদেশাদি-ভেদে পালি মাগধী প্রভৃতি প্রাদেশিক নাম প্রাপ্ত, এতদুভয়ে প্রায় একই সময়ে সেই বহু প্রাচীন লিপিপ্রণালীবিরহিত বৈদিক বা প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপন্ন ও পালিত। এবং কেতাবি বাঙ্গলা ও প্রদেশভেদে কথিত বাঙ্গলায় যেকোপ সম্ভব, সংস্কৃত ও সাধারণ ভাষায় তজ্জপ সম্ভব। যদি বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক চলিত ভাষার অস্তিত্ব দেখিয়া কেতাবি

বাঙ্গলার সহ মিলাইয়া মনে করা সম্ভব হয় যে বাঙ্গলা মৃত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রাচীন কালীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা দেখিয়াও মনে করিতে পারি যে সংস্কৃত তৎকালে মৃত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সংস্কৃত স্বয়ং একটী ভিন্ন ভাষা নহে, আর্য-ভাষার উন্নত অংশমাত্র সংস্কৃত, অসংস্কৃত অংশ প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ প্রচলিত।—প্রচলন সম্বন্ধে যে কোন সময়ে একের অস্তিত্ব নিরূপিত হইলে অপরের অস্তিত্ব স্বতই নিরূপিত হয়।

যিনি প্রাচীন প্রবাদ বা প্রচলিত রীতির উপর কিছুমাত্র মূল্য অবধারণ না করেন, তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনার দৌড় অতি সামান্য। সংস্কৃত নাটকাদির মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শিক্ষিত স্থলে গণ্য, তাহাদের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, অপরাংশের মুখে পাত্র-ভেদে নানারূপ প্রাদেশিক ভাষা ঘোজিত হইয়া থাকে। অনেক বিজ্ঞাতীয় পঙ্ক্তিতের একাপ বিশ্বাস যে একপ্রকার শোভার জন্য তদ্ধপ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নিঃসন্দেহ ভাস্তি। নাটকাদিতে যেকোন প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ব্যক্তিভেদে যদিও কথা ভেদ, কিন্তু পরম্পরের মধ্যে বিনানুবাদক-সাহায্যে বোধগম্য ; ইহা ভাষার কোনূরূপ অবস্থায় হইয়া থাকে ?

যাঁহারা আপত্তি করেন যে সংস্কৃতে যে সকল ধাতু নাই, এমন অনেক ধাতু এই সকল ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তমিমিত তাহাদের উৎপত্তির ক্ষয়ে পরিমাণে স্বাধীনতা ও সংস্কৃত হইতে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। তাহাদের সেই আপত্তির আমরা এই উন্নত দিই যে নিজ

সংস্কৃততেই আদিম ধাতু ছাড়া অনেক নূতন ধাতু গৃহীত হইয়াছে এবং অনেক অনার্য্য কথা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ বলিয়া যাহাই নির্দেশ কর, তাহাই উক্ত আপত্তিরও সিদ্ধান্ত-স্থল জানিবে।

সংস্কৃত যদি জীবিত ছিল, তবে তৎসম্বেও পালি ভাষা বৌদ্ধদিগের দ্বারা কেন পবিত্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল? এবং কেনই বা সেই সেই ভাষা পরবর্তী বৌদ্ধ-রাজেরা গ্রহণ এবং সর্বকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? ইহার কারণ একুপ নিরূপিত হয়;—হিন্দুধর্মশাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য শিক্ষিতদিগের শিক্ষা, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রাদির উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের শিক্ষা; একুপ স্থলে মার্জিত ভাষা পরিত্যক্ত হইয়া সর্ববোধগম্য লোকভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। পালিতে প্রথম ধর্মপ্রচার হেতু, বুদ্ধ-শিষ্যেরা প্রথমধর্মপ্রচারস্থল গয়ার আঘাত, পালিকেও পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষার বিষয় আলোচনার পূর্বে, আমাদের বঙ্গভূমে কিছুকাল পূর্বে প্রচলিত পারস্যভাষা, এবং বর্তমান আদালতের বাঙ্গলা ও কেতাবি বাঙ্গলা; এ তিনের সমন্বয় এবং আবশ্যকতা নিরূপণ করা কর্তব্য; এবং তদ্বপ পূর্বকালে ইংলণ্ডের রাজভাষা ফরাশিশ ও লোকভাষা ইংরেজি এতদুভয়েরও সমন্বয় ও আবশ্যকতা নিরূপণ কর্তব্য। তাহা হইলেই ত্রিয়য়ের সদৃতর হইবে। যাহা হউক, ভারতে যদি প্রাদেশিক সম্প্রদায়বিশেষের ইতর ভদ্র প্রভৃতি সর্বপর্যায়ে, ধর্মবাজকগণ জন্মগ্রহণ ও আজ্ঞাশিষ্যদের ভাষাকে পবিত্র করণ না করিতেন, তাহা হইলে

অনেক ভাষাই, যাহা এ দূরান্তের স্বাধীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, নাটকাশ্রয় ব্যতীত আর সর্বপ্রকারে রূপান্তর-পরিগ্রাহী বা চিহ্নমাত্রও-বিহীন হইয়া লোপ পাইত ।

সংস্কৃত মৃত হইলে পরে বৌদ্ধদিগের ধৃষ্টভায় উত্তেজিত হইয়া ত্রাঙ্গণেরা মনু রামায়ণ অভূতি গ্রহ রচনা করিয়া উহা অতি পুরাতন গ্রহ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন । এরূপ মিথ্যা পরিচয়ের উদ্দেশ্য কি ? যদি বলা যায় ত্রাঙ্গণদিগের ধর্মগ্রন্থের প্রাচীনত্ব দর্শাইবার জন্য, তাহা হইলে বেদ থাকিতে অন্য চেষ্টার আবশ্যক কি ? ধর্মযুক্তার্থে হইলে ঐ সকল গ্রহস্থ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রতিবন্ধী হইবার যোগ্য নহে । বিধান-দানার্থে হইলে কল্পসূত্র ত ছিল । কাব্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান উদ্দেশ্য হইলে চেষ্টায় কাব্যরস বাহির হয় না ।

রামায়ণের ঘ্যায় উৎকৃষ্ট কাব্য যে একটী মৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর রসগ্রাহিতার কাজ তাহা বলিতে চাহি না । যে ভাষা মৃত তাহার সহস্র অনুশীলনেও সে পরভাষার ঘ্যায় । মানবচিত্তের চিন্তন-ক্রিয়া মাতৃভাষায় হইয়া থাকে, সেই চিন্তনফল কৃচ্ছসাধ্য মৃত ভাষায় রচিত হইলে, তাহা কিরূপ দুরুপাদেয় তাহা বলিবার আবশ্যক নাই । মৃত ভাষায় জয়দেবের ব্যতীত কে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছে ? কিন্তু জয়দেবের ক্ষমতা জগতীয় অন্যান্যের ক্ষমতা হইতে একমাত্র স্বাতন্ত্র্যযুক্ত । কে না জানে যে মৃত ভাষায় রচনাকার্য কতদূর সুগম ও সহুপাদেয় ? “Versification in a dead language is an exotic,

far-fetched, costly, sickly imitation of that which elsewhere may be found in healthful and spontaneous perfection. The soils on which this rarity flourishes are in general as ill suited to the production of vigorous native poetry as the flower-pots of a hot-house to the growth of oaks”—*Macaulay*. ପୁନର୍ଥ ସ୍ଥାନା-  
ନ୍ତରେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ଅପର ଏକଜନ ମହାବିଜ୍ଞେର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି-  
ତେବେଳେ “Nor was Boileau’s contempt of modern Latin either  
injudicatious or peevish. He thought, indeed, that no poem  
of the first order would ever be written in a dead language.  
And did he think amiss? Has not the experience of centuries  
confirmed his opinion? Boileau also thought it proper that,  
in the best modern Latin, a writer of the Augustan age would  
have detected ludicrous improprieties. And who can think  
otherwise? What modern scholar can honestly declare that  
he sees the smallest imparity in the style of Livy? Yet is it  
not certain that, in the style of Livy, Pollio, whose tastes  
had been formed on the banks of the Tiber, detected the  
inelegant idiom of Po? Has any modern Scholar understood  
Latin better than Frederic the Great understood French? Yet  
is it not notorious that Frederic the Great, after reading,  
speaking, writing French, and nothing but French, during  
more than half a century, after unlearning his mother tongue  
in order to learn French, after living familiarly during  
many years with French associates, could not, to the last,  
compose in French, without imminent risk of committing some  
mistake which would have moved a smile in the literary  
circle of Paris? Do we believe that Erasmus and Fracastorius  
wrote Latin as well as Dr. Robertson and Sir Walter Scott

wrote English?" ପୁନଃଚ ଯୁତ ଭାଷାଯ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧେ "The love of Greek and Latin absorbed the minds of Italian Scholars, and effaced all regards to every other branch of literature. Their own language was nearly silent; few condescended so much as to write letters in it; . . . . . But even in Latin they wrote very little that can be deemed worthy of remembrance or even that can be mentioned at all"—*Hallam*. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଟିନ ଲେଖକଦିଗେର ମଧ୍ୟ ପିତ୍ରାକ୍ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅନ୍ତିମନାମା, ତୀହାର ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏକଜନ ପ୍ରଧାନ ବିଜ୍ଞେର ମତ "He wants" says Erasmus, "full acquaintance with the language, and his whole diction shows the rudeness of the preceding age."—*Hallam*. ପୁନଃଚ ପିତ୍ରାକ୍ରେର ଲେଖାସମ୍ବନ୍ଧେ "An Italian writer somewhat earlier, speaks still more unfavorably. 'His style is harsh, and scarcely bears the character of Latinity. His writings are indeed full of thought, but defective in expression, and display the marks of labor without the polish of elegance.'"—*Hallam*. ହ୍ୟାଲାମେର ନିଜେର ମତ "Relatively to his predecessors of the mediæval period, we may say that he was successful." ଇହା ନିଃସନ୍ଦେହଇ ବିଶେଷ ସୁଖ୍ୟାତି ନହେ । ପୁନଃଚ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧେ "The genius of Petrarch was scarcely of the first order; and his poems in the ancient language, though much praised by those who have never read them, are wretched compositions."—*Macaulay*. ଆମରାଓ ଏକମତସ୍ଥ ଏବଂ ବଲି ଯେ ବାଲ୍ମୀକିର ରାମାୟଣେର ନ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର-ରଚନାଯୁକ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହାକାବ୍ୟ ଯୁତ ଭାଷାଯ ରଚିତ ହିତେ ପାରେ ନା । ସଂକ୍ଷତ ଅନ୍ତତଃ କାଲିଦାସେର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

জীবিত ছিল। সাধু সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই শিক্ষিতেরা ব্যবহার করিত, অপর অংশ সাধারণের সম্পত্তি; এই নিয়ম সভ্য ভাষামাত্রেই বর্তমান আছে। সুগ্রীবের দোত্যকার্যে হনুমান্ যখন রামের নিকট গমন করেন, তাহার কথা শুনিয়া ঐজন্যই বোধ হয় রাম এরূপ কহিয়াছিলেন

“তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।

বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যেং মেহযুক্তমর্ননম্॥ ২৭ ॥

নান্তঘেদবিনীতস্য নায়জুর্বেদধারিণঃ।

নাসাগবেদবিদ্যঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮ ॥

নূনং বাকরণং কৃত্তমনেন বহুধা শ্রতম্।

বহু ব্যাহুরতানেন ন কিঞ্চিদপশদ্বিতম্॥” ২৯ ॥

৪ কাণ্ড, ৩ সর্গ।

—সুগ্রীব-মন্ত্রী এই কপি বীর ও বাক্যজ্ঞ, তুমি ইহার সহিত, হে সৌমিত্রে, সম্মেহে মধুর-বাক্যে আলাপ কর। ইনি যেরূপ কহিলেন তাহা ঋক্ত, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ে পারদশী ভিন্ন সেরূপ কহিতে সমর্থ নহে। ইনি অনেকবার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; এতবাক্য কহিলেন ইহার মধ্যে একটাও অপশঙ্খ নির্গত হইল না।—ভাষান্তর কহিতে হইলে, ‘অপশঙ্খের’ সন্তুষ্ট কোথায় ? অপশঙ্খ গ্রাম্যতাদোষযুক্ত শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

তারতের যে প্রাচীন বিদ্যা লইয়া আমরা এত গৌরব করিয়া থাকি, সে প্রাচীন বিদ্যা তাহার উন্নতির অতি উচ্চতম সোপানে এই সময়ে অধিরোহণ করিয়াছিল। ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের, বিশেষ ধর্মগ্রন্থের এই প্লাবন-কাল। বেদ-চতুর্থয় শিরোরত্নরূপে সর্বোপরি পরিশোভিত, আর

সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ত্বাবের হইলেও তৎপথানুসারী, আবার যে সকল শাস্ত্র ভিন্নমতাবলম্বী, তাহারাও সন্ত্রম-রক্ষার্থে বেদবিহিত পথে ভক্তিমূল্ক । পবিত্র ইতিহাসাদির কথক এবং বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের বিধি-প্রদায়ক (১১৪১৪০) ভ্রান্তিগ এবং কল্পসূত্র ও (১৬১৫) বড়বেদাঙ্গ অধ্যয়নের প্রধান অঙ্গ । বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন সম্যক্র প্রকারে সাধিত হইত না । ভরতের আতিথ্য করিবার সময়ে ভরত্বাজ ঋষি, দ্রব্যাদি আয়োজন ও সঙ্কুলনের নিমিত্ত, ২৯১২২—‘শিক্ষাস্বর-সমাযুক্ত’ সূত্র পাঠ দ্বারা বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন । ফলতঃ এই সময়ে উক্ত সমস্ত বিদ্যার বহুল চর্চা দৃষ্ট হয় ।

অতিপূর্বকালে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখা (৩) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া দলবিশেষ থাকিতেন । এ দলকে চরণ (৪) বলিত, এবং

(৩) অতি কৌতুকের বিষয় ! চিরবিধাস যে রাম ত্রেতায়ুগের, এবং বাল্মীকি তাহার ষাইট হাজার বৎসর পূর্বে অনাগত রামচরিত রচনা করেন । বেদবিভাগকর্তা সত্যবতীস্তুত কৃষ্ণদৈপ্যান্বয় ব্যাস দাপরে জন্ম-গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত । বেদবিভাগ সম্মক্ষে নিরুত্তভাষ্যকার ছর্গাচার্য বলিতেছেন “বেদং তাৰদেকং সন্তমতিমহাদ্বাদুরধোয়মনেকশাখাত্তেদেন সমাগ্নাসিম্বুঃ । স্মৃথগ্রহণায় ব্যাসেন সমাগ্নাতবস্তঃ ।” ব্যাসেন পূর্বে বেদ অবিভক্ত থাকার অধ্যয়নের পক্ষে অতিকষ্টকর হওয়ায়, তাহা সাধারণের নিকট সুগম করিবার নিমিত্ত ব্যাস কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় । রামায়ণে (যেমন প্রদর্শিত হইতেছে) এই বেদশাখাসমূহের বহুল উল্লেখ আছে ।

(৪) “চরণশব্দঃ শাখাবিশেষাধ্যয়নপরৈকতাপম্বজনসম্বৰচী ।”

চারণগণ চরণস্থ সকলের সম্মতি অনুসারে, কোন বিশেষ বিধি বদ্ধ করিয়া তদনুসারে চলিতেন । তত্ত্বে এক চরণ হইতে অন্য অন্য চরণের ভিন্নভাবস্থ-প্রতিপাদক বহুতর বিষয় ছিল ।

চরণস্থ ব্যক্তিগণকে চারণ কহিত। বাঙ্গালীকির সময়ে চরণ আর সেই চরণ নহে, চারণগণ দেব গন্ধর্ব ইত্যাদি নামের সহ তাঁহাদের নাম-যোজন-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা এখন লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া হিমাদ্রি-শিখের আশ্রয় লইয়াছেন। বোধ হয় মহাপ্রস্থান পথে অগ্রসর হইবার জন্য ! অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গে রাম বনগমনের পূর্বে তৈত্তি-রীয় এবং কর্ঠশাখার অধ্যাপকদিগকে ধনদান করিতেছেন। উক্ত সর্গ পাঠে যতদূর অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাতে ঐ অধ্যাপকদিগের বৃত্তি বর্তমান টোলের গুরুদিগের বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। ব্রাহ্মণ পঞ্চিতগণ তখনও নিমন্ত্রণের উপর বিশেষ নির্ভর করিতেন, এবং সেই প্রাচীন কাল বাঙ্গালীকির সময়েও, দেখা যায় যে আধুনিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তখনকার ব্রাহ্মণ পঞ্চিতগণও বিশিষ্ট স্থানে অর্থ-লালসায় পরম্পরের প্রতি জিগীয়া-পরবশ হইয়া সভায় বাদামুবাদ করিতেন ;—

“—তদা বিগ্রান् হেতুবদান্ বহুমপি ।

প্রাহঃ স্মৰাগ্নিনো ধীরাঃ পরম্পরজিগীয়া ॥”

১১৯।১৪

১।৬।৬ এবং আরও অসংখ্য স্থানে সূত অর্থাত পৌরাণিক, মাগধ অর্থাত বংশাবলী-কথক এবং বন্দিগণের উল্লেখ এবং তাহাদের রাজসভা ও অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে আবশ্যকীয় অলঙ্কারবিশেষের ন্যায় অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদপ্রতিপাদ্য ও বেদবিরোধি তর্ক ও দর্শনের অস্তিত্ব বহুলভাবে এবং পুষ্ট আকারে দৃষ্ট হয়। চিন্তাশক্তির বেগ জ্ঞানকাণ্ডকথন-কালে প্রদর্শিত হইবে। এ সময়ে তর্কশাস্ত্র

শিক্ষার এক অতিপ্রধান অঙ্গ। যিনি (২১১১৭) কোন-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্বরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোভূর যুক্তিপ্রদর্শনে সমর্থ, তাঁহার বহুমান। বৈষম্যিক বিদ্যায় অর্থশাস্ত্রবিদ্ পশ্চিতের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা কিপ্রকার অর্থশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন, এবং বৈষম্যিক বিদ্যার কতদূর উন্নতিসাধন হইয়াছিল, তাহা সমাজের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ দৃষ্টে পরে পরিচিত হইবে। সাহিত্যাদি সম্বন্ধে নাটক প্রভৃতির (২১৬৯।১৮) স্বন্দর প্রচার ছিল, এবং রামায়ণ যে সময়ের কাব্য, তখন তৎসম্বন্ধে অধিক বক্তব্য আর কি আছে ?

২।৪—দশরথ, রবি মঙ্গল ও রাত্রি তাঁহার জন্ম-নক্ষত্র-আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আসন্ন বিপদ জ্ঞানে ভৌত হইতে-ছেন। ২।৪।১ কথিত হইয়াছে, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহ সোমে সংক্রান্ত হইয়া অতি অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। পুনর্শ রামের জন্ম-নক্ষত্র । (৫)—

“ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথোঁ ॥ ৮

নক্ষত্রেহদিতৈবত্ত্বে স্বোচ্ছসংহেষ্মু পঞ্চমু ।

গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ ॥” ৯

১।১৮

ব্যাখ্যা—

“অদিতিদৈবত্বে পুনর্বনো পঞ্চমু রবি-ভোগ-শনি-গুরু-শুক্রেষু উচ্চসংহেষ্মু সচন্দ্রগুরো কর্কটে লগ্নে স্থিতে সতি”—রামায়জ।

(৫) এই গণনা-সম্বন্ধে যিনি কৌতুহলাবিষ্ট, তিনি বেণ্টলি সাহেবের হিন্দু জ্যোতিষবৃত্ত অবলোকন করিবেন। গণনা অনুসারে, ভাত্ত-চতুর্থয়ের জন্ম পরম্পরের মধ্যে বহুমতে অস্তরে নিঙ্গপিত হয়। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস সেক্ষেত্রে নহে, তবাতে ইহারা একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

## ভরতাদির জন্মনক্ষত্র-সমষ্টি

“পুষ্যে আত্মস্ত ভরতো মীনলগ্নে প্রসমধীঃ ।

সার্পে জাতো তু সৌমিত্রী কুলীরেহভ্যাদিতে রবৈ ॥১৫”

সার্প—আশ্রেয়া, কুলীর—কর্কট ।

১১৮

ইত্যাদি ।

ইহার দ্বারা (৬) এক দৃশ্যতেই প্রদর্শিত হইতেছে যে আর্যেরা বাল্মীকির সময়ে জ্যোতিষতত্ত্ব-সমষ্টি আপনাদের দর্শন কর্তৃর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাহা আপনাদের শুভাশুভে ক্রিয় ভাবে নিয়োজন করিয়াছিলেন। স্থান-স্থরে যুদ্ধকালীন ঘোর অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ কথিত হইয়াছে যে,

“শ্যামং রুধিরপর্যাস্তং বভূব পরিবেশনম্ ।

অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ দিবাকরম্ ॥” ৩

৩২৩

—রুধিরবর্ণ-উপাস্তভাগ-বিশিষ্ট অলাতচক্রপ্রতিম একটী শ্যাম-বর্ণ মণ্ডল সূর্যকে আবরিত করিল।—সম্ভবত এক্রূপ অদ্ভুত দৃশ্য বাল্মীকির সময়ে বা পূর্বে কখন দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার অদ্ভুততাই উহাকে অমঙ্গল চিহ্নপদে আরোপিত করিবার হেতু। উহা কি, তাহা জ্যোতিষজ্ঞ পাঠকেরা মীমাংসা

(৬) এই গ্রহনক্ষত্রাদির গতিসমষ্টিকে পরবর্তী হিন্দুজ্যোতিষের কর্তৃর সম্বন্ধে, ইহা যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হইবে এবং সংকেত সহ ঘনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিতে কৌতুহল জন্মিবে, তিনি সূর্যসিদ্ধান্তের ক্ষুটগতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিবেন।

করিয়া লইবেন। (৭) ২১২৫১৪ “বায়ুশ সচরাচরঃ” স্থির এবং অস্থির বায়ুর তত্ত্ব, ইহা দ্বারা বোধ হয়, তৎকালে নিরূপিত হইয়াছিল। এত বিদ্যাচর্চ। সত্ত্বেও দেহস্পন্দন বা স্বপ্নদর্শনে কুমঙ্গল বা সুমঙ্গল নিরূপণ এবং তাহাতে ভীত বা আশঙ্কাযুক্ত হওয়া এবং দৈবে বিশ্বাস অতিপ্রবল ছিল।

## ২। ঋকবিদ্যায় কর্মকাণ্ড।

ভারতের দেবতানিচয় এখনও বেদোক্ত দেবতানিচয়। (৮) কিন্তু বড় ছলগাহী, কথায় কথায় রাগ করেন, কথায় কথায়

(৭) গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে খন্তের সপ্তম শতাব্দী পূর্বে প্রায় সমগ্র সূর্যগ্রহণ হওয়ায়, উহা অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে লিঙ্গীয় এবং শীড় জাতির মধ্যে প্রস্তাবিত যুদ্ধ হয় নাই। ইহাও আকৃতিতে বাল্মীকির বর্ণনার প্রায় অনুকরণ। এক্ষণ গ্রহণ অতি অসূত ও কদাচিং সন্তুষ্ট। পরে গণনা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে এই গ্রহণ খন্তের ৬১০ বৎসর পূর্বে ৩০এ সেপ্টেম্বর দিবসে ঘটিয়াছিল। এই গ্রহণের ঘটনা বিষয়ে Herodotus, Book I, Chap. 103 দেখ।

(৮) ঋগবেদোক্ত দেবতানিচয়ের অতি সজ্জিষ্ঠ বৃত্তান্ত দিলে পাঠকগণের অনেক সাহায্য হইতে পারিবে, এ বিবেচনায় তাহা কথিত হইতেছে। প্রথম আদিত্য, অর্থাৎ আদিতির পুত্রগণ, খাঃ বেঃ ২২৭১। (মর্ত্যে আদিত্য ছয় জন,) তগ, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। কিন্তু তৈত্তিরীয়কে মিত্র, বরুণ, ধাতৃ, অর্যসন্ত, অংশু, তগ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। বৃষ্টির অধিপতি পর্জন্য। বাত্যার রৌদ্রভাবাধিপতি কুদ্র। তৎপুত্র বাতাধিপতি মরুৎ। উষার স্বামী সূর্য, যাক্ষের নিরুক্ত ১২১৯ এবং দুর্গাচার্যের ভাষ্যে বিশুঃ সূর্যের নামান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছে। সবিত্র, সূর্যের নামান্তর, কিন্তু ঋগবেদে সর্বত্ত যেন ভিন্ন দেবতার শ্রায় কথিত হইয়াছে, নিরুক্ত ১০।৩১ সবিত্র শব্দের ব্যংপত্তি প্রস্বিতা। উপাসকদিগের মনোমত স্তুদাতা, পশুপ অর্থাৎ পশুপালক, পুর্ণিষ্ঠর অর্থাৎ তাহাদের বৃদ্ধিকারক এবং সকলের ধনরক্ষক পুষ। অগ্নি, একজন প্রধান দেবতা, সর্বজ্ঞ ও সর্ব যজ্ঞের ফলদাতা, ইহার ত্রিমূর্তি, সর্গে সূর্যক্লপ, আকাশে বিহ্যৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। তৃষ্ণ, দেবতাদিগের মধ্যে ইনি কর্মকারের কার্য করিয়া থাকেন, ইহার পুত্র বিশ্বকর্পকে ইন্দ্র হত করায়, উভয়ের মধ্যে চিরবিবাদ ছিল, এতদ্বিষয় সবিস্তারে তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৫।১। এবং

খুসি হয়েন; খবিরাও তজ্জপ। দেবতা-সংখ্যা এই সময়ে  
কিছু বাড়িয়াছে যটে, কিন্তু সে খাথেদ সহ তুলনায়। অধানতঃ

শতপথ ব্রাহ্মণে ১৬।৩।১ দ্রষ্টব্য। স্তুতিহিতা সরণ্য এবং বিবৰ্ষতের পুত্র  
অশ্বিনীযুগল, ইহারা দেববৈবেদ্য। সোমরস-প্রক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্র দেবতা সোম,  
ইহার সমন্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ১।২।৭ কথিত আছে যে সোম গঙ্কর্ব-মধ্যে  
আবদ্ধ ছিলেন, স্তীর্জনপিণী বচকে পরিবর্ত করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা হয়,  
তৎপরে গীত দ্বারা মোহিত করিয়া ঘচকে ফিরিয়া আনা হয়, সেই হইতে  
স্তীর্জন গীতগায়ক পুরুষকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সোম সমন্বে আরও  
একটা কৌতুহলময় গল্প আছে,—তৈত্তিরীয়-সংহিতা ২।৩।১০।১, সোম শ্রদ্ধা-  
নামক স্তীকে ভালবাসিতেন, সীতাসাবিত্তি সোমকে ভালবাসিতেন, কিন্তু  
সোমের তৎপ্রতি অমৃতাগ না থাকায়, সীতার পিতা কন্যাকে বশীকরণ  
দ্রব্যাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া সোমের নিকট পাঠান, সোম তাহাতে মোহিত  
হইয়া সীতাকে আহ্বান করায়, সীতা তাঁহার হস্তস্থিত বস্ত্র প্রার্থনা করেন।  
সোম হস্তস্থিত তিনি বেদ তাঁহাকে দিলেন, সেই হইতে স্তীলোক আলিঙ্গিত  
হইবার পূর্বে অগ্রে কোন দেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ও ব্রাহ্মণ-  
স্পতি, পুরোহিত, দেবতাদিগের রক্ষক। পাপ-পুণ্যের ফলদাতা যম (হ্যান-  
স্তরে বিবৃত)। ক্ষুদ্র দেবতাত্ত্ব তৃত আপত্য, অজ একপদ, অহিবুধ। বেদোভূত  
দেবীগণ,—পৃথিবী। দেবমাতা অন্দিতি। দিতি। নিষ্ঠিগ্রী। ইন্দ্রপঞ্চী ইন্দ্রাণী।  
রংজনপঞ্চী পুষ্টি। স্তর্যপঞ্চী উষা। অগ্নিপঞ্চী অগ্নাণী। বরুণপঞ্চী বরুণাণী।  
রোদনী, “মরুৎপঞ্চী বিহ্যদ্বা” সায়নাচার্যের খাথেদভাষ্য ১।১।৬।১৫। রাকা,  
সায়নাচার্যের ভাষ্য ২।৩।২।৪ মতে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিক্রিপ। সিনীবালী। শ্রদ্ধা,  
কামজননী, শতপথ ব্রাহ্মণে ১।২।৩।৩।১ স্তর্যত্তিহিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে,  
“শ্রদ্ধা দেবান् অধিবস্তে শ্রদ্ধা বিশ্ব ইদং জগৎ”—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৮।৬।  
অরমতী। সরস্বতী, “তত্ত সরস্বতী ইত্যেতন্য নদীবদ্বেবতাবচ নিগমাঃ ভবস্তি”  
—নিরুক্ত ২।১।৩। বাজননেয়ী সংহিতা ১।৯।৯।—সরস্বতী অশ্বিনীযুগলের স্তী  
বলিয়া কথিত হইয়াছে; সরস্বতী এখন যেমন বিদ্যাদায়িনী ও বাদ্যেবী  
বলিয়া পূজিত হয়েন, তাঁহার তজ্জপ ফলদায়িতা খথেদে উল্লিখিত নাই।  
অশ্বরস, শ্রগবেশা, গতাস্ত বীরগণের সঙ্গিনী। নির্ভুতি। অরণ্যাণী। লক্ষ্মী,  
আধুনিক ধর্মগ্রন্থে লক্ষ্মী যদর্থে দেবী বলিয়া ব্যবহৃত হয়, খথেদে তেমন  
উল্লেখ নাই, অথর্ববেদ-(৭।১।৫।৩)-মতে বহুলক্ষ্মীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, ইহার  
মধ্যে কতক ভাল কতক মন। এতদ্ব্যাপীত বিশ্ব গঙ্গা প্রভৃতি আর অন্ন  
কয়টা ক্ষুক্র হেব দেবীর কথা আছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্বাধীনভাবে  
উল্লিখিত বা পূজিত না পার্কাতে আমরা ও তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম না।

নির্ভুল তেত্রিশটীর উপর (৯), ২১১১১৩ “অয়দ্রিংশদেবা” ইত্যাদি বহুল উল্লেখ । রামজননী কোশল্যা পুত্রের বন-গমনের পূর্বাঙ্গে তাঁহার মঙ্গল-কামনায় দেবতাগণের, এবং সুধু তাহাতে পরিতৃপ্তি না হইয়া, খেচের ভূচর প্রভৃতিরও নাম গ্রহণ করিয়াছেন । এমন স্থলেই যখন প্রোক্ত দেবতাগণ সকলেই বৈদিক, কেহ নৃতন স্থষ্ট নহে, তখন সহজেই প্রতিপন্থ হয় যে, বৈদিক দেবতাদিগের অদ্যাপি তেজোহানি হয় নাই । তবে স্থানান্তর আলোচনায় দেখা যায় যে, কেবল তেজোহানি হইতে আরস্ত হইয়াছে মাত্র, এবং যাঁহারা নৃতন তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অতি সামান্যসংখ্যক এবং সমৃদ্ধি-সংস্থাপন কেবল আরস্ত করিয়াছেন মাত্র । ভারতে আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র প্রভাবে পতঙ্গপালের ঘ্রাণ্যে দেবতামালা নিয়ত কঠোর আধিপত্য করিতেছেন, বাল্মী-কিরি সময়ে তাঁহাদের অনেককে কেহ চিনিত না ।

(৯) খঃ বেদ ১১৩৯।১১, ৮।৩।।১২, ৮।২৮।।১ ইত্যাদি । আবার গ্রি বেদের স্থানান্তরে (৩।৯।৯) দেবতার সংখা বৃক্ষি দেখা যায়, যথা “ত্রীণি শতা ত্রিসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ দেবাঃ নব চ অসপর্যন্নঃ” তিনি শত তিনি সহস্র একোন চতুরিংশ দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন । এই ৩৩ জন দেবতা কাহাকে কাহাকে লইয়া, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথিত হইয়াছে । শতপথ ত্রাক্ষণে ৪।১।৭ “অষ্টৌ বসবঃ একাদশ কুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যা ইয়ে এব দ্যাবাপৃথিবী অয়স্ত্রিংশো ।” এতদ্বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদিত ত্রাক্ষণে ২।১৮ দ্রষ্টব্য । নিরূপক্রম ৭।৫ । নেকুন্তদিগের মতে খণ্ডেদের দেবতা তিনটামাত্র, প্রথম অগ্নি পৃথিবীস্থ, দ্বিতীয় বায়ু অথবা ইন্দ্র অস্তরিক্ষস্থ, তৃতীয় সূর্য আকাশস্থ । ইইঁ-রাই কার্য অঙ্গসারে ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা স্থত হইয়াছেন । খণ্ডে ১।২।৭।।১৩ দেবতারা মহৎ, সামান্য এবং যুবা বা বৃক্ষ এতক্ষণে বিভাগ-যুক্ত হইয়াছেন । সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে “আদিতিরাদিনা অথগুণীয়া বা পৃথিবী দেবমাতা বা ।” এবং “সকলজগদাত্মা অদিতিঃ স্তু মতে ।”

দেবতাগণ বৈদিক হইলেও এ সময়ে অনেকের অনেক মূর্তির ভাবান্তর ইইয়াছে। (১০) ঋথেদে রুদ্র বাত্যার রৌদ্র-ভাবাধিপতি, মরুদ্গণ তাহার পুত্র এবং পৃশ্চি তাহার ভার্যা ; অথবা ঋথেদের ৫৫৬০৮ সায়নাচার্যের ভাষ্য অনুসারে “রোদনী রুদ্রস্ত পঞ্জী মরুতাং মাতা। যদ্বা রুদ্রো বায়ঃ তৎপঞ্জী মাধ্যমিকা দেবী।”

বাল্মীকির সময়ে ইহার মরুদ্গণের সহ সম্বন্ধ আছে বটে,

“—————স্থাণ়—————

কৃতোদ্বাহস্ত দেবেশঃ গচ্ছস্তঃ সমরুদ্গণম্।”

কিন্তু এ ক্ষণে ইনি ভিন্নমূর্তিধর, ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভার্যা হিমবদ্বুহিতা গৌরী, পুত্র ক্ষন্দ। সম্প্রদায়-বিশেষের মুখ্য উপাস্ত দেবতা। এবং প্রভাব এত প্রবল যে, সেই সেই সম্প্রদায় ইহার নামানুসারে শৈব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিষ্ণু বেদে সাধারণ পদবীর দেবতা, ইন্দ্র সহ সখ্যতায় পূজিত। ঐতরেয় আক্ষণেও নিম্নপদবীস্ত,—

“অগ্নি-বৈর্দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদস্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ”—

অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, বিষ্ণু সর্বকনিষ্ঠ। আর সমস্ত দেবতা এতদুভয়ের মধ্যে স্থানাধিকারী।—ইনিও রামায়ণের সময়ে রংদ্রের ন্যায় ভিন্নমূর্তিধর এবং সম্প্রদায়-বিশেষের

(১০) পৌরাণিক পরিবর্তন আরও শুরুতর। যাহারা ঋথেদে প্রধান, পুরাণাদিতে তাহারা অনেকে হীনপদবীস্ত, আবার ঐ বেদে যাহারা সামান্য, তাহারা অনেকে অতি গণ্য হইয়াছে। অনেক আকার প্রকার স্বভাব পরিবর্তন হইয়াছে, অনেক নৃতনামধারী দেবতা দেখা দিয়াছে। এতৎসমস্তে বিস্তৃত বিবরণ *Wilson's Intro. to Rig Veda* দেখ।

উপাস্তি দেবতা। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ৭৫ সর্গে ভূগু-  
রাম পুরাকালীন বিষ্ণু ও রুদ্রের সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন;  
উহাতে বিষ্ণু-পক্ষে জয় সূচিত হইয়াছে। কালপ্রভাবে  
ক্রমান্বয়ে ভারতে বরুণ, তৎপরে ইন্দ্রদেবের যেমন প্রাধান্য  
লাভ হইয়াছিল, ইহা দ্বারা সেইরূপ তাহার পরে রুদ্র, আবার  
তাহাকে অতিক্রম করিয়া এ ক্ষণে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্থাপিত  
বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ঐ কাণ্ডে ২৯ সর্গে বামনাশ্রম-  
বর্ণনে বিষ্ণুর প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকব্য-মাত্র  
জ্ঞাপনার্থে উক্ত করা যাইতেছে।

“তপোময়ঃ তপোরাশিঃ তপোমুর্ত্তিঃ তপাঞ্চকম্।

তপসা স্বাং স্তুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্॥ ১২

শ্রীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।

তমনান্দিরনির্দেশ্যস্তামহং শরণং গতঃ॥ ১৩

—তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমুর্ত্তি এবং তপঃস্বরূপ।  
হে পুরুষোত্তম, তপের দ্বারাই তোমার দর্শন পাইয়াছি।  
হে প্রভো, সমস্ত জগৎ তোমার শরীরে দর্শন করিতেছি।  
তুমি অনন্দি এবং নির্দেশ-রহিত, আমি তোমার শরণাগত  
হইলাম।—যদি আর সর্বত্ত্বে কার্য্য দ্বারা এই প্রাধান্য প্র-  
দর্শিত না হইত, তবে এগুলি ভক্তির আধিক্যজনিত অত্যুক্তি  
বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত।

বাল্মীকির রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন। রাম নামে কোন নৃপতির অস্তিত্ব স্বীকৃত  
হইলে, বাল্মীকির সময়েতেই যে নরদেবতার উপাসনার সূত্র-  
পাত হইয়াছে তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু নরদেবসম্বন্ধে মনুষ্য-

প্রকৃতির মহচ্ছে তখনও এতদুর বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গীকি  
সেই নরদেবের নিকট মনুষ্য-প্রকৃতির হেয়ত্ব এবং নৌচত্ব  
প্রতিপাদন করিতে সাহস পায়েন নাই, অথবা তাঁহার মনে  
মে ভাব উদয়ই হয় নাই। এই বিষয় পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থের  
তুলনায় দেখা যাইক, কত প্রভেদ দেখা যাইবে। অহল্যা  
ইন্দ্ৰ-সংস্কৰণে পতিত হইলে ঝৰি গৌতম তাঁহাকে অভিশাপ  
প্রদান করিতেছেন

“বাতভক্ষ্যা নিরাহার। তপ্যস্তী ভস্মশায়িনী ॥  
যদৈতচ বনং ঘোরং রামো দশরথাঞ্জং ।  
আগমিষ্যতি হৰ্দৰ্ষস্তদা পৃতা ভবিষ্যসি ॥  
তস্যাতিথ্যেন হৰ্ষত্বে !————— ।

১৪৯

নির্জনবাসিনী অনুতপ্তা অহল্যা রামের তপোবনে আগমন  
জ্ঞাত হওন মাত্রেই

“শাপস্যাস্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ।  
রাঘবো তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগ্নহত্তমুদা ॥”

১৫০

পুরাণানুসারে পাখাগময়ী অহল্যা পুনজীবন প্রাপ্ত হইলেন—

“গচ্ছতস্তস্য রামস্য পাদস্পর্শান্বহাশিলা ।”

পদ্মপূরণ ।

রাম এই অদ্ভুত দর্শনে বিশ্঵ায়াপন হইয়া, ব্যাপারটা কি,  
তাহা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিতেছেন

“তদজ্য স্পর্শনাং তন্মে শাপান্তঃ প্রাহ গৌতমঃ ।  
তস্মাদিযং তে পাদাঞ্জল্পশ্চাং শুক্ষাভবং প্রভো ॥”

পদ্মপূরণ ।

রামায়ণে গৌতম শাপ দিলেন যে, অহল্যা বাতভক্ষ্যা, নিরা-

হারা এবং ভগ্নশায়িনী হইয়া, রামের সেই বনে আগমন পর্যন্ত অনুত্তপ করিবেন। এখানে রামের আগমন যেন অনুত্তপকরণের কালনির্ণয়ক-স্বরূপ। তৎপরে রামকে বনে আগত জানিয়া, অনুত্তাপের কাল পূর্ণ বিবেচনা করিয়া, রামের আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অহল্যা ‘দর্শনমাগতা’। রাম অহল্যাকে দর্শনমাত্রে পূজনীয়া জ্ঞানে তাহার পাদগ্রহণ করিলেন। পদ্মপুরাণে গৌতম অহল্যাকে পায়ানময়ী করিলেন এবং মুক্তির যে উপায় কহিয়াছিলেন তদনুসারে রামের পদস্পর্শে পায়ানময়ী অহল্যা পূর্ব মুক্তি ধারণ করিলেন। এই প্রতেদ দৃষ্ট হইতেছে যে, পূর্বে যিনি ভক্তিতে যাহার পদগ্রহণ করিতেন, এ ক্ষণে তিনিই আপন-উচ্চতা-অনুসারে তাহাকে শুধু পদ দেন না, আবার পদ ধূলি দিয়া মানুষ করিয়া থাকেন!

একের বিলয়ে অপরের আবির্ভাবে যেকোপ হইয়া থাকে,—একজন ক্রমে চিন্ত অধিকার করিতেছেন, চুত্যাধিকার আর একজন মায়াবশতঃ ক্ষণে তথায় দেখা দিতেছেন, বাল্মীকির সময়ে কথিত নৃতন্ত্র-প্রচলন সত্ত্বেও সেইরূপ। এখনও বৈদিক ইন্দ্রের প্রাধান্য

“সহস্রাক্ষে সর্বদেবেন সংকৃতে”—২২৫,

স্মৃতিপথে উদয় হয়। যাগ-যজ্ঞাদি কল্পসূত্র এবং ত্রাক্ষণোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। উন্নতির মধ্যে শুধু অসংখ্য পশ্চ নহে, পক্ষী পর্যন্ত অতি অধিকসংখ্যক বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে (১১৪)। যজ্ঞকর্তা মুখ্য পুরোহিত চারিপ্রকার, হোতা, উদগাতা, অঞ্চল্য এবং ত্রঙ্গা। (১১৪।৩৮)

ইহাদের সহকারী লইয়া ঘোড়শজন। (১১) অগ্নিষ্ঠোম, জ্যোতিষ্ঠোম, 'অতিরাত্রি প্রভৃতি বহুবিধি বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ আছে। সমগ্র আলোচনা করিলে বৈদিক হিন্দুধর্মৰূপ প্রবল। নদীর বেগ ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং আধুনিক হিন্দুধর্মৰূপ শাখা, যাহা এখন স্বীয় প্রাবল্যে জননীর নাম প্রায় লোপ করিয়াছে, তখন জন্মগ্রহণ করিঃ। কেবল স্বীয় বেগ ঢালিবার নিমিত্ত পয়ঃপ্রণালী অনুসন্ধান করিতে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র।

ধর্ম্মোপার্জিত লক্ষফল লইয়া গৃহে আগত ব্যক্তির সহ কৌতুকাবহ সন্তান দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৫—রাম শরতঙ্গ-আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরতঙ্গ কহিতেছেন যে, আমি তপোবলে যে সমস্ত লোক অধিকার করিয়াছি, তাহা তুমি প্রতিগ্রহ করিয়া, দেই সমস্ত লোক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। রাম তদুত্তরে প্রতিগ্রহ না করিয়া কহিলেন, আমি স্বয়ং ঐ সকল লোক আহরণ করিব। পুনশ্চ ৩৭—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ কর্তৃক তথাবিধি সন্তানবন্ধে রাম তদ্বপ উত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপ সন্তান-প্রথা মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়। (১২)

(১১) হোতা এবং সহকারী মৈত্রাবরূপ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতা এবং সহকারী গ্রন্থোতা, অগ্নীধ, পোতা। অধ্বর্য এবং সহকারী ব্রাঙ্কগচ্ছংসি, প্রতিহর্তা, সুত্রকণ্ড। ইহাদের দক্ষিণ-ভাগ-সমষ্টিকে মন্ত্র (৮।২।১০) ব্যাখ্যায় কল্পকভট্ট লিখিয়াছেন যে মুখ্য ঋক্তিক অর্থাং হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য এবং ব্রক্ষা ইহারা সদান ভাগ পাইয়া গাকেন। মৈত্রাবরূপ, প্রতিশ্রোতা, ব্রাঙ্কগচ্ছংসি এবং গ্রন্থোতা ইহারা মুখ্য ঋক্তিকের অর্দেক। অচ্ছাবাক, নেষ্টা, অগ্নীধ এবং প্রতিহর্তা মুখ্য ঋক্তিকের তৃতীয়াংশ। গ্রাবস্তুৎ, উদ্রেতা, পোতা এবং সুত্রকণ্ড মুখ্য ঋক্তিকের প্রাপ্যের চতুর্থাংশ পাইয়া থাকেন।

(১২) মহাভারত, আদিপর্ব যথাতি উপাধ্যানে ৯৩ অধ্যায়।

পরলোক-সম্বন্ধে পুরুষার ও তিরক্ষার অর্থাৎ স্বর্গ এবং নরক এতদুভয়তেই দৃঢ় বিশ্বাস । পুরুষার<sup>১</sup> অর্থাৎ স্বর্গবাস পুণ্য কর্মের তাঁরতম্য-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ । তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত । লোকবিশেষে মানুষিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ায়ত এবং অমানুষিক অর্থাৎ চিন্তায়ত সুখ । যাগ-যজ্ঞাদি কেবল কর্মের দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লোক অধিকৃত হয়, তথায় পার্থিব সুখের প্রাচুর্যমাত্র ; কর্মফল শেষ হইলেই পুনর্বার ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । কেবল যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, (এতদ্বিষয় জ্ঞানকাণ্ডে বিবৃত হইবে) । কর্মফলাত্মক স্বর্গের ভাব ভারত কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে ভাবিয়াছে, নিম্নলিখিত বাক্যাবলী হইতে তৎসামান্যিক তদ্বিষয়ক অপর বাক্যাবলীর সহ সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিয়া দেখা যাউক । ঐতরেয় ত্রাঙ্গণে

“সহস্রাখিনে বৈ ইতঃ স্বর্গলোকঃ”

সহজ কথায়, স্বর্গ পৃথিবী হইতে এক হাঁজার ঘোড়ার ডাক । —তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্গণে

“দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি । য এবং বেদ গৃহী ভবতি ।”

—নক্ষত্রনিচয় দেবতার নিবাস, যে ইহা জ্ঞাত মে গৃহযুক্ত হয় । —বাল্মীকির সময়ের সারাংশ উপরে কথিত হইয়াছে ।

বিষ্ণুপুরাণে

“মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্যয়ঃ ।

নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দিজোত্তম ॥”

—হে দিজোত্তম, যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ, এবং তদ্বিপর্যয় নরক । অতএব নরক-স্বর্গ পাপ-পুণ্যের নামান্তর মাত্র ।—

যম (১৩) পাপের দণ্ডনাতা। পিতৃলোকের অধিপতি। পুণ্যবন্তদিগের সহিত সম্পর্ক নাই। এই দুই কথাই পরম্পরাবিবেচিত। রামায়ণমতে পিতৃলোক, যত পূর্বপুরুষগণ। তাহারা পুণ্যবান् এবং বহু সুখে সুখী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে পিতৃলোক পৃথক হচ্ছে। এক গ্রন্থেই এরূপ উক্তিভেদ, এবং ভিন্ন গ্রন্থের সহিত মতবিবেচন ভারতবর্ষীয় সাধারণ মতের অনৈক্যতার পরিচায়ক, এবং কালে যে কল্প মন্ত্রের অভূতি কল্পিত হইয়াছে, ঐ সকল বিবেচনী মতের সামঞ্জস্য-সম্পাদন করাই তাহার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যমের পুরে পাপানুসারে নরক ভোগ হয়, তাহার দণ্ডবিধান কায়িক ক্লেশের আতিশয়মাত্র। আবার বিষয়-বিবেচন। পরলোকে এতজ্জপ কায়িক এবং মানসিক সুখ দুঃখ বিধিনের একত্র অবস্থান অতি আশ্চর্যের বিষয়। অবিনাশী ব্রহ্মলোকের পাশ্চেই আবার গন্ধর্বাপ্সরাঃশোভিত স্বর্গ, তৎপাশ্চে মলপরিপূরিত নরককুণ্ড। এক দিকে আত্মা অশরীরী, অন্য দিকে শরীরময়। যে চিত্তে পরলোকবিষয়ে অপেক্ষাকৃত অতি উচ্চ ভাবের আবিক্ষার, সেই চিত্তেই আবার ঐবিষয়ক হেয় ভাবের অবস্থান! এ দোষ কেবল

(১৩) খাত্তেদ-মতে যম দুষ্টুহিতা সরণ্য এবং বিবস্তের পুত্র, যমীর সহ যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যম সর্বপ্রথমে যত্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরলোকের প্রভূত্ব অধিকার করিয়াছে, এবং পরলোকের পথ মহুয়া-দিগকে প্রথম দেখাইয়াছে। তাহার পুরপ্রহরী শ্যামা ও শবলা নামে চতুর্শঙ্কুবিশিষ্টা কুকুরীযুবৃষ্টি। দৃত দুষ্টুহিত অসৃত্প ও উহুবল। অধ্যাপক মঙ্গমূলরের মতে বিবস্ত অর্থে আকাশ, সরণ্য অর্থে প্রাতঃকাল, যম অর্থে দিবা, যমী অর্থে রাত্রি। *Science of language*, Vol. II. pp. 508 seq.

রামায়ণের নহে। শ্রষ্টি-গ্রন্থকলাপেও কথিত আছে যে, আস্তা সাধারণ পুণ্যকর্মাদিতে লোকবিশেষে (যথাকার সুখ পার্থিব সুখের আধিক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে) সুখভোগ করে, কর্মফল শেষ হইলেই পুনর্বার পৃথিবীতে জন্ম লয়, পরে অক্ষয়ানন্দ দ্বারা অক্ষানন্দ লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এতদ্বিষয় জ্ঞানকাণ্ডে বিবেচ্য ।

রামায়ণের ২য় কাণ্ডের সপ্তমাংশে তম সর্গে অরাজকের দোষ-বর্ণন স্থলে ৩২সংখ্যক শ্লোকে একুপ কথিত হইয়াছে যে, যাহারা পূর্বে নাস্তিকতা প্রকাশ দ্বারা আর্যধর্মের অবমাননা করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও রাজ্য অরাজক দেখিয়া প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাল্মীকির সময়ে ধর্মচিন্তার স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এবং প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী হইলেই তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত ।

যৃত ব্যক্তির অগ্নিদাহ দ্বারা অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তর্পণ করা বিধি । ২।৭।—ভৱত পিতৃ-বিয়োগ হইলে, দশাহ (১৪) অন্তে কৃতাশৌচ হইয়া, দ্বাদশাহে শ্রান্ত কর্ম সমাপন করত, ত্রয়োদশ দিবসে চিতা উত্তোলন পূর্বক স্থল-শুক্রি করিলেন । ইহা দ্বারা তৎকালে হিন্দু-প্রেতকার্য কিরূপে সাধিত হইত তাহা অনুমিত হইতেছে । এতদ্বিষয় ৪৬ কাণ্ডে বালীর এবং ৬ কাণ্ডে রাবণের অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য । কিন্তু স্থানে স্থানে রাঙ্গস অর্থাৎ অনার্য-

(১৪) মহু ৫৮৩ ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে কৃতাশৌচ হয় ।

গণের স্বতন্ত্র প্রথা লক্ষিত হয়। ৩৪১২—বিরাধ নামে  
রাক্ষস রামশরে আবাতিত হইয়া, আসম মরণ দেখিয়া, রাম-  
কর্তৃক তাহার দেহ ঘাহাতে ভুগর্ভে নিহিত হয়, তদিষ্যে  
প্রার্থনা করিয়া কহিতেছে যে, ভুগর্ভে নিহিত হওয়াই রাক্ষস-  
দিগের সনাতন ধন্ব এবং স্বর্গলাভের উপায়।

### ৩। ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞানকাণ্ড।

এক্ষণে জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে,  
সঞ্চীর্ণস্থানে সমাধা হওয়ার কথা নহে, সুতরাং যাহা যথ-  
কিঞ্চিং হয়, তাহাতেই পরিত্তপ্ত হইতে হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে রামায়ণে দুইরূপ মত দৃষ্ট হয়। একটী  
জাবালিকর্তৃক রামকে প্রবোধ-প্রদান-স্থলে (২।১০৮) নিরৌশ্বর  
তাব। অপরটী যদিও ঐ মতের ন্যায় বিশেষরূপে বিবৃত  
নাই, কিন্তু কার্য্য এবং বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা স্পষ্টরূপে  
উহা বেদান্তের ছায়াশ্রয়ী ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।  
জাবালি যেরূপ মত বিস্তার করিয়াছেন, তাহা, ঐ সর্গের  
শেষ ভাগের

“যথাহি চোরঃ ন তথাহি বুদ্ধঃ”

এই বাক্য থাকায়, অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধমত। কিন্তু  
বৌদ্ধদিগের মধ্যে সৌভাগ্যিক, যোগাচার, এবং বৈভাষিক  
এই মতত্ত্বের সহ জাবালিপ্রোক্ত মতের কোন সম্বন্ধ নাই।  
কেবল মাধ্যমিক মতের সহ মূল তত্ত্বের ঐক্যতা আছে  
মাত্র। তথাপি মাধ্যমিকদিগের মত জাবালির মতের ন্যায়  
হেয় এবং ঘৃণিতভাবাপন্ন নহে। জাবালির মতের অধিক  
ঘনিষ্ঠতা চার্বাক দর্শনের সঙ্গে। এই সাধ্যসামাবলম্বনসাধিত

দর্শনের সামাংশ যেকুপ মাধবাচার্যোর সর্বদর্শন-সংগ্রহে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহ জাবালির মতের বহুল একটা অতি চমৎকারভাবে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ একটা অপরের আদর্শ বলিলে অতুল্ভিত হয় না। জাবালির মত অতি আধুনিক এবং পরে যোজিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, এবং আমরাও সেই বিবেচনার পোষকতা করি। (১৫)

বিতীয় মত বৈদান্তিক। আর্যগণের মতে শ্রতিপ্রতিপাদিত ধর্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম। শ্রতি দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ত্রাক্ষণ। ত্রাক্ষণের শেষভাগে ত্রিজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড সেই উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা যোগধর্মের উৎস। যোগধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, উহা উপনিষদের দুইতা-স্বরূপ, বিরুদ্ধ মত অঙ্গের। এই নিমিত্তই জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরব রক্ষার্থে উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। এমন কি নিরৌপ্তর সাঞ্চ্যও, যদি বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহ হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ক্রটি করেন নাই। এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ক্রটি হয় নাই। দুষ্ট বিদ্যাভিমানি-

(১৫) "Schlegel regrets that he did not exclude them all from his Edition. These lines are manifestly spurious."—*Griffith's Rāmāyaṇa*, Vol. II. p. 440 এবং *Extracts from Schlegel*, ঐ পুস্তকের ৪৯৮—৪৯৯ পত্র দ্রষ্টব্য।

গণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত অনেক জাল উপনিষদ্গু সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদ্গু নির্বিবাদে নাই। যাহা হউক বাল্মীকির সময়ে যোগধর্ম কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং আর যাহা যাহা তাহার পূর্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে। পরবর্তী সময়ে তত্ত্ব ভাব কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত কিঙ্কপ সমন্বয় ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ পার্শ্ববর্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে।

উপনিষদ্সমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক, কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত এখানে সংস্কৃত রাখা অনাবশ্যক এবং তচুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্ন মত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগধর্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তিব্যক্তি, জীবাত্মার সহ পরমাত্মার সমন্বয়, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগসাধনোপায়।

### বৈদান্তিক কর্মের মূল প্রস্থান

“আচ্ছাদেমগ্র আদীদেক এব”

এবং লক্ষ ফল

“এতদাত্মামিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্঵েতকেতো।”

স্বরূপ স্বয়ম্ভু এবং যাঁহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাঁহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া

থাকে, ও “এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এবোহস্ত্র্যামোহ ষোমিঃ সর্বজ্ঞ  
অভবোপ্যসৌ হি তৃতানাং” এরূপ একমাত্র পরমেশ্বর আদিতে  
বিরাজমান ছিলেন। তাহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম  
বা নিষ্কাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী  
জ্ঞানময় আজ্ঞা বহুধা হইতে কামনাযুক্ত হইলেন। তজ্জন্ত  
তপঃসাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত  
সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর  
ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ  
হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে উত্তিদ্, উত্তিদ্  
হইতে অম ; অম হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে মনুষ্যের উৎ-  
পত্তি হইল। (১৬) সৃষ্টির পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে  
কারণজলমধ্যে সৃষ্টি একটী নরাকার পুরুষকে গ্রহণ করি-  
লেন, ইনি হিরণ্যগর্ভ। সেই পুরুষের শরীর উত্তিষ্ঠ করিয়া  
অঘি, বায়ু, সূর্য, দিক্, উত্তিদ্, চন্দ্, মৃত্যু এবং জল অর্থাৎ এই  
সকলের অধিষ্ঠাত্রদেবতানিচয়ের উদ্ধব হইল। (১৭) ইহারা

(১৬) ছান্দোগ্য [৬২-৩] ঈশ্বর বহুধা হইতে বাঞ্ছা করিলে প্রথমে তেজ  
সৃষ্টি হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অম, অম হইতে স্বেদজ, অগুজ,  
ও উত্তিজ্জের উৎপত্তি হইল। মাণ্ডুক্যে [১১৮] অম হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন  
সত্যলোক কর্ম এবং অমৃতত্ত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদ্বারা  
উন্নিষ্ঠিত মতবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হুৱ।

(১৭) রামায়ণে ২।১।০।৩

“সর্বং সলিলমেবাসীং পৃথিবী তত্ত্ব নির্মিত।

ততঃ সম্ভবদ্বন্দ্বকা স্বয়স্তুদেবতেঃ সহ ॥”

পুনশ্চ মহুতে (১৬-৯) অবাক্ত সূক্ষ্ম পরমাজ্ঞা সৃষ্টিকরণেচ্ছুক হইয়া পঞ্চ-  
তৃতাদির সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে আপন শক্তিসূপ বীজ অর্পণ করায়, একটী  
অঙ্গের উৎপত্তি হইল। ঐ অঙ্গে বিধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন।

মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে বাগিঞ্জিয়, শ্বাসেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কেশাবলী, মন, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি এই সকলের অধিষ্ঠাতা ও পরিরক্ষকভাবে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা স্ফুর্ত সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব, তাহা ব্যক্ত করিলেন; এ নিমিত্ত সাকার নিরাকার, সৎ অসৎ, বিদ্যা অবিদ্যা, উত্তরবিধ ভাবহী তাঁহাতে আশ্রয় করিল। (১৮) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে শত শত স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, এবং সেই স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি যেমন এক পদার্থ, অথবা আকাশ যেমন ঘটে আবক্ষ হইলেও স্বভাবযুক্ত আকাশসহ একই পদার্থ, তদ্বৎ জীবাত্মা সেই পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া স্ফুর্ত বস্তুমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিদ্যাবন্ধ (১৯) হওত তাহার ব্যক্তিত্বার কারণ হই-

(১৮) বেদান্তদর্শনের শাস্ত্রবাদ্যামতে ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। এই স্ফুর্তি সেই অবিদ্যা-প্রপঞ্চ। অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি, এতদ্বৰ্তনশক্তিবশে জীবাত্মা অবিদ্যায় আবক্ষ হইয়া থাকে। অবিদ্যা কর্মফলাশয়ী, তন্ত্রিত্বিত্ব ক্ষণে উন্নত ক্ষণে অবনত ফল প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা যখন এই অবিদ্যা-বন্ধন ছেদ করিয়া পরমাত্মার সহ সাক্ষাত্কার করে, তখনই জীবাত্মার মোক্ষ সাধন হয়। পুনশ্চ মহানির্বাচন তত্ত্বে “ব্রহ্মাদিত্তগর্যস্তং মায়া কলিতং জগৎ,” এবং “স্বমায়া-রচিতং বিশ্বং” ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবক্ষ হইতে পারে কি না তাহা সাংখ্য স্মত্তের প্রথমাধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ সংখ্যক স্মত্তে মীমাংসিত হইয়াছে।—“নাবিদ্যাতোহ্প্যবস্তনা বক্ষায়েগাং” ইত্যাদি। বক্ষে এই বিশ্ব যেকোণে নির্ভর করিয়া আছে, তাহা সুন্দরভাবে খেতাবতর উপনিষদের প্রথমে নদী ও চক্রের ক্রপকে অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১৯) শ্রতির ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে একক্রম অর্থে ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য একতা-রক্ষার্থে, শ্রতিবিশেষের একার্থক বিভিন্ন শব্দসমূহের পরিবর্তে স্থলে স্থলে অর্থের সামঞ্জস্য এবং একতা রক্ষার্থে বেকাস্তস্মত্বে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব। অবিদ্যাও তাহাই।

লেও, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে এক। (২০) যেমন সূর্য যে সকল বস্তুর উপর কর অসারিত করেন, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে এবং স্থলানুসারে দর্শকের নেতৃদোষানুসারে তৰৎ গুণপ্রাপ্ত বলিয়া ভাব হয়, জীবাত্মাও অবিদ্যা-প্রভাবে তৰৎ পরিচালিত ও মোহযুক্ত ইহা পরিদৃশ্যমান হয়েন। বস্তুতঃ সূর্যকর যেমন সেই সেই গুণ হইতে নির্লিপ্ত, আত্মাও তজ্জপ মায়াজনিত মোহ এবং স্মৃথে ও দৃঢ়থে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত হয়েন। (২১) পরমাত্মার জীবশরীরস্থ ভাবকে জীবাত্মা এবং স্বভাবস্থ ভাবকে পরমাত্মা পদে অভিহিত করা যাইবে। জীবাত্মা কর্ষ্ণাশ্রয়ী মায়াবন্ধনযুক্ত হওয়ায় যদিও গমনবিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, নৈকট্য এবং দূরস্থ তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অস্তুর-আকাশে

(২০) এতদ্বাবের বিস্তার ভগবত্পীতায় ১৫।১৫ “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্ত্বিষ্টঃ” ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।১৯-৩১ “সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাহ্ননি” ইত্যাদি। মোগবাণিষ্ঠে ৩।৫-৬ “জগদ্ভূমোহঃ” ইত্যাদি। ব্রহ্মাগুপ্তান্তর্গত উত্তর পীতায় “অহমেকমিদং সর্বং” ইত্যাদি। পুনশ্চ ভগবত্পীতায় “অহং বৈষ্ণ-নরো ভৃঞ্চ প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ” ইত্যাদি। ঘোর পৌত্রলিঙ্কতার সম্বোধ

“গাতঃ সর্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশেশি বিশ্বাশয়ে,  
তৎ সর্বং নহি কিঞ্চিদপ্তি ভূবনে বস্তু স্বদন্যঃ শিবে।”  
ইত্যাদি, ইতি ভগবত্তীগীতা।

রামায়ণে ৪ৰ্থ কাণ্ডে ১৮ সর্গে “হনিষ্ঠঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভং।”

(২১) আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরণ নির্লিপ্ত তাহা অন্ন সাঞ্জোর ছায়া আশ্রয় করিয়া ভগবত্পীতায় ১৩।২৯-৩৪ স্মৃতরক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে। পুনশ্চ মহানির্মাণ তত্ত্বে

“অয়মাত্মা সদা বৃক্ষে। নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুয়।” ইত্যাদি।

থাকিযাও অন্তর বাহির উভয় স্থানে বাস করেন, তিনি সর্ব-ব্যাপী, প্রভাষ্ঠিত, অশরীরী, শিরামস্তুক-বিহীন, নির্মল ও পাপরহিত। (২২) নিত্য, সূক্ষ্ম, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভু, হস্তাও নহেন, হস্তব্যও নহেন। বাক্য নেত্র শ্রোত্র শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিতেছে, যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য অথবা

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শক্ত্যুর্ময়ঃ শোক্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়োঁ  
বাযুময় আকাশময়-স্তেজোময়েহত্তেজোময়ঃ কাময়োহকামময়ঃ ক্রোধময়োঁ-  
হক্রোধময়োঁ ধর্মময়োহধর্মময়ঃ সর্বময়ঃ।”

জীবাত্মা অবিদ্যাবন্ধনযুক্ত হইলে অন্তর, মন, অহঙ্কার, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, ক্রতু, অস্ত্র, ইচ্ছা ইত্যাদি তাহার পরিচায়ক হয়। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়ক-বিহীন, নিরাকার। আত্মা জীবস্ত হইলে, জৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ত্ব সারথি, মন বল্গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং উদ্দেশ্য পথ। জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায়, ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সত্ত্ব মহৎ; সত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, ততুচে পরমাত্মা, উহা সীমা। (২৩)

(২২) সংগৰহণীতায় ২১৭-২০ “অবিনাশি তু তর্ষিক্ষি” ইত্যাদি। আবার ২৩১৩-১৫

“সর্বতঃপালিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ।” ইত্যাদি।  
সন্দর্ভ সামুদ্র্য।

(২৩) একুশ উৎকর্ষতার পর্যায় কিঞ্চিং বৈলক্ষণ্য সহ ঢাক্কাগো ৭২-১৫  
প্রদলিত হইয়াছে। যথা বাকা হট্টতে মন মহৎ, মন হট্টতে সত্ত্ব,

জীবশরীরে অন্ময়-কোষাবলম্বনে মনোময় কোষ. তদবলম্বনে বিজ্ঞানময়, অনন্তর যথাক্রমে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের অবস্থান। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সৃত্রান্ত জীবাত্মা এই আনন্দময় কোষাবলম্বনে অবস্থিতি করেন। ইহার অবস্থা চারিপ্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি শরীরস্থ হইয়া তাহাকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্নবস্থ। এই সময়ে জীবাত্মা উমবিংশ ইন্ডিয়. ২৪) বিশিষ্ট হইয়া স্থুল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উত্তরূপ ইন্ডিয়বিশিষ্ট পুরে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ পুরে আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। চতুর্থ সর্ববক্ষন-বিছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্বিধি ভাব যথাক্রমে ‘আ,’ ‘উ,’ ‘ম,’ এবং ‘ওম’ দ্বারা সাধিত হয়। বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণন্ত্রে, তৈজসভাবে মনোমধ্যে, প্রাজ্ঞভাবে অন্তর-আকাশে।—অন্তর হইতে একশত এক নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধা বিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০০ উপশাখা আছে। (২৫) সুতরাং সমন্ত

---

সকল হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সূতি, সূতি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ। এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই অতিবাদী। এতদ্বপ্ত ভগবন্তীতায় [৩৪২] শরীর হইতে ইন্ডিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্ডিয় হইতে মন, মন হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে আত্মা।

(২৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বৃক্ষ, অহক্ষার ও চিত্ত।

(২৫) ব্রহ্মাণ্পুরাণে ও “বিস্মৃতিসহস্রামি” ইত্যাদি।

নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২০০০০০। উহার মধ্যে পরিচালিত  
বায়ু প্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যালুসারে প্রাণ, অপান,  
উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত। এই পঞ্চ  
বায়ু অবলম্বন করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান; যথা, গার্হপত্য,  
দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্যাগ্নি ও আবসত্যাগ্নি। এ সকলের  
মধ্য দিয়া নাড়ী-প্রধানা স্বৰূপ্যা (Coronal artery) অন্তরের  
উর্ধ্বভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুষ নাড়ীদ্বয় এবং মাংসখণ্ডের  
মধ্য দিয়া, করোটি নামক মন্ত্রকাঞ্চির ভিতর দিয়া কেশমূলে  
সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, জ্ঞান ও  
আনন্দময় স্বর্ণপ্রত আজ্ঞা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস  
করিতেছেন, ভূভূ'র অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সকলেই তথায় বর্ত-  
মান আছেন। (২৬)

(২৬) পরবর্তী গ্রন্থকলাপে ইহা কত দ্বার স্পষ্টীকৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট  
হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। দক্ষাত্রের ষট্চক্রভদ্রে

“মেরোবাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষেষে,

মধ্যে নাড়ী স্বৰূপ্যা ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্ৰস্র্যাগ্নিকৃপা।

ধূস্তু রংশ্বেরপূচ্ছ প্রথিততমবপুষ্টদমধ্যাচ্ছিৱস্তা।

বজ্রাখ্যা মেচদেশাচ্ছিৱশি পরিগতা মধ্যমস্যা জলস্তী॥”

পুনশ্চ “তন্মধ্যে পরমক্ষয়ক মধুরং” ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপূরাণে

“গুদস্তু পৃষ্ঠভাগেহস্তিন্দ্বীগাদগুদ্ধ দেহভৃৎ।

দীৰ্ঘাস্তি মূর্ধি পর্য্যস্তং ব্রহ্মদণ্ডতি কথ্যতে॥

তস্যাস্তে স্বধিৱং স্বক্ষং ব্রহ্মনাড়ীতি স্বরিতিঃ।

ইডাপিঙ্গলয়োর্ম্প্যে স্বৰূপ্যা স্বক্ষক্ষপিণী॥

সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্তিন্দ্ব সর্বগং সর্বতোমুখং।

\* \* \* \*

তত্ত্বামধ্যপত্তাঃ স্বৰ্য্যসোমাগ্নিপরমেৰৱাঃ।

ভূতলোকা দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্বতাঃ শিলাঃ॥

‘জীবাত্মা মায়াপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ কর্মানুসারি জন্ম  
পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। (২৭) মায়াবক্ষন ছিল করিলেই  
আত্মার-মুক্তি সাধন হয়। এই মুক্তিসাধন সমানবায়ু-অব-  
লম্বী সপ্তশিখাময় (২৮) অগ্রিতে আহতি-দান বা শ্রতি-  
বিধানোক্ত অন্যান্য কর্মের দ্বারা দিন্দি হয় না। (২৯) ছান্দোগ্যে  
৭।১।১-৩ নারদ সনৎকুমারের নিকট আঙ্গেপ করিয়া

---

দ্বীপাশ নিম্নগা বেদাঃ শান্তবিদ্যাকুলাঙ্গরাঃ ।

স্঵রমন্ত্রপুরাণানি গুণাদৈচতানি সর্বগঃ ॥

বীজজীবাত্মকস্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ ।

স্মৃত্যাস্তর্গতং বিখং তত্ত্বিন্মসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥”

(২৭) ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম সুখ দুঃখাদি দ্বিঘর  
স্থষ্টি করেন না। উহা স্বভাব হইতে প্রবর্তিত হয়। যথা পঞ্চম অধ্যায়ে

“ন কর্তৃতং ন কর্মাণি লোকস্য স্ফুরতি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪

নাদত্বে কস্যাচিং পাপং ন চৈব স্ফুরতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যস্তি জন্মবঃ ॥১৫”

(২৮) এতদ্বিষয় মহানির্কাণ তন্ত্রে

“ন মুক্তিজ্ঞপনাক্ষেপাত্মাহৃপ্রবাসশৈত্রেপি ।” ইত্যাদি ।

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তর কাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে

“সা তৈত্তিগ্রীয়ক্ষতিরাহ সাদরং,

গ্রাসং প্রশংস্তাখিলকর্মণাং ক্ষুটম্ ।

অতা বদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রতিঃ

জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্মসাধনম্ ॥”

ভগবদ্গীতায় ২।৪৫

“ত্রেণ্যাবিষয়া বেদা নিত্রেণ্যে ভবার্জন ।”

এই গীতায় করিত হইয়াছে যে, শোহাগ্নত জড়বৃক্ষদিগের উপকারার্থে গুণাত্মক  
কর্মাদির স্থষ্টি ।

(২৯) কালী, কর্মাণি, ঘনোক্তবা, স্বলোহিতা, স্মৃত্যবর্ণা, বিখুরপা,  
ক্ষুলিঙ্গনী,—অগ্নির এই সপ্তশিখ ।

কহিতেছেন যে চতুর্বৰ্দ্ধ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ  
অর্থাং ব্যাকরণ, কর্মকাণ্ড, মন্ত্রভাগ, রাশি(৩০), দৈব, নিধি,  
বাকোবাক্যম् ও একায়নময়, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা,  
ক্ষেত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, দেবজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি  
অভ্যাস করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান-অভ্যাসে খেদযুক্ত হইতেছেন।  
জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদুভয়ের ফল ভিন্নরূপ ; অজ্ঞান ক্রিয়া-  
কাণ্ড আশ্রয় করিয়া থাকে, জ্ঞান ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ। ব্রহ্ম-  
প্রাপ্তি হইয়ে যোক্ত। কর্মকাণ্ড দ্বারা যে পুণ্যসংক্ষয় হয়, তাহাতে  
কোন মতে যুক্তি হয় না, তৎফলের তারতম্যাতা অমুসারে  
ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ লোক সকল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ পুণ্য ও  
তৎফল পরিমাণবিশিষ্ট, এনিমিত্ত পুণ্যসংক্ষয়ে পুনর্বার জন্ম  
গ্রহণ করিতে হয়। পুণ্য-সংক্ষিত লোক কত দূর অস্থায়ী,  
তাহা এবশ্বার রূপক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,—দর্পণে  
প্রতিবিস্তরের ন্যায় পিতৃলোকে বাস। জলে প্রতিবিস্তরের ন্যায়  
গন্ধক-লোকে। সুর্যাতপ-প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ মৃত্তির  
ন্যায় স্থায়ীভাবে ব্রহ্মলোকে। (৩১)

(৩০) রাশি হইতে যথাক্রমে Arithmetic and Algebra, Physics, Chronology ; Logic and Polity ; Technology ; Articulation, Ceremonials and Prosody ; Science of spirits; Archery ; Astronomy ; Science of antidotes ; Fine arts. গৃহীত ইংরেজি নামগুলি বাবু রাজেঙ্গলাল যিত্তে দ্বারা অনুবাদিত।

(৩১) পুনর্জন্ম ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে [৫১০] প্রদর্শিত হইয়াছে। মহুব্য কর্মক্ষমারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক বা পিতৃলোক  
বা নিন্দিত লোকে কর্মক্ল ভোগ করিয়া, ভোগশেষ হইলে, যদ্যপ পর্য্যায়ক্রমে  
সেই সেই লোকে গমন করিয়াছিল, প্রত্যোবর্তনে তজ্জপ পর্য্যায়ের বিপরীত  
ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তখার বাসুর সঙ্গে মিলিত হইয়া

কিন্তু ইহা বলিয়া কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। (৩২) ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও গ্রহণের পূর্বে বেদাধ্যয়ন ও গৃহকর্ম করণের উপদেশ তুষ্যোস্তুয়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে কর্মের দ্বারা অসৎপথ পরিত্যাগ করণ, জিতেন্দ্রিয় হওন, এবং বুদ্ধি বশাঙ্গুত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে হয়। অনন্তর প্রাপ্ত-জ্ঞান ব্রহ্মবিদ কামনা-রহিত হইলে সম্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক-ব্রত অবলম্বন করিতে পারেন, যেহেতু তখন অন্য বস্তুতে আর কামনা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষ ব্যক্তি সম্যাস গ্রহণ না করিয়া আশ্রমেও থাকিতে পারেন, এবং নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কার্যের ফলহেতু কামনা-রহিত হইয়া এবং সফল-নিষ্ফলতায় সম্মান-চিত্ত-প্রসাদযুক্ত হইয়া কর্মকাণ্ড অনুসরণ করিতে পারেন। (৩৩)

ধূমক্তি প্রাপ্ত হওত ছিল মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। অনন্তর ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারাক্রমে চাটুল বা অপর যে কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্বকর্মসূত্রানুসারে ষেক্ষপ উচ্চ বা অধম পর্যায়ে জ্ঞাগ্রহণ হইবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জন্ম দ্বারা আহারিত হইয়া রেতরপে পরিষ্কত হব। তদনন্তর জ্ঞাপকৰ উভয় সংযোগে জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। ভগবতীগীতায়ও উমা হিমালয়ের নিকট এতগুলো মানবজন্ম-তত্ত্ব কহিয়াছেন। পুনর্চ ঘোগবাণিষ্ঠে ১৩৯ “ক্ষীণে পুণ্যে” ইত্যাদি, পুণ্যক্ষয়ে শুনৰ্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩২) মধুর বিধিমত ৬০৩-৩৭ “অদীত্য বিদিবস্বেদান্” ইত্যাদি, আগে গৃহধর্ম ও কর্মকাণ্ড সমাধা করিয়া মোক্ষচেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হব। অনন্তর ৬০৯-৪৮ “যো দহ্বা সৰ্বভূতেভ্যঃ” ইত্যাদি, মোক্ষার্থি ব্যক্তির ষেক্ষপ আচরণ কর্তব্য, তৎপক্ষে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ঘোগবাণিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে ১১ সর্গে ৩১, ৩২, কর্মকাণ্ড শেষ করিলে কাকতালীয়বৎ জীবের পরমাত্মতত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে ও পট্ট হয়। ভগবতীগীতায় [৩৪] কর্মের দ্বারা জ্ঞান সাত করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

(৩৩) ভগবতীগীতায় [৩৩] নম্নাদীর স্বত্ত্বাব একপ বণ্িত্ব হইয়াছে,

নানানামবিশিষ্ট নদীসমূহ পৃথক পৃথক বোধ হইলেও, সমুদ্রে পতিত হইলে আর যেমন তাহার পৃথক্ত্ব থাকে না, মায়াপাশচিন্ম জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তদ্বপ সমন্বয়। (৩৪) কিন্তু কথিত হইয়াছে যে উহা কর্মকাণ্ড দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্মা যখন বাক্য মন নেত্র কর্ণাদির অগোচর, তখন একমাত্র যাহাতে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, কেবল তাহার দ্বারাই তাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়। যখন জীবাত্মা নিকাম হইয়া কেবল পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিয়া আমিই অম, আমি অমের ভোক্তা, আমি তাহার একীভূত কারণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতাদিগের পূর্ব হইতেও আমি অযুত্ত্ব ভোগ করিতেছি, আমি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ও জগৎ সমস্ত ঈশ্বরময় জ্ঞান করিয়া, পরমাত্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, সেইই পরত্বকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দধার অধিকার করিয়া থাকে। তীর্থাদি সমস্ত তখন তাহার

“জ্ঞেয়ঃ স নিতাঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্গতি।

নিষ্ঠেছোহি মহাবাহো স্তথং বক্তাৎ প্রমুচ্যতে ॥”

ইহা ২১৭-১৮ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধি, তথাপি তৎপরে ও পূর্বে জ্ঞানলাভ সঙ্গেও কর্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ২১৫ অজ্ঞান ব্যক্তি যদ্বপ কর্ষে রত থাকে, জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি ও তদ্বপ, লোক-হিতার্থে, লোক-সংগ্রহার্থে এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্তিপ্রদানার্থে, কর্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

(৩৪) মায়াতে আবক্ষ আজ্ঞা ও পরমাত্মায় কিন্তু প্রসন্ন তাহা অতি স্মৃতরভাবে, একবৃক্ষাকৃত পক্ষিহয়ের রূপকে, খেতাষ্টতর উপনিষদে দেখান হইয়াছে, “ঘাসুপর্ণম্বুজা” ইত্যাদি।

ସ୍ତ୍ରୀଯଶରୀରଙ୍କ, (୩୫) ତଥନ ତାହାର ପକ୍ଷେ ପିତାଓ ନାହିଁ, ମାତାଓ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଦେବତା ବେଦ କେହିଁ ଭିନ୍ନଭାବ୍ ଧରେ ନା ; ଚୋର ଚୋର ନହେ, ବ୍ରକ୍ଷହା ବ୍ରକ୍ଷହା ନହେ, ଚଣ୍ଡଳ ଚଣ୍ଡଳ ନହେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିତେ ତିନି ପୃଥିକ୍, ଯେହେତୁ ତିନି ତଥନ ଏହି ସକଳେର ଅତୀତ ହୟେନ । (୩୬) ଜୀବାଜ୍ଞା ଏବଂ ପରମାଜ୍ଞା ତଥନ ଏକ । ଏହି ନିମିତ୍ତଇ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ରକେ ଯୋଗସାଧନେର ଫଳ ଜ୍ଞାପନାର୍ଥେ କହିତେଛେ,

“ଏତଦାୟମିଦିଂ ସର୍ବଃ ତ୍ରୈ ମତାଂ ସ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ଵମି ଶେତକେତୋ ।”

ବ୍ରକ୍ଷଲୋକେର ଭାବ ଓ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧାରଣ୍ୟକେ ୩୬୧ ଗାର୍ଗି ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ୍ୟ ସଂବାଦେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିୟାଛେ । ଗାର୍ଗିକର୍ତ୍ତକ ଜିଜ୍ଞାସିତ ହିୟା, ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଆଦିତ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି ଏହି ସକଳ ଲୋକେର କ୍ରମାନ୍ତ୍ରୟେ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କଥିତ ହିୟେଲେ, ଗାର୍ଗି ପୁନର୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେଛେ ଯେ, ବ୍ରକ୍ଷଲୋକେର ଅବଲମ୍ବନ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କିମ୍ବପ,

(୩୫) ଯତୀନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ୍ ଶକ୍ତରାଚାର୍ୟ ବୋଧ ହୟ ଏହି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇ ଯତିପଞ୍ଚକେ କହିଯାଛେ

“କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଶରୀରଂ, ତ୍ରିଭୁବନଜନନୀ ବାପିନୀ ଜାନଗଙ୍ଗା,

ଭକ୍ତିଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୟେଯଂ, ନିଜ ଗୁରୁଚରଣଧ୍ୟାନୟୁତ୍ତଃ ପ୍ରୟାଗଃ ।

ବିଶେଷୋହୟଂ ତୁରୀୟଃ ସକଳଜନମନଃସାକ୍ଷିତୃତାନ୍ତରାଜ୍ଞା,

ଦେହେ ସର୍ବଃ ମଦୀୟଂ ସଦି ବସନ୍ତ ପୁନଶ୍ଚିର୍ଥମନ୍ୟେ କିମସ୍ତି ॥

(୩୬) ଯତୀନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତର ଏହି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଯା ନିର୍ବାଣଷ୍ଟକେ କହିଯାଛେ.

“ନ ମୃତ୍ୟୁନ୍ ଶକ୍ତା ନ ମେ ଜାତିଭେଦାଃ,

ପିତା ନୈବ ମେ ନୈବ ମାତା ନ ଜନ୍ମ ।

ନ ବନ୍ଧୁନ୍ ଶିତ୍ରଂ ଶୁରୁନୈବ ଶିଷ୍ଵା-

ଶିଦାନନ୍ଦକୁପଃ ଶିବୋହହ୍ ଶିବୋହହ୍ ॥”

তদুভরে যাজ্ঞবক্ষ্য ভৎসনাপূর্বক কহিলেন যে একপ অথবা প্রশ্ন করা বিধিবিহীন, একপ প্রশ্নে প্রশ্নকারীর মুণ্ড-নিপাত হইবার সন্তানবন্ধ। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে [৮।৪।১-২] অঙ্গলোকের ভাব অতিচমৎকারনুপে বর্ণিত হইয়াছে।

“নেবং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যু-র্ম শোকো ন স্মৃতঃ ন দুষ্কৃতঃ। সর্বে পাপ্যানোহতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্যা হোষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্মনস্তো ভবতি। বিদ্বঃ সন্মবিদ্বো ভবতি। উপতাপী সন্মুতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্ষমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সক্ষমিভাতোহোষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ।” ৮।৪।১-২।

—“এই জীবননুপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিদিবা প্রবর্তক-নিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, স্মৃত বা দুষ্কৃত ইহার কিছুই নাই। এখানে সকলে আগত হইলে পাপ হইতে প্রতিনিহত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ সে অনঙ্গ হয়, যে ক্লেশাদিতে বিদ্ব সে অবিঙ্গ হয়। এখানে রাত্রি দিবা প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসের ন্যায় সমতাযুক্ত। ইহাই স্বীয়জ্যোতির্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।”—

ব্রহ্মানন্দের উৎকৃষ্টতা-প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ, শিক্ষিত অপেক্ষা গন্ধর্বভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের আনন্দ শতগুণ; এইরূপ উত্তরোত্তর দেবতাবপ্রাপ্ত গন্ধর্বের, পিতৃলোকের, দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতি ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণে অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকৃষ্টতা কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণ-বিহীন। ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি মেই আনন্দ নাই নক্ষরিয়। থাকেন।

যোগসাধনের প্রাণালী শ্বেতাশ্঵তর উপনিষদে (৩৭) একপ  
বর্ণিত হইয়াছে।—যে শুহায় বায়ু, বৃক্ষ-পল্লব' ও জলের মনো-  
হর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন বৃদ্ধশৃঙ্খলাটি-  
পথে পতিত না হয়, তথায় সমভূমি স্থানে শিলাখণ্ড প্রভৃতি  
পরিষ্কার করিয়া যোগী অবস্থান করিবে; এবং বক্ষ, গ্রীষ্মা  
ও শরীরের অপর উর্কাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃসংযমপূর্বক  
জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকাগ্রে আণবায়ুর  
প্রতি দৃষ্টিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া ‘ওম’ শব্দ দ্বারা যোগসাধন  
করিবে, এবং যোগে যখন পরমাত্মার দর্শন পাইবে, যোগী  
তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্ৰহ্মানন্দ লাভে  
সমর্থ হইবে। (৩৮)

ইহা পুনর্বার বলা বাহ্যিক যে পূর্বোক্ত যোগশাস্ত্র  
বাল্মীকির দ্বারা উন্নিষ্ঠিত এবং তৎপূর্বে যাহা প্রচলিত  
বলিয়া বিবেচিত, সেই সকল শ্রতি গ্রহ হইতে কথিত  
হইল। উহা অবৈতবাদ। সভ্যতার আদি প্রবর্তক, সাধারণত  
ভারতবর্ষীয় আর্যগণ এবং গ্রীসীয়দিগকে বলা গিয়া থাকে।  
উভয়েই মনুষ্যজাতিকে মনুষ্য-পদবীতে পদার্পণ করিতে  
শিক্ষা দিয়াছেন। এতদ্বয়ের মধ্যে যখন গ্রীসীয়েরা কেহ  
জল, কেহ বায়ু, কেহ অগ্নি, কেহ ক্ষিতি অপ্তেজ ও মুক্তি-  
তের সম্বৰ্ষে এই সকল আদি কারণ বলিয়া বাগ্বিতণ্ডা

(৩৭) শ্বেতাশ্বতর রামায়ণের তুলায় অনেক আধুনিক।

(৩৮) ব্ৰহ্মধ্যান-সমষ্টকে কি কি উপায় ও সেই সেই উপায়ের কি কি  
বিষ ও তাহার নিরাকৰণ-প্রণালী বেদান্তসাবের শেষ ভাগে সংক্ষেপে বিবৃত  
হইয়াছে।

করিতেছেন ; যখন ফিডিয়াস একেশ্বরবাদিত্ব হেতু দেশত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইতেছেন ; যখন স্থিরমূর্তি অবিচলিতচিত্ত পেরিল্লিস সেই একই কারণে চলিতচিত্ত ও বিগলিতনেত্রে হইয়া আপন প্রিয়তমা আস্পেসিয়ার নিমিত্ত বিচারস্থলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন ; যখন সত্যের অনুরোধে একজন জগদ্গুরু বিষপানে দেহত্যাগ করিতেছেন, যাহার নামে যাবৎ জগৎ তাবৎ ঝগী থাকিবে ; ভারতীয়েরা তাহার বহু পূর্ব হইতেই পূজনীয়ভাবে তত্ত্বান্঵েষি মানবচিত্তের অনেক উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। “আমি যদি আলেকজণ্টার না হইয়া ডিওজিনস হইতাম” এই আক্ষেপ-বচন গৌৰুত্বে বহুপরে ধৰনিত হইয়াছিল। আর্য্য পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ভাবিত সেই শ্রতিগ্রস্তকলাপ এতদূর গাঢ়তা ও নানা-আশৰ্দ্য-তত্ত্বপূর্ণ, যে এই প্রস্তাবে তাহার ভাবার্থের সহস্রাংশের এক অংশেরও পরিচয় দিয়াছি বলিলে, ক্ষমার অঘোগ্য ধূষ্টতা প্রকাশ হয়।

ভারতীয় শাস্ত্র যিনিই পূর্বাপর সচিন্ত পর্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে ভারতের ধর্মপ্রচারক কোন মনুষ্যবিশেষ নহে, প্রকৃতিদেবী স্বযং। জননী স্বযং সন্তানকে আপন ক্রোড়ে লালন-পালন-সময়ে বাক্যমূর্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, বাল্যকালে বালকের অর্কফুট ধৰনি শুনিয়া শ্রবণমুখে ভাসিয়াছেন। যৌবনে যৌবনশ্রীসম্পন্ন উদ্বিগ্নজ্ঞানাঙ্কুর মুবকের বদনে জ্ঞান ও চাপল্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া, সন্নেহানন্দে নয়নমুখ লাভ করিয়াছেন। দেবী আশা করিয়াছিলেন সেই সন্তানকে প্রাচীনাবস্থায় সর্বকৃতী

দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। কিন্তু বিড়ম্বনা! সে আশা ফলবতী হইবার সহ্য সন্তাননা কোথায়! অপরিণামদৰ্শী যুবা উন্নতিকামনায় আরও উন্নত হইতে গিয়া, পশ্চাতে ত্যক্ত জনককে আরও দূরস্থ করিতে গিয়া, অথবাশ্রম-ক্লিষ্টতায় কাতর হইয়া নিজীব হইয়া পড়িয়াছে, মেহমুঞ্জ জননী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঈশ্বর করুন, যুবা শীত্র আরোগ্য লাভ করিয়া জননীর আশা পরিপূরণ করিতে সমর্থ হউক।—আদিম কালে ভারতীয় আর্যেরা চিত্তের অপ্রশন্ততা অনুসারে দর্শনমোহক পদার্থমালায় শ্রষ্টার রূপ কল্পনা করিয়া তত্ত্বপাসনায় ভক্তিমার্গ শিক্ষা করিয়াছেন। বিতীয় অবস্থায় চিত্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতভাবানুসারে উন্নত তত্ত্ব আবিক্ষার করিয়া চিন্ত-তৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। বুদ্ধোক্ত এবং পুরাণতত্ত্বোক্ত ধর্ম্ম অতিশয়তার আনুসঙ্গিক কুপরিণামমাত্র। ফলতঃ ঈশ্বরবিষয়ক ভক্তি যথায় এতদূর প্রবল যে

“বিহেবাদপি গোবিন্দং দমঘোষাঞ্জঃ শ্বরঃ ।

শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥”

সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে আরও অতি উচ্চ তত্ত্বের আশা করা যাইতে পারে।

এখন দ্রষ্টব্য যে, যথায় চিন্তাশক্তি এতদূর উচ্চ-গগন-বিহারিণী, তথায় অবৈতবাদ এবং আনুসঙ্গিক মায়াবাদ, পুনর্জন্ম তত্ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট লোকের অস্তিত্ব, এ সকল কোথা হইতে আসিল। যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপতা-সম্বন্ধে যত উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বাহির হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে, তথায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি

দেখিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। ইহা বোধ হয় একপেটন্ট হইয়া থাকিবে।—

ত্রাঙ্গণ-ভাগের অন্তশ্র জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা বা সমগ্র ত্রাঙ্গণ ভাগ অপেক্ষা মন্ত্রভাগ অতি পুরাতন। উহাই পিতৃপুরুষ-গণের আদিম ধর্ম্মতত্ত্ব। পরবর্তী আর্য্যেয়া জ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার-কালে যদিও মন্ত্রভাগস্থ তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া উঠিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া মন্ত্রভাগস্থ তত্ত্ব অবহেলা করিতে পারেন নাই; কারণ কালসহকারে তাঁহাদের একপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে মন্ত্রভাগ অপৌরুষেয়। এনিমিত্ত তাঁহাদের তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য-ভাব-প্রবর্তনা দূরে থাকুক, তাঁহারা তৎসহ মন্ত্রভাগের সামঞ্জস্য সাধন করা অবশ্য কর্তব্য বোধ করিয়া-ছিলেন। বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার প্রথম উদ্দেশকে তাঁহারা ভৌতিক পদার্থমাত্রের নশ্বরতা অবলোকন করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে সমস্ত নশ্বর বলিয়া পরিদৃশ্য-মান হইতেছে, ক্ষয় বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যাইতেছে, তাহা কখন নিত্য পদার্থ বা তদংশ হইতে পারে না। ভৌতিক পদার্থের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম যতই অনুসন্ধান করিলেন, সমস্তই নশ্বর অবলোকিত হইল। কিন্তু এই দর্শন অনুসরণ করিয়া, দৃশ্য পদার্থনিয়ের মধ্যে জীবাজ্ঞা শরীর নষ্টে যদিও নষ্ট অর্ধাং দৃষ্টিপথ-বহিভূত হয়, তথাপি তাহাকে নশ্বর বলিতে পারিলেন না, যেহেতু মন্ত্রভাগাত্মক বেদে আজ্ঞার অমৃততত্ত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং আজ্ঞা নিত্য,—নিত্য অর্থে একপ অর্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যাহার জন্ম ক্ষয় বা ধ্বংস নাই; একবার স্ফট হইয়া যে অনন্তস্থায়ী হইতে পারে।

এই সমীমতা এবং অসীমতার একাধারে অবস্থান অসন্তুষ্ট বোধ করিয়াছিলেন । অতঃপর জীব বহুসংখ্যক, স্মৃতিরাং আজ্ঞাও বহুসংখ্যক । এতসংখ্যক নিত্য 'পদার্থ' ঈশ্বর হইতে স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত থাকিয়া, অথবা কোন বস্তু নিত্য-ভাবে যদি ঈশ্বর সহ পার্শ্বে হইয়া অবস্থান করে, তবে ঈশ্বরে আরোপিত গুণ ও মহিমার হ্রাস হয়, কিন্তু তাহাও হইবার নহে ; অতএব জীবাজ্ঞা ও ঈশ্বর এক পদার্থ, বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল । অনন্তর কার্যকারণভাব প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্থষ্টির পূর্বাহিক ঈশ্বরের কামনা কল্পিত হইল । ক্ষণদৃষ্ট অনিত্য পদার্থের তত্ত্ব উদ্ভাবনে মায়াতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল । অনন্তর জীবমণ্ডলীতে সকল বিষয়ের অসমতা-দর্শনে, মায়াতত্ত্বকে কর্মাশ্রয়ী করিয়া, বেদোক্ত পুনর্জন্ম তত্ত্ব, কর্মফল, এবং কর্মাত্মক মন্ত্রভাগ ও দেহাত্মে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আবশ্যকতা ও তাহার গৌরব—এই সকল রক্ষা করা হইল । আর্যগণ বোধ হয় এরূপে সকল দিক রক্ষা করিতে গিয়া অবৈতনিক এবং আনন্দসঞ্চিক মায়াবাদ তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । অবৈতনিক তত্ত্ব ভাল কি মন্দ, তাহা এখানে আলোচনা করিব না । তবে তৎসমষ্টে রামানুজ স্বামীর এরূপ মত যে

“নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনায়তোহসাবতীৰ শুক্রোজগদেকসাক্ষী ।  
জীবস্তু নৈবংবিধ এব তন্মাদভেদ বৃক্ষোপরি বজ্রপাতঃ ॥

ন্যাসঃ শ্রীপরমেশ্বরম্য কৃপয়া চৈতন্যলেশোভূষিত  
স্বং তন্মাদ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তং শঠঃ ।”

অবৈতবাদের এই পূর্ব সমন্বয়। এখন উভয় সমন্বয় কি-  
রূপ তাহা দেখা যাইতে পারে। যোগতত্ত্বের পরে বৌদ্ধধর্মের  
উভয়। বৌদ্ধধর্ম যেমন ইউক আমাদের বিবেচনায় যোগ-  
তত্ত্বের একটী মহাশাখা-স্বরূপ। যোগতত্ত্ব যেরূপ উপরে  
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে উহাতে যৌক্তিক  
ও শান্ত্রীয় উভয়বিধি শাসন আছে। যৌক্তিক শাসন মায়া-  
বাদ, শান্ত্রীয় শাসন দুশ্বরের অন্তিম, পুনর্জন্মতত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন  
উভয় বা অধম লোক ইত্যাদি। এই স্থানে যদি শান্ত্রীয়  
শাসন পরিত্যাগ করা যায়, তবে কেবল যুক্তিমূলক মায়াবাদ  
মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই মায়াবাদ, শান্ত্রীয় শাসনের সাম-  
ঞ্জস্য-সাধন হেতু, স্থানে স্থানে যে ক্লপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে,  
সেই ক্লপান্তর ভাগ পরিত্যক্ত হইলে, এবং বৌদ্ধধর্মের  
মূলতত্ত্ব তাহার আনুসঙ্গিক আড়ম্বর-বিচ্ছিন্ন হইলে, মায়া-  
বাদ এবং বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব উভয়ে একই পদার্থ দাঁড়ায়।  
বুদ্ধ শাক্যসিংহ শান্ত্রিবিদ্যী, শান্ত্রীয় শাসন তাহার নিকট  
যেরূপ স্থানের বস্ত এবং যৌক্তিক শাসন। তাহার নিকট  
যেরূপ আদরণীয়, এবং সংসারে বৈরাগ্য যেরূপ তাহাকর্তৃক  
অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে শ্রতির মায়াবাদ  
তাহার ধর্ম-স্থাপনের একটী প্রধান উত্তরসাধকের ঘ্যায় হই-  
যাইছিল। অনেকের একপ বিশ্বাস যে মায়াবাদ হিন্দুরা বৌদ্ধ-  
দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ বিশ্বাস ভূম  
বলিয়া বোধ হয়।

অবৈতবাদ পরবর্তী দার্শনিকদিগের দ্বারা প্রচুররূপে  
দৃষ্টিত হইয়াছে। অথচ তাহাদিগের সেই দুর্দমনীয় তর্কতরঙ্গ

শ্রুতির আশ্রয়াবলম্বী । এতদুভয় কারণ একত্র হওয়াতেই শ্রৌতধর্ম্মাবলম্বিগণের অনেকের এক দিকে অবৈতবাদে ঘৃণা, অন্য দিকে শ্রুতিশাস্ত্রে ভক্তি দ্বিগুণতর হওয়ায় ; এক দিকে শ্রুতির মানরক্ষা অন্য দিকে তৎস্ফুল হইতে অবৈতবাদ-কলঙ্ক মোচন করিতে গিয়া, এক দিকে শ্রুতি-উক্ত খণ্ড শ্লোকের দ্বারা বৈতবাদাবলম্বন, অন্য দিকে অবৈতবাদকে অবৈদিক বলিয়া কথন, এবং তাহার কলঙ্ক সেই অবিতীয় মহাপুরুষ শঙ্করাচার্যের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে । এই দোষে ব্যক্তি-বিশেষ কেবল দোষী নহে, শাস্ত্রাদিও যথা

“বেদার্থবন্মহাশঙ্কং মায়াবাদমবৈদিকম্ ।

ময়েব কথিতং দেবি জগতাঃ নাশকারণম্ ॥”

পদ্মপুরাণ ।

—হে দেবি, বেদধর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ; কিন্তু মায়াবাদ অবৈদিক তত্ত্ব, উহা জগৎ ধ্বংসকরণার্থে আমা-কর্তৃক কথিত হইয়াছে ।—অথচ এই পদ্মপুরাণ কর্মফল ও মায়াবাদের ছায়ায় পরিপূর্ণ । বস্তুতঃ অবৈতবাদ তত্ত্ব শঙ্করাচার্যের উদ্ভাবিত নহে, তিনি কেবল যুক্তি দ্বারা উহার সম্প্রসারণ করিয়াছেন মাত্র । শঙ্করাচার্যের যুক্তি-তরঙ্গের একমাত্র ব্যাপ্ত ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহার সময় হইতে যোগাবলম্বন করিলে, সম্যাস ভিন্ন উপায় নাই । পূর্বে তাহা ছিল না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন সম্যাস গ্রহণ ইচ্ছাধীন ছিল । রামায়ণের প্রথম কাণ্ডে ত্রয়ন্ত্রিংশ সর্গে কথিত আছে যে

“উর্জরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমঃ”

এবং

“লক্ষ্যা সমুদ্দিতা ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভৃতো মহাতপাঃ”

ଚଲୀନାମକ ଜୈନେକ ଅକ୍ଷାଧି ସୋମଦାନାନ୍ଦୀ ଗନ୍ଧର୍ବକନ୍ୟା-କର୍ତ୍ତକ ସେବିତ ହେଉଥାଏ ତାହାକେ ଅକ୍ଷାଦତ ନାମେ ଏକଟୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଲେନ । ଏଇଙ୍କପ ବଶିଷ୍ଠ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି ଅଭୂତି ବଞ୍ଚି ଅକ୍ଷାଧିର ଗୃହେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ଗୃହଧର୍ମ-ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିତେ ପାଓଯା ଯାଏ । ରାମାୟଣେ ସମ୍ୟାସାଂଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନେର ବିରଲତା ହେତୁଇ ବୋଧ ହୟ ଇତାଲୀଯ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋବେସିଓ କହିଯାଇଛେ—

“It is worthy of being remarked that in the Ramayan no traces are found of that mystic devotion which absorbs all the faculties of men.”(୩୯)

ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଦିଗେର ମଧ୍ୟେ ଅବୈତବାଦ ଏବଂ ମାୟାବାଦ ଓ ତଦାନୁସଙ୍ଗିକ କର୍ମଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏଙ୍କପ ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛେ, ଯେ, ଉଚ୍ଚତର ଶାନ୍ତ୍ରୀୟ ପୁନ୍ତ୍ରକ ହିତେ ଅଧିତର ବର୍ଣ୍ଣଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହିତେ ଘୋର ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ ସେଇ କହିବେ ଯେ ‘ସଂସାର ମାୟାମୟ,’ ‘କର୍ମଫଳେ ଶୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିତେଛି,’ ‘ପୁନର୍ବାର ଜୟାଗ୍ରହଣେ ଆବାର କରିବ,’ ‘ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମାକେ ଯାହା ବଲିତେଛେ ତାହା ବଲିତେଛି, ଯାହା କରାଇତେଛେ ତାହା କରିତେଛି,’ ଜଳେ ଶ୍ଵଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସକଳତେଇ ଆଛେନ,’ ‘ତିନିଇ ସବ’ ଇତ୍ୟାଦି । ତାହାରା ଏଙ୍କପ ବଲୁକ, କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କପ ବଲାୟ ଏକ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହିତେଛେ ଯେ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ଵର ମଧ୍ୟେ ଏଙ୍କପ କତକଣ୍ଠିଲି ମହାରତ୍ନ ଅବଶ୍ୟକ ନିହିତ ଆଛେ, ଯାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରା ମାନବଚିତ୍ତର ଅସାଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାହାର ବଲେଇ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ବଞ୍ଚି ବିଜ୍ଞତି ଲାଭ କରି-

যাচে এবং যাহাতে বিমোহিত হইয়া মুন্দভাবে লোকে উপরে উক্ত ভাস্তুময় বাক্যগুলিকে, রত্ন সহবাসে রত্ন বলিয়া ভূম হওয়ায়, যত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে। উক্ত ভূমাত্মক ভাবের আধিপত্য-জনিত কু ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, কোন পশ্চিমবিশেষ সমাজের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক দোষ দেখাইয়া, কু ফল প্রতিপন্থ করিয়াছেন। তিনি কহেন রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় লইয়া ধৰ্মতত্ত্ব, ও কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা, ইত্যাদি অবৈতবাদ হইতে উত্তৃত। এত-বিষয় আমাদের আলোচ্য।—

হিন্দুসমাজের সামাজিক তত্ত্ব তিনি অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি একদেশদর্শী হইয়া সর্বদেশস্তু ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন; তিনি কোন সমাজেরই সামাজিক তত্ত্ব সমালোচনার যোগ্য নহেন। সত্য বটে তন্ত্রে আছে

“যত জীব তত্ত্ব শির যত নারী তত্ত্ব গৌরী।”

অথবা ভাগবতে কৃষ্ণের আচরণে সন্দিপ্তচিত্ত হইয়া, যিনি ধৰ্মস্থাপনার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, তাঁহা-কর্তৃক গোপকল্প সহ একপ যথেচ্ছাচার কেন কৃত হইল, পরীক্ষিৎ-কর্তৃক একপ জিজ্ঞাসিত হইলে, শুকদেব ঝৰি কহিতেছেন

“গোপীনাং তৎপতীনাং সর্বেষাঁক্ষেব দেহিনাম্।

যোহস্ত্রচরতি সোধ্যক্ষ এষ জ্বীড়নদেহভাক্॥”

### পুনশ্চ নারদ-পঞ্চরাত্রে

“গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাগাং হিতকাম্যয়া।

গুরো তুষ্টে হরিষ্টষ্টো হরো তুষ্টে জগত্ত্যম্॥

গুরুর্জ্ঞা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুদেবো মহেষ্঵রঃ।

গুরুদেবঃ পরং বৰ্জন গুরুঃ পুঞ্জ্যঃ পরাংপরঃ॥”

ইহাও সত্য যে, বীরাচার তান্ত্রিকদিগের মধ্যে, এবং কুষ্টি-  
ভক্তিতে গুরুদিগের দেবত্ব-গ্রহণে, এবং শিষ্যদিগের ভক্তি-  
মার্গসমূহে ভাগবতস্থ

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ অরণং পাদসেবনং ।

অচ্ছনং বন্ধনং দাঙ্গং সথ্যামাঘানিবেদনম্ ॥”

শ্লোকের অথথা-অর্থ-প্রভাবে, তৎ তৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে  
নৈতিক শিখিলতা কতক পরিমাণে ঘটিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য  
যে, তাহা হিন্দু সমাজকে কতদূর আক্রমণ করিয়াছে, ধরিতে  
গেলে সেই সেই সম্প্রদায় বৃহৎ হিন্দুসমাজের পরমাণুমাত্র।  
আবার তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ সকলেই তদ্বারা আক্রান্ত  
নহে, নির্বোধেরাই রত্নভাগ পরিত্যাগ করিয়া মলভাগ  
গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ রাধাকৃষ্ণে ভক্তির অধম বিধি,  
সৎশাস্ত্রপদবাচ্য এবন্তুত পুস্তকে অতিক্রেশে লক্ষিত হইয়া  
থাকে; কিন্তু উচ্চতম বিধি যথেচ্ছা দর্শনে পাওয়া যায়।

প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যেমন শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে  
জানিতেছি যে, যেখানে আলোক তৎপাঞ্চে অঙ্ককারণ অব-  
স্থান করে, তাহা ছাড়াইবার উপায় বা সাধ্য নাই। কিন্তু  
সে অঙ্ককার কি অনিষ্টকর? অঙ্ককার যদি তাহার প্রকৃতি  
দ্বারা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আলোকস্থান অতিক্রম  
করিতে আইসে, তবেই তাহা অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে,  
নতুবা তাহা নির্দোষ। খৃষ্টীয়ধর্মাশ্রয়ে পোপীয় ধর্ম যজ্ঞপ,  
এবং পোপদিগের মধ্যে ষষ্ঠ আলেকজণ্ডোর যজ্ঞপ, অবৈত-  
বাদাশ্রয়ী বৈষ্ণবদিগের সহ বা তান্ত্রিকদিগের সহ, পশ্চাচার-  
যুক্ত বৈষ্ণবগণের ধর্ম এবং বীরাচারযুক্ত শাঙ্কগণের ধর্ম

এবং অধম গেঁসাইবিশেষের তদ্দপ সম্বন্ধ । একুপ আংশিক দোষস্পর্শ স্বভাবসিন্ধ । অবৈতবাদের কু ফল ও খানে নহে, তাহা অন্যত্র ।—আজিও ভারতীয়েরা নৈতিক নিয়মে জগৎস্থ কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, পাতিত্রত্য আজিও ভারতে মুক্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে, আজিও যদি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ ভূমগলে থাকে, তবে সে ভারতেই আছে ।

অবৈতবাদিতার দোষ এই যে, তাহা ভারতচিত্তকে পূর্ব-কর্মপাশ এবং তদানুসঙ্গিক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া তাহার স্বাবলম্বনবৃত্তির ছাঁস করিয়াছে, নৈরাশ্য তৎস্থলে বিরাজ করিতেছে; মায়াবাদ শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর উপর মমতাশূন্য করিয়াছে; ‘মানব-জীবন পাপ-ভাব বহন মাত্র’ ইহা শিক্ষা দ্বারা সংসারে আস্থাশূন্য এবং নিরঙসাহ করিয়াছে; ভয়াবহ পুনর্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া লৌকিক বিষয় হইতে চিত্ত অপসারিত করিয়া, অলৌকিক বিষয়ে অথবা আকর্ষণ করিয়াছে । ইহাই অবৈতবাদিতার দোষ, ইহাই কু ফল, ইহাই ভারতের অধুনাতন দুর্দিশার অন্যতম কারণ ।

#### ৪। আচার ব্যবহার ।

মন্ত্র [সংহিতা ১০।৮২] কহিয়াছেন যে ত্রাঙ্গণেরা আপন ধর্ম প্রতিপালন করিবেন । জীবিকা হেতু তৎপরিবর্ত্তে ক্ষত্রিযবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন । তাহার অভাবে বৈশ্য-বৃত্তি অর্থাৎ পশুপালনাদি এবং কৃষিকার্য্যাদি করিতে পারেন । রামায়ণেও এ নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং মহাভারতের সময়েও ইহা পূর্ণভাবে প্রচলিত ছিল । এই

কারণেই আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে গর্গগোত্-  
সন্তুত ত্রিজট মামে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা  
নির্বাহ করিতেছেন,

“তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ ।

ক্ষতবৃত্তিবনে নিতাং ফালকুদামলাঙ্গলী ॥”

২।৩২

এইনিমিত্তই আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, দ্রোণ-  
চার্য ও কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অব-  
লম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ এ প্রথা তাহার পর হইতে  
লোপ না হইয়া আরও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ বা সংসারত্যাগীই হউন, প্রায় লোকা-  
লয় পরিত্যাগ করিয়া তদ্বির্তাগে বনদেশে বাস করিতেন,  
এবং আবশ্যকমত লোকালয়ে গমনাগমন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা  
যখন স্বধর্ম্ম (৪০) প্রতিপালন করিতেন, তাহাকে ব্রহ্মচর্য  
বলিত। ব্রহ্মচর্য দ্বিধি। সুমন্ত্র ঋষ্যশৃঙ্গের বিষয় দশরথের  
নিকট কথনসময়ে কহিতেছেন

“বৈবিধ্যঃ ব্রহ্মচর্যান্ত ভবিষ্যতি মহায়নঃ ।”

১৯

এই দ্বিধি ব্রহ্মচর্যের নাম মুখ্য ও গৌণ। যিনি দারপরি-  
গ্রহ করিয়া শান্তবিধি-অনুসারে (৪১) স্তীসন্তোগ করেন এবং

(৪০) মহুর গতে

“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিশ্রাদ্ধেষ্঵ ব্রাহ্মণানামকল্যানং ॥

(৪১) যাত্তবক্ষয়মতে

“ষোড়শ উনিশাঃ দ্বীগাঃ তশ্চিন্দ যুগ্মান্ত সংবিশেৎ ।

ব্রহ্মচর্যের পর্যাঞ্চাদ্যাচ্ছত্ত্বক্ষণ বর্জয়েৎ ॥

গৃহধর্ম পালন করিয়া থাকেন, তাহাকে গৌণ ব্রহ্মচারী কহে। এবং যিনি পরিব্রাজক, কৃষ্ণজিন দণ্ডপ্রভৃতি ধারণ করেন, তাহাকে মুখ্য ব্রহ্মচারী কহে। এই মুখ্য ব্রহ্মচারী বা পরিব্রাজকের বেশভূষা সম্বন্ধে রামায়ণে এরূপ বর্ণিত আছে—

“শঙ্কুকাষায়সংবীতঃ শিথী চতী উপানহী ।

বামে চাংসেহবনজ্যাখ শুভে যষ্টিকমণ্ডলু ॥”

—শঙ্কু-কাষায়-বন্ত্র পরিধান, মন্তকে শিথা এবং ছত্র, পায়ে পাতুকা, বাম স্ফৰ্ষে যষ্টি এবং কমণ্ডলু।—

আর্য ঋষিগণের তপোবন কিরণ ছিল, তাহা নিম্নোক্ত অংশ হইতে অনেক উপলক্ষ্মি হইতে পারিবে।

“প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণামাঞ্চবান् ।

রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তুপসাগ্রমণ্ডলম্ ॥

কৃশচীরপরিক্ষিপ্তং বাঙ্গ্যা লক্ষ্যা সমাবৃতম্ ।

যথা প্রদীপ্তং দুর্দৰ্শং গগনে স্থর্যমণ্ডলম্ ॥

শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা ।

মৃগৈর্বহ্বিভিরাকীর্ণং পক্ষিদাজ্জবঃ সমাবৃতম্ ॥

পৃজিতক্ষেপন্ত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণেঃ ।

বিশালৈরগ্নিশরণেঃ শ্রগ্ভাটেগুরজিনেঃ কুটৈশঃ ॥

সমিদ্বিস্তোয়কলসৈঃ ফলমূলৈশ শোভিতম্ ।

আরণ্যেশ মহাবৃক্ষেঃ পুরোঃ স্বাতুকলেবৃতম্ ॥

বলিহোমাচিত্তং পুণ্যং ব্রহ্মগোষ্ঠনিনাদিতম্ ।

পুরৈশ্চান্নেঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া ॥

ফলমূলশনৈর্দাট্টেশ্চীরকৃষ্ণজিনাদৈরেঃ ।

স্থর্যবৈখ্যানরাতেশ পুরাণের্নিভিযুতম্ ॥

পুরোশ নিয়তাহারেঃ শোভিতং পুরনর্ধিতিঃ ।”

—স্বায়ত্ত্বিক এবং দুর্দ্বল রাম মহারণ্য দণ্ডকারণে প্রবেশ করিয়া তাপসদিগের আশ্রমসমূহ দেখিতে পাইলেন। তথায় কুশ-চীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং আকাশতলস্থ দুর্দ্বল প্রদীপ সূর্যমণ্ডলের ন্যায় আঙ্গী ক্রী সতত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সর্বভূতের শরণ্য এবং অলঙ্কৃত-প্রাঙ্গনভাগ। তথায় বহুতর মৃগ এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে। অপ্সরো-গণকর্তৃক পূজিত দেই বাঞ্ছনীয় প্রদেশে তাহারা প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহ, শ্রগ্ভাণ, অজিন, কুশ, সমিধি, জলকলস, এবং নানাবিধি ফল-মূলের দ্বারা তপোবনভাগ পরিশোভিত। কোথাও সুস্বাদুফলাবৃত অরণ্যভব মহাবৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে; কোথাও পবিত্র পুজোপহার এবং হোম দ্বারা দেবার্চনা হইতেছে, কোথাও বা বেদধ্বনি হইতেছে; কোথাও বা পদ্মপুষ্প-পরিশোভিত সরোবর শোভমান; কোথাও বা পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ফলমূলাহারী দয়াবান্ চীরচর্মধারী সূর্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী পরমপুণ্যবান্ মহর্ষিগণ তথায় বিরাজ করিতেছেন।—

### পুনশ্চ

“প্রশান্তহরিগাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকযন্ত।  
 স তত্ত্ব ব্রহ্মণঃ স্থানমঘঃ স্থানং তটৈব চ ॥  
 বিষেণঃ স্থানং মহেন্দ্রস্থ স্থানঞ্চেব বিবৰণঃ ।  
 সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ ॥  
 ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানং বায়োঃ স্থানং তটৈব চ ।  
 স্থানং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাঅনঃ ॥

স্থানং তটেব গাযত্রা বহুনাঃ স্থানমেব চ ।

স্থানং নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ ॥

কার্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানং পশ্যতি ।” ৩১২

—রাম সেই প্রশান্ত এবং হরিণকীর্ণ আশ্রমসমূহ দর্শন-পূর্বক যাইতে লাগিলেন । তথায় তিনি ব্রহ্মস্থান, অগ্নিস্থান, বিষ্ণুস্থান, মহেন্দ্রস্থান, সূর্যস্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবেরস্থান, ধাতা এবং বিধাতার স্থান, বাযুস্থান, পাশচাত্য মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বশুস্থান, নাগরাজস্থান, গরুড়স্থান, কার্তিকেয়স্থান এবং ধর্মস্থান এই সকল দেখিতে পাইলেন ।—

[৩১৫২১-২৫] রামের কুটীরনির্মাণস্থলে অরণ্যবাসী-দিগের কুটীরনির্মাণ-প্রক্রিয়া অবগত হওয়া যাইতে পারে

“পর্ণশালাঃ স্তুবিপুলাঃ তত্ত্ব সংবাত্যুত্তিকাম্ ।

স্তুত্স্তাঃ মঞ্চরৈর্দৈর্যেঃ ক্রতবংশাঃ স্তুশোভনাম্ ॥

শমীশাখাভিরাসীর্য দৃঢ়পাশাবপাশিতম্ ।

কুশকাশশৈরঃ পণ্ডঃ সুপরিচ্ছাদিতাঃ তথা ॥

সমীকৃততলাঃ রম্যাঃ চকার স্মরহাবলঃ ।

নিবানং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুভমস্ম ॥

স গস্তা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্ নদীঃ গোদাবরীঃ তদা ।

স্বাত্মা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥

ততঃ পুষ্পবলিং কুস্তা শাস্তিকং স যথাবিধি ।

দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥”

—যুত্তিকা দ্বারা ভিত্তি নির্মাণ করিয়া, বৎশ দ্বারা বৎশকার্য সম্পাদিত হইল এবং তরুশাখা স্তুত্বাবলীর ন্যায় ব্যবহৃত হইল । সমীশাখা আস্তীর্ণ করিয়া পাশ দ্বারা দৃঢ়বন্ধ করত কুশ কাশ ও শর দ্বারা আচ্ছাদনকার্য শেষ করিয়া, মেঝে সমান

করত, নানাবিধ ফল পুষ্প আহরণপূর্বক বাস্তুশান্তি করিয়া গৃহপ্রবেশকার্য্য সমাধা হইল।—ইতি ভাব।

এরূপ অরণ্যবাসে সামান্য কুটীর বোধ হয় কোটীশ্বর নৃপতির অট্টালিকা অপেক্ষা শতগুণ শান্তি সুখের স্থান। এরূপ স্থানে স্বভাবদত্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ঋষিত্বহিত্বগণ যথার্থই বনদেবতা-স্বরূপ।

আক্ষণেরা এই সময়ে বিদ্যাবিষয়ে অত্যুম্ভুত, সাংসারিক সকল কার্য্যে বিধিপ্রদানের ক্ষমতা-প্রাপ্ত, দয়াশীল কিন্তু নীচবর্ণের প্রতি বিধিদানে নির্ষুর, অতিথিপ্রিয়, কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবযুক্ত, কিন্তু রাজস্থানে সময়ে সময়ে অন্যের অপরিজ্ঞাত ভাবে চিত্তের স্বাধীনতা বলি দিতে ত্রুটি করিতেন না। যেমন অন্নেই রাগযুক্ত হইতেন, তেমনি অন্নেই আবার পরিতৃপ্ত হইতেন। ইহাদিগের প্রাতঃহিক বৃক্ষি সাধারণতঃ প্রাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকার্য্য সমাপন করিয়া অন্যান্য মাধ্যাহ্নিক ঘাগাদি দেবকার্য্যের আয়োজন করিতেন। অপরাহ্নে অধ্যাপন এবং অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সমুদয় নিষ্পত্তি করিয়া পুনর্বার সায়াহিক দেবকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ঋষি-কুমারীরা পশুবৎ অজ্ঞ ছিলেন না, কথিত দেবকার্য্য সমুদয় এবং শাস্ত্রালোচনায় তাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার ছিল। ইহারা অপরাপর গৃহকার্য্য সমুদয় নিষ্পত্তি করিতেন। শিষ্যবর্গ দাস-বর্গের শ্রায় গুরুর আজ্ঞামত নির্দিষ্ট কর্ম্ম সমুদয় সম্পত্তি করিতেন। আক্ষণেরা চারিজাতীয় স্ত্রীই বিবাহ করিতে পারিতেন, এবং ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। তদ্বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য তপোবনের সামিধে  
কৃষিকার্য করা হইত, এবং তাহা অনেক সময়ে ত্রাক্ষণেরা  
স্বহস্তে নির্বাহিত করিতেন। ঝাতুপ্রভাবে তপোবন কিরণপ  
শ্রী ধারণ করিত, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গোদাবরী-তটস্থ-  
আশ্রমবাসী লক্ষণ কর্তৃক বর্ণিত হিম ঝাতুর বর্ণনা এ স্থানে  
উন্নত করিব। মূলাংশ অতিদীর্ঘ হইলেও উন্নত  
করিলাম।

“অয়ং স কালঃ সংগ্রাপ্তঃ প্রিয়ো যন্তে প্রিয়ঃবন ।

অলঙ্কৃতইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ ॥

নীহারপরমো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী ।

জলানামুপভোগ্যানি স্ফুরণো হ্ব্যবাহনঃ ॥

নবাগ্রাণপূজাভিরভার্চা পিতৃদেবতাঃ ।

কৃত্তাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকঞ্চাঃ ।

প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্প্রস্তরগোরসাঃ ।

বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ ॥

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যো দিশমন্তকদেবিতাম্ ।

বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোন্তরা দিক্ প্রকাশতে ॥

প্রকৃত্যা হিমকোশাচ্ছো দূরহর্ম্মশ সাম্প্রতম্ ।

যথার্থনামা স্মৃত্যুক্তঃ হিমবান् হিমবান্ গিরিঃ ॥

অত্যন্তসুখসংঘারা মধ্যাহে স্পর্শতঃ স্থাঃ ।

দিবসাঃ স্ফুরণাদিত্যাশ্চায়াসলিলঠর্গাঃ ॥

যুচ্ছর্ম্ম্যাঃ সনীহারাঃ পটুষ্ঠাঃ সমাহতাঃ ।

শূন্যারণ্যা হিমধ্বন্তা দিবসা ভাস্তি সাম্প্রতম্ ॥

নিবৃত্তাকাশশরনাঃ পুষ্যানীতা হিমাকুণ্ডাঃ ।

শীতবৃক্ষতরা যামাত্রিযামা যাস্তি সাম্প্রতম্ ॥

বিবিম ক্ষাণ্যস্তোঁগঃ শুমানাকুণ্ডমগুলঃ ।

নিখাসাফ ইবাদর্শচক্রমা ন প্রকাশতে ॥

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাঃ ন রাজতে ।  
 সীতেব চাতপশ্চামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥  
 প্রফুত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিন্দুচ সাম্প্রতম্ ।  
 প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দিগুণশীতলঃ ॥  
 বাঞ্ছচন্দন্যরণ্যানি যবগোধুমবস্তি চ ।  
 শোভন্তেহভূদিতে স্র্যে নদিঃ ক্রৈঞ্চনারসৈঃ ॥  
 খর্জুরপুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণত পুলেঃ ।  
 শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ ॥  
 ময়ৈথেকপসর্পত্তিহিমনীহারমংবৃটিঃ ।  
 দূরমপ্যদিতঃ স্র্যাঃ শশাঙ্কইব লক্ষ্যতে ॥  
 অগ্রাহবীর্যাঃ পূর্বাহ্নে মধাহ্নে স্পর্শতঃ স্মৃথঃ ।  
 সংসক্তঃ কিঞ্চিদাপাধুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতো ॥  
 অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিংপ্রক্লিন্মাহ্বলঃ ।  
 বনানাঃ শোভতে ভূমির্বিষ্টতরণাতপা ॥  
 সংস্পৃশন্ বিমলঃ শীতমুদকং দ্বিরদো মুখম্ ।  
 অত্যন্তত্বিতো বনাঃ প্রতিসংহরতে করম্ ॥  
 এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ ।  
 নাবগাহস্তি সলিলসপ্রগল্ভা ইবাহবম্ ॥  
 অবশ্যায়তমোনন্দা নীহারতমদাবৃতাঃ ।  
 প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুলা বনরাজয়ঃ ॥  
 বাঞ্ছচন্দনসলিলা কৃতবিজ্ঞেয়সারসাঃ ।  
 হিমাদ্রবালুকাস্তীরেঃ সরিতো ভাস্তি সাম্প্রতম্ ॥  
 তুষারপতনাচৈব মৃত্তাস্তাস্তরন্য চ ।  
 শৈত্যাদগাগ্রস্তমপি প্রায়েন রমবজ্জলম্ ॥  
 অরাঘৰ্বরিতেঃ পটেঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকঃ ।  
 নালশেষা হিমধৰ্ম্ম ন ভাস্তি কমলাকরাঃ ॥”

— “প্ৰিয়ংবদ, যে শাতু তোমাৰ প্ৰিয়, এ ক্ষণে তাহাই উপ-  
স্থিতি। ইহার প্ৰভাৱে সৎসন যেন অৰূপ হইয়া  
শোভিত হইতেছে। নীহারে সৰ্ব শৰীৰ কৰ্কশ হইতেছে,  
পৃথিবী শস্ত্ৰপূৰ্ণ, জল স্পৰ্শকৰা দুকৰ, এবং অগ্নি সুখসেব্য  
হইতেছে। এই সময়ে সকলে নবাম-ভক্ষণার্থ আগ্ৰায়ণ নামক  
ঘাগেৱ অনুষ্ঠান দ্বাৰা পিতৃগণ ও দেবগণেৱ তত্পৰিমাধন  
কৱিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য সব্য সুপ্ৰচূৰ,  
গব্বেৱ অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দৰ্শনাৰ্থ তমাধ্যে  
সতত পৱিত্ৰমণ কৱিতেছেন। এ ক্ষণে সূৰ্যোৱ দক্ষিণায়ন,  
সুতৰাং উত্তৰ দিক্ তিলকহীন শ্ৰীলোকেৱ আৰু হতস্তী হইয়া  
গিয়াছে। স্বভাৱতঃ হিমালয় হিমে পূৰ্ণ, তাহাতে আবাৱ  
সূৰ্য অতিদূৰে, সুতৰাং স্পষ্টতই উহার ‘হিমালয়’ এই নাম  
সাৰ্থক হইতেছে। দিবসেৱ মধ্যাহ্নে রৌদ্ৰ অত্যন্ত সুখসেব্য,  
গমনাগমনে কিছুমাত্ৰ ঝান্সি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য  
হয় না। সূৰ্যোৱ তেজ মুছ হইয়াছে, হিম ঘথেট, অৱণ্য  
শৃণ্যপ্ৰায়, এবং পথ নীহারে নক্ত হইয়া গিয়াছে। এ ক্ষণে  
রঞ্জনী তুষারে সতত ধূসৱ হইয়া থাকে, কেহ অনাৰুত স্থানে  
শয়ন কৱিতে পাৱে না, পুষ্যানক্ষত্ৰ দৃক্ষে রাত্ৰিমান অনুমান  
কৱিতে হয়, শীত যৎপৱেনাস্তি, এবং প্ৰহৰ সকল সুদীৰ্ঘ।  
চন্দ্ৰেৱ সৌভাগ্য সূৰ্যো সংক্ৰমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্ৰমণ্ডলত  
হিমাবৰণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এ ক্ষণে উহা নিষ্পাসবাপ্তে  
আবিল দৰ্পণতলেৱ আৱ পৱিদৃশমান হয়। পুৰ্ণিমাৱ  
জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতৰাং উহা উত্তাপ-  
মলিনী সীতাৱ ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি,

তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বত্বাবতই অনুষ্ঠ, এ ক্ষুণে আবার হিমপ্রভাবে বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাস্পে আচম্ভ, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্যোদয়ে ক্রেঁক্ষ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককাণ্ডি ধান্য খর্জুর-পুষ্পের ঘ্যায় পীতবর্ণ তঙ্গুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে বিপ্রহরেও সূর্য শশাঙ্কের ঘ্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহার-মণ্ডিত শ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিস্ফুল্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ-পূর্বক শুগু সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস গ্রুভতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুমুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমাঙ্ককারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাস্পে আচম্ভ, বালুকারাশি হিমে আদ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষার-পাত, সূর্যের মৃদ্ধতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাত্মে থাকিলেও সুস্বাচ্ছ বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া ঘৃণালম্বাত্মে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশের ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ ক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই।”—হে।

আর্য্যাবর্তে সরযুক্তীরবাসী বাল্মীকি সন্তুষ্টঃ আপনার

চতুঃপাঞ্চম বনভাগে ঝাতুপ্রভাব দেখিয়া এই বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের সাময়িক ঝাতুপ্রভাব হইতে উহা কতদূর অন্তর! ঝাতুপ্রভাবে বনভূমির বর্ণনা ইহা অপেক্ষা স্বভাবোচিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। পিতৃপুরুষগণ অল্পমুখে বনাঞ্চলে বাস করিতেন না।

---

### সংজ্ঞপ্তি সার।

বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় সংক্ষেপে পরিদর্শন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বাল্মীকির দ্বারা উক্ত প্রমাণ অনুসারে এবং রামায়ণের ন্যায় অবিতীয় কাব্য রচনার সম্ভবতা হেতু সংক্ষৃত বাল্মীকির সময়ে জীবিত ভাষা ছিল। নানা কারণে প্রমাণিত যে, প্রাকৃতাদি ভাষার অস্তিত্ব সংক্ষৃতের জীবন-কালের বিরুদ্ধ-প্রমাণ-দায়ক নহে, উহারা অশিক্ষিত সাধারণের ভাষা মাত্র। লিখনপ্রণালী ইহার পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে। সংক্ষিত সাহিত্য ও শাস্ত্র-সমূহের বিশেষ ত্রৈবৃক্ষি হইয়াছে। বেদ-ত্রাঙ্গণ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ আদি অধ্যয়ন এবং শিক্ষার প্রধান অঙ্গ স্ফুরণ। বেদ এখন পূর্বের ঘ্যায় বোধমুগ্ধ নহে, তাহার অর্থব্যক্তি বেদাঙ্গ বিশেষরূপ অধ্যয়ন ব্যতীত স্মৃতিপ্র হয় না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট এবং অপূর্ব তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এবং অন্যান্য চিহ্নবিশেষ শুভাশুভের হেতু বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস লোকের মনে দৃঢ় বস্তুমূল।

হইয়াছে। পূর্বপ্রচলিত বেদ-শাখা এবং চরণ-সমূহের  
ক্রমে নিপাত সাধন হইয়া, উপন্যাসে পরিণত হইতে আরম্ভ  
হইয়াছে।

এখনও কর্জকাণ্ড বেদবিধিবৎ, অর্থাৎ কল্পসূত্র এবং  
ত্রাক্ষণ অনুযায়ী হইয়া থাকে, পূর্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বর-  
শীলতা এবং বলির নিমিত্ত অসংখ্য পশুপক্ষি-বধজনিত  
নির্ষুরতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবতার সংখ্যা ঋষেদের  
তুলনায় কিঞ্চিৎ বাঢ়িয়াছে। ঋষেদের অনেক দেবতা  
আবার রামায়ণের সময়ে নৃতন নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং  
তাহাদের অনেক নৃতন রকমের বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে।  
দেবতার সংখ্যা বাঢ়িলেও ঋষেদীয় ত্রয়ন্ত্রিংশ সংখ্যা একে-  
বারে পরিত্যক্ত হয় নাই, সময়ে সময়ে উহা লোকের মনে  
উদয় হইত। কিন্তু দেবতার সংখ্যা যতই বাঢ়ুক, আধুনিক  
পুরাণ-তত্ত্বাত্মক মত অসংখ্য ছিল না। বাল্মীকির সাময়িক  
দেবতাদের প্রকৃতি যদিও ক্ষণে রোষযুক্ত ক্ষণে তোষ যুক্ত  
হইয়াছিল, তথাপি পরবর্তী সময়ের ন্যায় ভীষণস্বভাববিশিষ্ট  
হয় নাই। ঋষেদীয় ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রায় লোপ হইয়াছে,  
এখন বিষ্ণু এবং শিব এই দেবতাদ্বয়ের অত্যন্ত প্রভাব, এবং  
অনেকে এতদুভয়ের শিষ্য। নরদেবতার উপাসনাও আরম্ভ  
হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ের ন্যায় নরদেবের নিকট  
মনুষ্য-প্রকৃতি এখনও হেয়েছিবাব প্রাপ্ত হয় নাই।

অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে দেখা যায় যে, আর্যেরা নিয়মিত  
মত অগ্নি-সংস্কার করিতেন; কিন্তু অনার্যেরা কোথাও  
কোথাও ভূগর্ভে নিহিত হইত, এবং তাহাই তাহাদের

পরমধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । যাহারা পাপকার্য্যে রত, তাহারা যমের পুরে তৎফল ভোগ করিত ; এই ভোগ কাণ্ডিক ভোগকল্পে ঘর্ণিত । যাহারা যজ্ঞাদি দেবকার্য্যে পুণ্যসংক্ষয় করিত, তাহারা উৎকৃষ্ট স্বর্গলোক সকল অধিকার করিত । তথায় পুণ্যক্ষয় হইলেই পুনর্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিত এবং উৎকৃষ্ট জীব হইয়া জন্মিত । পাপকার্য্যে যমপুরে ফল-ভোগ করিয়া নিঃকৃষ্টলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইত ।—এরূপ বিশ্বাস ধর্মশাস্ত্রসঙ্গত প্রচলিত ছিল ।

পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ অবশ্যই ক্লেশকর বিবেচনা ছিল । তাহা হইতে যুক্ত হইবার নিমিত্ত যোগ ভিন্ন উপায় ছিল না । এই যোগশাস্ত্র অদ্বৈতবাদিতা, দৈশ্঵র সর্বময়, দৈশ্঵র ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্যা, জীবাত্মাও দৈশ্঵র । যখন যোগে পরমাত্মায় এবং জীবাত্মায় একত্ব অবলোকিত হইবে, তখনই জীব মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিবে এবং ব্রহ্মে লৌন হইবে । আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না । যোগাবলম্বনে সম্যাস-শ্রম গ্রহণ বা আশ্রমে অবস্থান যোগীর স্বেচ্ছাধীন । ব্রহ্ম-স্থান লাভ করিয়াও, কর্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সফলতা বা নিষ্ফলতায় সমচিন্তপ্রসাদযুক্ত হইয়া গৃহে অবস্থান করিতে পারিতেন । বাল্মীকির সময়ে অধিকাংশ যোগী সেই পথ অবলম্বন করিতেন, সম্যাসগ্রহণের দৃষ্টান্ত অতিবিরল ।—ইহা যোগধর্ম ।

ত্রাক্ষণেরা আশ্রমী বা নিরাশ্রম হউন, জনপদের বহি-  
র্ভাগে বনভূমিতে থাকিতেন । আশ্রমীরা পুত্রকলভ্রাদি

লইয়া কুটীর নির্জ্ঞান করিয়া বাস করিতেন এবং আবশ্যকমত জনপদে যাতায়াত করিতেন। আপন আপন তপোবনের সামিধ্যে জীবিকা নিষিক্রিয় কৃবিকার্য্যাদি করিতেন এবং তাহা অনেক সময়ে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। ইহাদের শিষ্যগণ দাসবৎ গুরুকার্য্য সম্পন্ন করিত। ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে ধর্মসমষ্টিকে অবিভীয় শিক্ষক। কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাব-যুক্ত, কিন্তু দয়াশীল ও অত্যন্ত অতিথিপ্রিয়।

নাস্তিকতা মতের বহুল আভাস দৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই সময়ে হিন্দুধর্মবিরোধি মত প্রবর্তিত হইতেছে। এ সময়ে যেরূপ ধর্মতত্ত্বের প্রাবন, এবং সমাজ তাহাতে যেরূপ আবদ্ধ, তখন ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়াকে নেহাত অনিষ্টকর বলা যাইতে পারে না।

ইতি বিভাগীয় অধ্যায় ।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

### ক্ষত্রিয়বর্গ।

ভারতসন্তান, ঘুমে মত হইয়াছ ! ভাল, ঘুমাও, গতক্রম  
হইলে আবার আপনিই উঠিবে। কিন্তু সাবধান, এই  
স্থূলোগে যেন তোমাদের চিত্তফলক হইতে কয়েকটী কথা  
কেহ মুছিয়া না দেয় যে, যে চিরঞ্জীবি সপ্তর্ষিমণ্ডল অদ্যাপি  
গগনতল পরিশোভিত করিতেছেন, আর্যবৎশের যাঁহারা  
নেতা, মনুষ্যপদবীতে পদার্পণ করিতে যাঁহারা মনুষ্যদিগকে  
শিক্ষা দিয়াছেন, এবং অরুচ্ছতীলোপামুদ্রা প্রভৃতি যে পূজনীয়া  
ভগবতীগণ দূরস্থ আকাশে অবস্থান করিয়াও আজিপর্যন্ত  
ভারতদুর্বিতাদিগকে স্বনীতি-শিক্ষাদানে বিরত হয়েন নাই;  
তাঁহাদেরই বিমল শোণিত আজি পর্যন্ত তোমাদের ধর্মনীতে  
প্রবাহিত হইতেছে। এবং একদিন তোমরা, সেই প্রাচীন  
আর্যরীতি, যাহা ক্রমে উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, তাহার  
অনুরাগী এবং পরিরক্ষক বলিয়া সংগর্বে আত্মপরিচয় প্রদান  
করিতে। সাবধান, নির্দ্রাবশে বহুবিধ স্বপ্ন দেখিতে হয়,  
তোমরাও দেখিতেছ, কিন্তু যেন মুঢ় হইয়া তাহাকে সত্য  
জ্ঞান করিও না। মায়ের তুষ্টিসাধনরূপ অবশ্য কর্তব্য কর্ম  
বিস্মৃত হইও না। চিন্তা এবং কল্পনা প্রসূতি ভারত, সন্তান-  
গণকে অনুকরণযুক্তিরত দেখিলে কখনই তুষ্টিলাভ করি-  
বেন না।

রাজধন্দি-সমন্বয়ে রামায়ণ হইতে যে উপকরণ-সমষ্টি  
সংগৃহীত হইবে, তাহাই যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাল্মীকির সময়ে  
ভারতরাজকার্যে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বিবেচনামিন্দ নহে।  
কাজে এবং কথায় সচরাচর যতটুকু অন্তর দেখা যায়,  
এখানেও বোধহয় সেইরূপ হইতে পারে। মনুষ্যের সাক্ষাৎ-  
সমন্বয়ে কর্তব্য কার্য্য এবং মনুষ্যের অবস্থা, এতদ্রুভয়ের বৃত্তান্ত  
কথনে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য হয়। প্রথমোক্ত বিষয়ে অত্যুত্তি  
হওয়ার অধিক সন্তাননা, শেষোক্ত বিষয়ে তত নহে। এত-  
মিয়ম মনে রাখিয়া ক্ষত্রিয়বর্গের বিষয় আলোচনা করা যাই-  
তেছে এবং অনুরোধ যে, পাঠক মহাশয়েরাও তমিয়ম বিস্তৃত  
হইবেন না। অধ্যায়টী নিম্নলিখিত উপবিভাগে বিভক্ত  
করিয়া বিবৃত হইতেছে।

#### ১। রাজ্যসংহান।

এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ দেশ প্রদেশাদির  
আকৃতি এবং অবস্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রতীত  
হইবে যে, রামায়ণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্বে,  
আর্য্যভূতাগে একচ্ছত্রী রাজা কেহ ছিলেন না। মহাভারতে  
যেমন দেখা যায় যে, কোন প্রতাপশালী রাজা মধ্যে মধ্যে  
একাধিকারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং কখন বা নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছেন,  
আবার কখন বা নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছেন; রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ব্যক্তিত আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত  
হয় না। উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখনী-নিঃস্ত কি না এ-

বিবরে অনেক পঞ্চিতের সন্দেহ আছে । (১) যাহাই হউক, এই প্রবন্ধ লিখনে উক্ত কাণ্ড পরিত্যক্ত বলিয়া এই প্রস্তাবের পাঠকেরা জানিবেন ।

আর্যভূমি এই সময়ে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত । প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন অধীশ্বর । ইনি আপন অধিকার মধ্যে যথাসন্তুষ্ট রাজকার্য অনন্তরাজশাসনবশ্য হইয়া সমাধা করিতেন । কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ কাহার সঙ্গে সম্পর্কশূল্য ছিলেন না । ইঁদিগের একতা-সূত্রে বন্ধন করিবার অনেক বিষয় ধাকাতে কদাচ কেহ কাহার বিরোধী হইতেন না । আচার ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, আর্য সন্তান-গণের মধ্যে সর্বত্রই একরূপ, একধর্মাক্রান্ত, একই নিয়মাধীন এবং সেই নিয়মকর্তা ব্রাহ্মণগণ সর্বত্রই সমানভাবে পুজনীয় ; তাহারাই এ কালে একতা-বন্ধনের দৃঢ়রজু স্বরূপ । দ্বিতীয়তঃ বহুদূরব্যাপি বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না । ফলতঃ বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু

(১) এতদ্বিষয় সবিস্তারে *Griffith's Rámáyana*, Vol. I. Introduction, p. xxiii to xxv দেখ । তথায় “There is every reason to believe that the seventh Book is a later addition.” পুনশ্চ উক্তর কাণ্ডে বর্ণিত “Traditions and legends only distantly connected with the Ramayan properly so called” &c.—*Gorresio*. পুনশ্চ ন্তন সংযোজন সম্বন্ধে “Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in case of the old parts spontaneously burst out of the heart’s fulness like the free song of a child” &c.—*Westminister Review* Vol. I.

পৃথক লক্ষিত হইলেও, অস্তঃপ্রকৃতি নির্বিশেষে একরূপ ছিল। রামায়ণে যথায় যাগ-যজ্ঞাদি মহোৎসবের ব্যাপার, তথায়ই ভিন্ন ভিন্ন রাজগণকে একত্রে আমোদ আঙ্গুলাদে নিময় থাকিতে দেখা যায়। দশরথের পুত্রকামনায় যে যজ্ঞ হয়, তাহাতে আর্য্যবর্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত রাজবর্গ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তজ্জপ অন্যান্য মহোৎসবেও। মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ও অন্যান্য উৎসব-কালেও ঐক্যপূর্ণ সৌহার্দের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় আবার রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বিবাদেরও অভাব নাই। রামায়ণে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিরল। অন্য কারণ পরিত্যক্ত হইলেও কেবল ইহার দ্বারাই তৎকালে রাজাদিগের পরম্পরের সহ সন্তানের অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

আর্য্যবৎশের এই সময়ের রাজ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে, ইউরোপ খণ্ডের খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যম-কালীয় ফিউডাল রাজ্য-বিভাগের কথা মনে উদয় হয়। বস্তুতঃ পরম্পরের মধ্যে অল্প বৈলক্ষণ্য; এবং সেই বৈলক্ষণ্য ব্যতীত ভারতীয় রাজ্য-সংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত বলিয়াই বোধ হয়। এতদুভয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। রোমক সাত্রাঙ্গ্যের অধঃপাতে বর্কর জাতিরা যেমন যুক্তাধিকারাণ্তে, বিগ্রহলক্ষ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া, তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আবার সেই সকল ভূখণ্ড

যেমন অধীনস্থ ভিষ তিম ঘণ্টাকে নিয়মবিশেষের বশবত্তী করিয়া অংশ নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইত, সেইরূপ প্রাচীন কালে আর্যগণও আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া রাজা সংস্থাপন করেন; এবং অংশনির্দেশের নিমিত্তই অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। দশরথের এত ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি তাহার সভায় বহুসংখ্যক অধীন রাজগণের (২।। ইত্যাদি) অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতের প্রভুত্ব এবং অধম বর্গের ছুর্দশা উভয়ে-তেই সমান। খাত্তেদ (১-১৭৩-১০, ৮-৬২-১। ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া মানবধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত (রাজধর্ম অধ্যায়ে) গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতি শাসনকর্ত্তৃ পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কার্য কি, যদিও বাক্যার্থেই বিজ্ঞাপিত করিতেছে, তথাপি প্রমাণানুরোধ ধরিতে গেলে, তাহা খাত্তেদ দ্বারা স্পষ্ট কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু মানবধর্মশাস্ত্রে প্রতিপন্থ হয় যে, ইহারা সেই সেই প্রাম ও পুরের শাসনকর্ত্তা এবং যাবতীয় রাজকার্যের সম্পাদক। যখন কোন নৃতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ নৃতন হয় এমন নহে, এবং যাহা পুরাতন তাহাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। বরং তাহাই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া উন্নতি সাধন করা হয় এবং কোন কোনটা যেমন নৃতন হয় আবার তেমনি কোন কোনটা পুরাতন অবিকল রাখিয়া দেওয়া হয়। নৃতন যাহা হয় তাহার মধ্যে এমনও কখন কখন হইয়া থাকে, যাহা তৎপ্রাণযন্ত্রন সময়ে কার্য্যে পরিগত না হইয়া পরে হইয়া থাকে। এতদ্বারা খাত্তেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের সহ

মনুর, রামায়ণ মনুর পূর্বে বা পরে হটক (২), তাহার সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে। সুতরাঃ একের বর্ণিত বিষয় অন্যের ভাব পরিস্ফুট করিতে অনেক সক্ষম। অতএব হইতে পারে যে রামায়ণের সময়েও সেই গ্রামপতি পুরপতি প্রভৃতি শাসনকর্তার অস্তিত্ব ছিল। যাহা হটক, এই গ্রামপতি ও পুরপতি প্রভৃতিগণ ফিউডাল সাময়িক স্থানবিশেষের বর্গোমাস্টারের ঘায়। বাহ্যিক আকার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের আধিক্য উভয় স্থানেই সমান; বিশেষ এই ষে, এক স্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই স্বীকৃতি এবং শিক্ষা-প্রসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ব হইতে উত্তৃত। ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায় যে, ফিউডাল প্রভুরা পরম্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ বিস্বাদে প্রায় প্রত্যহ নবরত্নে স্নান করিতেন, আর্যেরা তৎপরিবর্তে প্রেম-সংমিলনে মনের স্বৈরে কাল-

(২) রামায়ণের চতুর্থকাণ্ডে বালীর প্রতি রামের উক্তিতে কথিত হই-  
যাচ্ছে যে

“শ্রা঵তে মমুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্বৎসলৌ।”

১৬ সর্গ।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে ষে রামায়ণেই মনুর তৎপৰাবর্তীর প্রমাণিত হই-  
তেছে। আরও এই প্রবন্ধে পূর্বীপর বহু স্থলে দৃষ্ট হইবে যে মনুসংহিতার  
বিধির সহ রামায়ণেও বহু বিষয়ের গ্রিক্য আছে। বর্তমান মনুসংহিতা তৎগু-  
রুমিত্বার কথিত, উহাই কি রামায়ণের পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, না মনুর  
স্বয়মুক্ত কোন সংহিতা ছিল? মনুসংহিতার অনেক স্থল দেখিলে মনুকে  
অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হয়, অথচ মনুর নাম সংস্কৃতের প্রাচীনতম  
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আবার ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে মনু একজন করিত  
বাক্তি। ফলতঃ বর্তমান মনুসংহিতার জন্মের বহু পূর্বে মনুর নামের  
তৎপত্তি।

যাপন করিতেন। ফিউডাল প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি, দেশস্থ সমস্ত অধিবাসীর অভ্যন্তরে একরূপ থাকায়, এবং বহিৎ-শক্তির ও আভ্যন্তরিক শক্তির উভেজনায় একতার মূল্যাবধারণ করায়, কালে তাহার ফলস্বরূপ সর্বসংমিলনে জগতের সুখবিকাশক সভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর আর্দ্ধেরা এক প্রকৃতি সত্ত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখ পরিবশে ও একতার মর্ম অনবগতে, জ্ঞাতি-বিবেষিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা-দোষে এমনি নিষ্ঠেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন, যে এখন আপন অন্ন পরিপাকের ক্ষমতা পর্যন্ত নাই।

## ২। রাজধর্ম।

আভ্যন্তরিক রাজনীতি কিরণ ছিল, তাহা বহুলভাবে নিম্নে উক্ত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ভরত রামের অনুসরণে নির্গত হইয়া চিত্রকূট পর্বতে তাহার দেখা পাইলে, রাম রাজ্যের কুশল প্রশংসন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (৩)

“কচ্ছি দেবান্ন পিতৃন্ন ভূত্যান্ন শুক্রন্ন পিতৃসমানপি ।  
বৃক্ষাংশ তাত বৈদ্যাংশ ব্রাক্ষণাংশচাভিমন্যমে ॥

(৩) এই রাজনীতিশুলি গ্রিফিথ সাহেব কর্তৃক রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে নাই। তৎকৃত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৯, ১০০, ১০১ সর্গ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের ঐ কাণ্ডের ১০০ সর্গ মিলাইয়া দেখ। গ্রিফিথ সাহেব প্রিমল কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ রামায়ণ উভয় পক্ষিম অঞ্চলের পাঠ দৃষ্টে। আমার আদর্শ পুস্তকে যাহা আছে, আমি মূল প্রস্তাৱে তাহাই গ্ৰহণ কৰিতেছি ইহা জ্ঞাতব্য।

ଈଷନ୍ତ୍ରବରଗମ୍ପରମର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦମ୍ ।  
 ସୁଧମାନବୃପାଧ୍ୟାରକ୍ଷଚି ଦଂ ନାବମନ୍ୟସେ ॥  
 କଚିଦାୟସମାଃ ଶୂରାଃ ଶ୍ରୀତବାନ୍ତୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଃ ।  
 କୁଲୀନାଶେଷିତଜ୍ଞାଶ କୃତାଣ୍ତେ ତାତ ମୟିଣଃ ॥  
 ମନ୍ତ୍ରୋ ବିଜୟମୂଳଂ ହି ରାଜ୍ଞାଃ ଭବତି ରାଘବ ।  
 ମୁଦଂବୁତୋ ମୟିଦୁରେରମାଟୋଃ ଶାସ୍ତ୍ରକୋବିଦେଃ ॥ (୫)  
 କଚିନ୍ଦ୍ରାବଶ୍ରୀ ନୈବି କଚିତ୍କାଳେହବୃଧ୍ୟସେ ।  
 କଚିଚାପରରାତ୍ରେବୁ ଚିନ୍ତ୍ୟମାର୍ଥନୈପୁଣମ୍ ॥  
 କଚିନ୍ଦ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୋ ମନ୍ତ୍ରିତୋ ରାଷ୍ଟ୍ରଃ ନ ପରିଧାବତି ॥ (୬)  
 କଚିଦର୍ଥଂ ବିନିଶିତ୍ୟ ଲୟମୂଳଂ ମହୋଦୟମ୍ ।  
 କିପ୍ରମାରଭମେ କର୍ତ୍ତ୍ତୁଃ ନ ଦୀର୍ଘ୍ୟସି ରାଘବ ॥ (୭)

## (୮) ମହାଭାରତ ସଭାପର୍କେ ପଞ୍ଚମାଧ୍ୟାଯେ

“କଚିଦାୟସମାବୁଦ୍ଧାଃ ଶୁଦ୍ଧାଃ ମନୋଧନକ୍ଷମାଃ । ୨୫  
 କୁଲୀନାଶ୍ଚାମୁରଜ୍ଞାଶ କୃତାଣ୍ତେ ବୀର ମୟିଣଃ ।  
 ବିଜୟୋ ମୟନ୍ତ୍ରମୋହି ରାଜ୍ଞୋ ଭବତି ଭାରତ ॥ ୨୬  
 କଚିତ୍ ସଂଭୂତମୈତେ ଅମାଟ୍ୟଃ ଶାସ୍ତ୍ରକୋବିଦେଃ ।  
 ରାଷ୍ଟ୍ରଃ ମୂରକ୍ଷିତଃ ତାତ —————— ॥” ୨୭

ବାକୀକି ଚୋର, ନା ବ୍ୟାସ ଚୋର ?

## (୯) ମହାଭାରତେ ଐ ପର୍କେ ଐ ଅଧ୍ୟାୟେ

“କଚିନ୍ଦ୍ରାବଶ୍ରୀ ନୈବି କଚିତ୍ କାଳେହପି ବୃଧ୍ୟସେ ।  
 କଚିଚାପରରାତ୍ରେବୁ ଚିନ୍ତ୍ୟମାର୍ଥମର୍ଥବିଂ ॥  
 କଚିନ୍ଦ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୋ ମନ୍ତ୍ରିତୋ ରାଜ୍ଞୋ ନ ପରିଧାବତି ॥”

ଚୋର କେ ?

## (୧୦) ମହାଭାରତେ ଐ ପର୍କେ ଐ ସର୍ପେ

“କଚିଦର୍ଥାନ୍ ବିନିଶିତ୍ୟ ଲୟମୂଳାନ୍ ମହୋଦୟାନ୍ ।  
 କିପ୍ରମାରଭମେ କର୍ତ୍ତ୍ତୁଃ ନ ବିପ୍ରଯାବି ତାଦ୍ଵାନ୍ ॥”

ଚୋର କେ ? ବିରକ୍ତ ହଇଯା ଆର ସାଦୃଶ୍ୟ ଉଠାଇଯା ଦେଖାନ ଗେଲ ନା । ଫଳତଃ  
 ସଭାପର୍କୋତ୍ତ ଓ ରାମାଗୋତ୍ତ ରାଜନୀତି କିଛୁ କିଛୁ ବାଦ ଦିଯା ଏକଟି ଅପରେର  
 ନକଳ ବଲିଯା ଲାଗିଥାଏ ।

কচিত্ত স্বৰূপান্তে কৃতকুপাণি বা পুনঃ ।  
 বিচ্ছেদে সর্বকার্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ ॥  
 কচিন তরৈয়ুভ্রা বা যে চাপ্যপরিকীর্তিঃ ॥  
 অয়া বা তব বামাত্যের্ধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্ ॥  
 কচিং সহস্রমূর্ধানামেকগিঞ্চিসি পশ্চিম ।  
 পশ্চিমে হর্থকুচ্ছেষ্ট কুর্যান্নিঃশ্রেষ্ঠসং মহৎ ॥  
 সহস্রাণ্যপি মূর্ধণাং যত্পাণ্ডে মহীপতিঃ ।  
 অপদাপাযুতানোব নাস্তি তেষ্ট সহায়তা ॥  
 একোহিপ্যমাত্যো মেধাবী শূরোদক্ষো বিচক্ষণঃ ।  
 রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্নহতীং শ্রিয়ম্ ॥  
 কচিদ্যুথ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষ্ট মধ্যমাঃ ।  
 জগন্যাশ্চ জগন্যেষ্ট ভূত্যাণ্ডে তাত যোজিতাঃ ॥  
 অমাত্যামুপধাতৌতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুটীন् ।  
 শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষ্ট কচিত্তবং নিমোজয়সি কর্ষস্তু ॥  
 কচিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভুশয়ুজিতাঃ প্রজাঃ ।  
 রাষ্ট্রে তবামুজানন্তি মন্ত্রিণঃ কেকয়ীমুত ॥  
 কচিদ্বাঃ নাবজ্ঞানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা ।  
 উগ্রপ্রতিগ্রাহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ ॥  
 উগ্রায়কুশলং বৈদ্যং ভূত্যং সল্লিঙ্গে রতম্ ।  
 শূরমৈশ্বর্যাকামঞ্চ যো ন ইন্দ্রি স হস্ততে ॥  
 কচিদ্বৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ ।  
 কুলীনশামুরকুশচ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥  
 বলবন্তশ্চ কচিত্তে মুখ্যা যুদ্ধবিশ্বারদাঃ ।  
 দৃষ্টাপদানবিক্রান্তাস্ত্রয়া সংকৃত্য মানিতাঃ ॥  
 কচিদ্বলস্ত্র ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্ ।  
 সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দ্বাদশি ন বিলম্বসে ॥  
 কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্তবেতনযোভুতাঃ ।  
 ভর্তুঃ কুপ্যাণ্তি হ্যস্তি দোহনর্থঃ স্বমহান্ কৃতঃ ॥

কচিং সবেহস্তুরস্তাদ্বাঃ কুলপ্রত্বাঃ প্রধানতঃ ।  
 কচিং প্রাণাংস্তবার্থে সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ ॥  
 কচিজ্জনপদে বিষ্঵ান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান् ।  
 যথেক্তবাদী দৃতত্তে কৃতো ভরত পশ্চিতঃ ॥  
 কচিদষ্টাদশাগ্নেয়ু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ ।  
 ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেংসি তীর্থানি চারণেঃ ॥  
 কচিদ্ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা ।  
 দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্তমে বিপুলদম ॥  
 কচিন্ন লোকায়তিকান্ আক্ষণাংস্তাত সেবনে ।  
 অনর্থকুশলা হেতে বালাঃ পশ্চিতমানিনঃ ॥  
 ধৰ্মশাস্ত্রেযু ম্খ্যেযু বিদ্যমানেযু দুর্ধাঃ ।  
 বৃক্ষিগামীক্ষিকীঃ প্রাপ্য নিরথং প্রবদ্ধন্তি তে ॥  
 বীরেরধূমিতাং পূর্বমশ্বাকং তাত পূর্বকঃ ।  
 সত্যনামাঃ দৃঢ়ব্রারাঃ হস্ত্যখরথসংকুলাম ॥  
 আক্ষণেঃ ক্ষত্রিয়বৈষ্টেঃ স্বকর্মনিরটেঃ সদা ।  
 জিতেজ্জিয়ের্মহোৎসাহৈবৃত্তামার্য্যেঃ সহস্রশঃ ॥  
 প্রাসাদৈর্বিধিকারৈবৰ্তাং বৈদ্যজনাকুলাম ।  
 কচিং সমুদ্দিতাং ক্ষীতামযোধ্যাং পরিবক্ষনি ॥  
 কচিচ্ছেত্যশ্বতেজ্জুষঃ স্তুনিবিষ্টজনাকুলঃ ।  
 দেবহানেঃ প্রপাতিশ্চ তটাকৈকেশোপশোভিতঃ ॥  
 প্রহস্তনরনারীকঃ সমাজোংসবশোভিতঃ ।  
 স্তুকৃষ্ণসীমা পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ ॥  
 অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ ।  
 পরিত্যক্তো ভৱেঃ সর্বৈঃ খনিভিক্ষেপশোভিতঃ ॥  
 বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্ম পূর্বেঃ স্তুরক্ষিতঃ ।  
 কচিজ্জনপদশ্ফীতঃ স্তুধং বসতি রাঘব ॥  
 কচিত্তে দমিতাঃ সর্বে স্তুষিগোরক্ষজীবিনঃ ।  
 বার্তারাঃ সাম্প্রতং তাত লোকোহয়ঃ স্তুখ্যেধতে ॥

তেবাঃ শশিপরীহারৈঃ কচিত্তে তরণঃ কৃতম্ ।  
 মন্ত্রযাহি মাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥  
 কচিং ত্রিযঃ সামুহসে কচিত্তাচ স্঵রক্ষিতাঃ ।  
 কচিত্ত প্রদধান্তাসাং কচিদ্ব ষষ্ঠঃ ন ভাষমে ॥  
 কচিত্ত পলিকাষ্টানাং কুঁজরাগাঙ্গ ত্রপ্যসি ॥  
 কচিত্ত পলিকাষ্টানে নিত্যঃ মালুষাগাং বিভূষিতম্ ।  
 উথায়োখায় পুর্বাহু রাজপুত্র মহারথ ॥  
 কচিত্ত সর্বে কর্মাস্তাঃ প্রত্যক্ষাত্তেহবিশক্তয়া ।  
 সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টি মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥  
 কচিদ্বৰ্গাণি সর্বাণি ধনধান্যায়ধোদকৈঃ ।  
 পৃষ্ঠেশ্চ প্রতিপূর্ণাণি তথা শিখিমুর্জ্জৈরঃ ॥  
 আয়স্তে বিপুলঃ কচিং কচিদগ্নতরো বায়ঃ ।  
 অপাত্রেযু ন তে কচিং কোশে গচ্ছতি রাষ্ট্র ॥  
 দেবতার্থে চ পিরুর্থে ব্রাহ্মণেহভ্যাগতেযু চ ।  
 যোধেযু মিত্রবর্গেযু কচিদগচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥  
 কচিদার্থ্যোহপি শুক্রাস্তা ক্ষারিতক্ষেৱকর্মণা ।  
 অদৃষ্টশাস্ত্রকুশলেন্দ্র লোভাবধ্যতে শুচিঃ ॥  
 পৃষ্ঠীতক্ষেব পৃষ্ঠেশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ ।  
 কচিত্ত মুচ্যতে চোরো ধনলোভাবর্তত ॥  
 ঘ্যসনে কচিদাচ্যন্ত দুর্বলস্য চ রাষ্ট্র ।  
 অর্থঃ বিরাগাঃ পশ্যস্তি তবামাত্যা বহুক্ষতাঃ ॥  
 শানি মিথ্যাভিশক্তাগাং পতন্ত্যক্ষণি রাষ্ট্র ।  
 তানি পুত্র পশ্ম রস্তি গ্রীত্যর্থমহুশাসতঃ ॥  
 কচিদ্বৃক্ষাঙ্গ বালাঙ্গ বৈদ্যমুখ্যাঙ্গ রাষ্ট্র ।  
 দানেন মনসা যাচা ত্রিভিরেতৈবুভূষণে ॥  
 কচিদ্বৃক্ষাঙ্গ বৃক্ষাঙ্গ তাপসান দেবতাতিদীন ।  
 তৈত্যাঙ্গ সর্বান সিদ্ধার্থান ব্রাহ্মণাঙ্গ নমস্যনি ॥

କଚିଦର୍ଥେନ ବା ଧର୍ମର୍ଥେ ଧର୍ମେଣ ବା ପୂନଃ ।  
 ଉଠେ ବା ପ୍ରତିଲୋମେନ କାମେନ ନ ବିବାଧସେ ॥  
 କଚିଦର୍ଥକୁ କାମକୁ ଧର୍ମକୁ ଜୟତାଂ ବର ।  
 ବିଭଜ୍ୟ କାଳେ କାଳଙ୍ଗ ସର୍ବାନ୍ ବରଦ ମେବମେ ॥  
 କଚିତ୍ତେ ଆକ୍ରଗାଃ ଶର୍ମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥକୋବିଦାଃ ।  
 ଆଶଂସତେ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ପୌରଜାନପଦୈଃ ସହ ॥  
 ନାନ୍ଦିକ୍ୟମନୃତଃ କ୍ରୋଧଃ ଅସାଦଃ ଦୀର୍ଘମୁତ୍ରତାମ୍ ।  
 ଅଦର୍ଶନଃ ଜ୍ଞାନବତାମାଳସ୍ୟଃ ପଞ୍ଚବୃତ୍ତିତାମ୍ ॥  
 ଏକଚିନ୍ତନଗର୍ଥାନାମନର୍ଥରୈତେଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଗମ୍ ।  
 ନିଶ୍ଚିତାନାମନାରସ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟାପରିରକ୍ଷଣମ୍ ॥  
 ମନ୍ତ୍ରଲାଦ୍ୟପ୍ରୋଗର୍ଫଃ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନକୁ ସର୍ବତଃ ।  
 କଚିବ୍ରଂ ବର୍ଜୟମେତାନ୍ ରାଜଦୋଷାଂଚତୁର୍ଦିଶ ॥  
 ଦଶପକ୍ଷଚତ୍ରବର୍ଗାନ୍ ସପ୍ତବର୍ଗକୁ ତତ୍ତ୍ଵତଃ ।  
 ଅଷ୍ଟବର୍ଗଃ ତ୍ରିବର୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାନ୍ତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଘବ ॥  
 ଇଲିଯାଗାଂ ଜୟଃ ବୃକ୍ଷ୍ୟା ଷାଡ଼ିଗ୍ୟଃ ଦୈବମାନ୍ୟମ୍ ॥  
 କୃତ୍ୟ ବିଂଶତିବର୍ଗକୁ ତଥା ପ୍ରକୃତିମଣ୍ଡଳମ୍ ॥  
 ଶାତ୍ରାନ୍ତିବିଧାନକୁ ଦିଯୋନୀ ସନ୍ଧିବିଶ୍ରହେ ।  
 କଚିଦେତାନ୍ ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ଯଥାବଦହୁମନ୍ତନେ ॥  
 ମନ୍ତ୍ରଭିଷ୍ଟଃ ଯଥୋଦିଷ୍ଟଃ ଚତୁର୍ଭିଜ୍ଞିଭିରେବ ବା ।  
 କନ୍ଦିଃ ସମୈତେବ୍ୟାତେଶ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଃ ମନ୍ତ୍ରଯମେ ବୁଧ ॥  
 କଚିତ୍ତେ ସଫଳା ବେଦାଃ କଚିତ୍ତେ ସଫଳଃ କ୍ରିୟାଃ ।  
 କଚିତ୍ତେ ସଫଳା ଦାରାଃ କଚିତ୍ତେ ସଫଳଃ ଶ୍ରତ୍ୟ ॥  
 କଚିଦେହୈବ ତେ ବୃଦ୍ଧିର୍ଥୋଙ୍କା ମମ ରାଘବ ।  
 ଆୟୁଷ୍ୟା ଚ ଯଶସ୍ୟା ଚ ଧର୍ମକାମାର୍ଥମଃହିତା ॥”

୨ କାଣ୍ଡ, ୧୦୦ ସର୍ଗ ।

—“ତୁମି ତ ଦେବତା, ପିତୃ, ପିତୃତୁଳ୍ୟ ଗୁରୁ, ବୃଦ୍ଧ, ବୈଦ୍ୟ,  
ଆକ୍ରଗ, ଓ ଭୃତ୍ୟଗଣକେ ସବିଶେଷ ସମ୍ମାନ କର ? ଯିନି ଅମନ୍ତ

ও সমন্বয় শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিদ্য উপাধ্যায় সুধৃতার ত অবয়াননা কর না ? মহাবল, বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলপ্রসূত, ইঙ্গিতজ্ঞ ও আজ্ঞাসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্য-গণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয় । বৎস, তুমি ত নিদ্রার বশীভৃত নহ ? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক ? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর ? তুমি একাকী বা বহুলোকের (৭) সহিত ত মন্ত্রণা কর না ? যে বিষয় নির্ণীত হয়, তাহা ত গোপন থাকে ? যাহা অন্নায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ একুপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীত্রেই ত তাহার অনুর্ধ্বান করিয়া থাক ? তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, এবং যাহা সম্পূর্ণপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন ? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উইঁরা ত তাহা জানিতে পারেন না ? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে

(৭) গৃঢ় মন্ত্রণা বহু লোক সমবেতে হইলে তাহা শাস্ত্রভাবে নিষ্পন্ন বা গোপন থাকা স্বীকৃতিন । ইংলণ্ডের অধিপতি হিতীয় চার্লসের সামরিক ত্রিংশৎ মন্ত্রিসভা (Council of Thirty) ইহার বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল । ঐ সভা প্রথমত গৃঢ় বিষয় সকল বিবেচিত হইবার নিমিত্ত সর উইলেম টেম্পলের প্রস্তাৱ মত স্বাপিত হয় । স্থাপনার অব্যবহিত পরেই অস্ত্রবিধা লক্ষিত হওয়ায়, তাহার মধ্যে আমাৰ ৯ জনে মাত্র লইয়া এক বিশেষ সভা হয়, তাহা ও বিষমপ্রকৃতি হওয়াৰ অবশ্যে চারিজনে মাত্র পরিগত হয় । এই ত্রিংশৎ মন্ত্রি-সভা মুখ্য উক্তেশ্য তুলিয়া একুপ তুমুল বাদাহুবাদ কৰিতেন যে, তাহার মিকট ইউনিলোকের স্বত্বও হার মানিঙ্গা থাই ।

না ? (৮) সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটামাত্র পণ্ডিতকে ত আর্থনা করিয়া থাক ? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞ লোকেই সর্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, যেধাবী মহাবল স্বদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃক্ষি করিতে পারেন। বৎস, উন্নত শ্রেণীতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিযুক্ত করিয়াছ ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাংগত ও সচরিত্র, এবং যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্যের ভার প্রদান কর ? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না ? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তজপুর্যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগোরব করিতেছেন না ? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, (৯) অবিশ্বাসী ভৃত্য,

(৮) মহাভারতে সভাপর্কে মে অধ্যাদ্যে

“কচিন্ন ক্ষতকৈদৈতৈ র্যে চাপ্যপরিশক্তিঃ ।

স্তো বা তব চামাত্যের্ভিদ্যতে মন্ত্রিঃ তথা ॥” ইত্যাদি

ইহা অপেক্ষাকৃত নিষ্কৃষ্টচেতার নীতি ।

(৯) “উপায়কুশলং বৈদ্যং”—মূল রামায়ণে, তত্ত্বাধ্যার, “উপায়কুশলং সামাজ্যপায়চতুরং বৈদ্যং বিদ্যাবিদং রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞং”—রামাকুর্জ। অক্ষত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইহা অতি মূর্খের রাজনীতি এবং অল্লদর্শিতার পরিচয়, এবং সমাজের সতত অশাস্ত্র ও শক্তির ভাবজ্ঞাপক। এইজৰপ পার-

ও ঐশ্বর্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিঙ্কাস্তের অনুসরণ করিয়া থাক ? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান् সৎকুলোন্তব শুদ্ধক ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ ? যাহারা মহাবল পরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুক্তবিশারদ এবং যাহারা লোক-সমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে ত সমাদর কর ? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অম ও বেতন (১০) প্রদান করিয়া থাক ? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না ? অম ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস, প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন ! এবং তাহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণপরিত্যাগেও ত অস্তু ? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান্ অনুকূল প্রত্যুৎপম্পমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দোত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়াছ ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ\* ও স্বপক্ষে পঞ্চ-

স্যের সাহ (যেমন সংবাদ পত্রে দৃষ্ট) একদা সদর্শনের ডিউকের বৈভব দেখিয়া, তাহাকে নির্ভি঱ে রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে, এজন বুটনীয় দুবরাজের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(১০) ইহা অতি বিচক্ষণ নীতি । ইউরোপখণ্ডে অল্প কাল হইল ইহার মর্ম অবগত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে মোগল-বংশ এই নীতির প্রথম প্রচলন করেন। নিয়মবিশেষে ও বেতনবিশেষে সৈন্যগণের বশীভূততার শিথিলতার বহু অনিষ্টের সন্তাবনা, রোমক প্রিটোরিয়ান সৈন্যগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল ।

\* ১। মন্ত্রী, ২। প্রয়োহিত, ৩। যুবরাজ, ৪। সেনাপতি, ৫। দৌৰারিক, ৬। অস্তুপুরাধিকারী, ৭। বঙ্গনাগারাধিকারী, ৮। ধনাধ্যক্ষ, ৯। রাজাজ্ঞানিষেক, ১০। আড়াবিবাকনামক ব্যবহারবিজ্ঞাপক (জজ পণ্ডিত), ১১। ধর্মা-

দশ\*, প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছে। (১১) যে শক্র দূরীকৃত হইয়া পুনর্বার আগমন করিয়াছে, দুর্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক আঙ্গণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্কৰণ নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র থাকিতে, ঐ সকল কূটবোন্দু তর্কবিদ্যাজনিত বৃক্ষি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাগ্বিতণি করিয়া থাকে। বৎস! যথায় বহু-সংখ্য হস্ত্যাখ্য ও রথ আছে, পুরুষার দৃঢ় ও ছুর্ভেদ্য, স্বকর্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্ব পুরুষের বাসভূমি সেই সুপ্রিমিক অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, শ্রী পুরুষ সকলে হষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে স্থানে বিস্তর রহের খনি, সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্ম নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ

সনাধিকারী, ১২। ব্যবহারনির্ণয়িক সভ্য (জুরি), ১৩। বেতনদানাধ্যক্ষ, ১৪। কর্মসূক্ষ্ম বেতনগ্রাহী, ১৫। নগরাধ্যক্ষ, ১৬। আটবিক, ১৭। দণ্ডাধিকারী, ১৮। দুর্গপাল।—হে।

\* পূর্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পূরোহিত ও বুবরাজ এই তিনটি বাদ দিয়া পঞ্চদশ।—হে।

(১১) ইহা শার্ল্যেগানের সামাজিক রাজনীতির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্যমুক্ত।

জনপদ ত এ ক্ষণে উপদ্রব-শূন্য ? কৃষক ও পশুপালকেরা ত  
তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে ? এবং স্ব স্ব কার্য্য রত থাকিয়া  
সুখ স্বচ্ছন্দে ত কাল্যাপন করিতেছে ? ইষ্টসাধন ও  
অনিষ্টনিবারণপূর্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া  
থাক ? (১২) অধিকারে যত লোক আছে ধর্মানুসারে সকলকে  
রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য । বৎস ! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার  
যত্ত্বে সাবধানে আছে ? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক ?  
বিশ্বাস করিয়া উহাদিগের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ  
কর না ? (১৩) তোমার পশু-সংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ ?  
রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসম্মুদ্দায়ের ত তত্ত্বাবধান  
করিয়া থাক ? (১৪) রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর ?  
প্রতিদিন পূর্বাহ্নে গাঠোখান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ  
করিয়া থাক ? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,  
—না এককালেই অস্ত্ররালে রহিয়াছে ? দেখ, অতিদর্শন ও

(১২) অধিমজ্ঞাতির পক্ষে সামাজিক শাসন কঠোর থাকিলেও, রাজস্বারে তাহাদের ক্রিয়া অবস্থা, তাহা এই বাক্যে উপলব্ধি হয়। ইউরোপের সভ্যতার পথপ্রদর্শক রোগকজ্ঞাতির উন্নত অবস্থাও একটি লোকদিগের পক্ষে যেক্ষণে কঠোর নিয়ম ছিল, তাহার সহিত এখানে তুলনা করিয়া দেখা উচিত।  
*Cod. Justin. T. xi til 47 & 49 দ্রষ্টব্য।*

(১৩) তৎকালে স্বীজাতির মানসিক উন্নতি কত দূর, এবং মধুষ্যবর্গের তৎপ্রতি কত দূর আস্থা, এই বাক্য তাহার পরিচায়ক। ঐ বিষয় সম্বন্ধে খণ্ডে “ইলশিদঃ য তদ্ব্যাপীঃ স্ত্রিয়াঃ অশাস্যম্ মনঃ। উতো অহ ক্রতুঃ রয়ম্।”—৮-৩৩-১৭। এতদ্বিষয় স্থগান্তরে সবিজ্ঞারে।

(১৪) বর্তমান গবর্ণমেন্টের খেদ। ডিপার্টমেন্টের অভ্যন্তর।

ଅଦର୍ଶନ ଏହି ଉଭୟର ମଧ୍ୟରୀତିଇ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ । ବୃଦ୍ଧ ! ତୁର୍ଗ ସକଳ ଧନ ଧ୍ରୀଣ ଜମୟନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ବୀରେ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଛେ ? ତୋମାର ଆୟ ତ ଅଧିକ, ବ୍ୟଯ ତ ଅନ୍ଧ ? ଅପାତ୍ରେ ତ ଅର୍ଥ ବିତରଣ କର ନା ? ଦୈବକାର୍ଯ୍ୟ, ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାଗତ ଭାଙ୍ଗଣେର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଯୋଙ୍କା ଓ ମିତ୍ରବର୍ଗେ ତ ତୁମି ଶୁଭହସ୍ତ ଆଛେ ? କୋଣ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଵଭାବ ସାଧୁଲୋକେର ବିରାଜେ ଅଭି-  
ଯୋଗ ଉପାସ୍ଥିତ ହିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିଞ୍ଚ ବିଚାରକେର ନିକଟ ଦୋଷ  
ସଫରାଣ ନା କରିଯା, ତୁମି ତ ଅର୍ଥଲୋଭେ ତାହାକେ ଦେଖିବାନ  
କର ନା ? (୧୫) ଯେ ତକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପରିଗୃହୀତ  
ଏବଂ ବହୁବିଧ ପ୍ରଶ୍ନେ ପୃଷ୍ଠ ହଇଯାଛେ, ଧନଲୋଭେ ତାହାକେ ତ  
ମୋଚନ କରା ହୟ ନା ? ଧନୀ ବା ଦରିଦ୍ର ଯାହାରଇ ହଟକ ନା, ବିବାଦ-  
ଝର୍ପ ସଙ୍କଟେ ତୋମାର ଅମାତ୍ୟେରା ତ ଅପକ୍ଷପାତେ ବ୍ୟବହାର  
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଯା ଥାକେନ ? ଦେଖ, ଯାହାଦେର ଉପର ମିଥ୍ୟ-  
ଭିଯୋଗେର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚାର ନା ହୟ, ସେଇ ସକଳ ନିରୀହ ଲୋକେର  
ନେତ୍ର ହଇଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚବିନ୍ଦୁ ନିପତିତ ହଇଯା ଥାକେ, ତାହା ଏହି  
ଭୋଗାଭିଲାସୀ ରାଜାର ପୁତ୍ର ଓ ପଣ୍ଡ ସକଳ ବିନଷ୍ଟ କରିଯା  
ଫେଲେ । ବୃଦ୍ଧ ! ତୁମି ବାଲକ, ବୃକ୍ଷ, ବୈଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ  
ଲୋକଦିଗକେ ତ ବାକ୍ୟ-ବ୍ୟବହାରେ ଓ ଅର୍ଥେ ବଶୀଭୂତ କରିଯାଇଛୁ ?  
ଶୁରୁ, ବୃକ୍ଷ, ତପସ୍ତୀ, ଦେବତା, ଅତିଥି, ଚିତ୍ୟ ଓ ସିନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗଣକେ

(୧୫) ଏହି ଶୁନିଯମ, ବୃଟନବୀପ ଏକଜନ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅପରକେ  
ଶୂରୀକରଣ ବ୍ୟାତିତ, ଶୁଦ୍ଧ କରିଲେ ପାରେନ ନାହିଁ । ଇଉରୋପ ଭୂଭାଗ, ଅତି ଅନ୍ଧ-  
କାଳ ହିଲ, ଇହାର ମ୍ୟାର ମର୍ମ ଅବସ୍ଥା ହଇଯାଛେ । ହର୍ତ୍ତାଗ୍ୟ ଆସିରାର ଅନେକ  
ହୁଅନେ ଏଥନ୍ତି ନହେ ।

ত নমস্কার কর ! অর্থ দ্বারা ধৰ্ম, ধৰ্ম দ্বারা অর্থ এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না ! তুমি ত যথাকালে ধৰ্ম অর্থ কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক ? (১৬) বিষ্ণুন্মুক্তির পৌর ও জনপদধাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভকাঙ্গণ করেন ! নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলঘৃ, ইন্দ্ৰিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্য-চিন্তা ও অনর্থদৰ্শীদিগের সহিত পরামৰ্শ, নির্ণীত বিষয়ের অনুষ্ঠান, মন্ত্ৰগা-প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারস্ত, এবং সমুদয় শক্তির উদ্দেশে এককালে যুক্ত-ষাটা, তুমি ত এই চতুর্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ ? দশবর্গ\* (১৭), পঞ্চবর্গাং (১৮), চতুর্বর্গ ছঁ, সপ্ত-

(১৬) “পুর্বাহো চাচরেকৰ্ম্মং মধ্যাহেহৰ্থমুপার্জয়েৎ ।

সামাজে চাচরেৎ কামমিত্যোথা বৈদিকী শ্রতিঃ ॥”

দক্ষেক্ত কালব্যবস্থা ।

\* মৃগয়া, দ্যুতজ্ঞীড়া, দিবানিস্তা, পরীবাদ, স্তীপারতস্তা, মদ্য, মৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথাপর্যটন ।—হে ।

(১৭) উক্ত বিষয়ে

“মৃগয়াক্ষো দিবাস্তাপঃ পরীবাদঃ স্তীয়োমদঃ ।

তৌর্যত্বিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ ॥” মনু, ৬ অঃ ।

+ জলহৃৎ, গিরিহৃৎ, বেগহৃৎ, ইরিগহৃৎ, (সর্বশস্যশূন্য প্রদেশ), ধাত্বনহৃৎ (গ্রীষ্মকালে অগম্য) ।—হে ।—এই টীকার সূল নিম্নে প্রকাশ পাইবে ।

(১৮) উক্ত বিষয়ে “পঞ্চবর্গস্ত চৌদকং পার্বতং বার্ক্ষমেরিণং ধাত্বনং তথা । ইতি হৃগং পঞ্চবিধং পঞ্চবর্গ উদাহৃতঃ । ইরিণং সর্বশস্যশূন্যপ্রদেশঃ তৎ-সম্বন্ধিহৃৎমেরিণং তস্যাপি পরৈর্গত্বমশক্যত্বাং । ধাত্বনম্ উক্তকালে হৃগং ত্বতি ।”—গ্রামাহৃজ ।

ঃ সাম, দান, জ্ঞেন ও দণ্ড ।—হে ।

বর্গ\*, অষ্টবর্গণ (১৯), ও ত্রিবর্গের(২০) ফলাফল ত জানিয়াছ ? ত্রয়ী(২১), বার্তা(২২) ও দণ্ডনীতি এই তিনি বিদ্যা ত তোমার অভ্যন্ত আছে ? ইন্দ্রিয়জয়, ষাঢ়গুণঘং (২৩), দৈব ও মানুষ ব্যসন(২৪), রাজকৃত্যং, বিংশতিবর্গণ, প্রকৃতিবর্গ ||,

---

\* স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহাদ্ ।—হে ।

+ কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবক্ষন, খনি, আকর, করাদান ও শূন্য-নিবেশন ।—হে ।

(১৯) অথবা

“পৈশুন্যং সাহনং দ্রোহগীর্ষাসুযার্থদূষণম् ।

বাদ্যশুয়োশ্চ পাকয়ং ক্রোধজোহপি গণেহষ্টকঃ ॥”

কামনকী ।

(২০) ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ।

(২১) প্রক্, যজুঃ, সামঃ এই বেদত্রয় ।

(২২) কৃষ্যাদি ।

‡ সঙ্কি, বিগঙ্গ প্রভৃতি ছয় গুণ ।—হে ।

(২৩) “সন্দৰ্ভাবিগ্রহো গানমাসনং দ্বৈধনা শ্রয়ঃ ।—রামাহৃজ ।

অথবা “ষড়গুণঃ বঙ্গ প্রগল্ভো মেধাবী সুতিমান্নবিৎ কবিঃ ।”—নীলকঠ ।

(২৪) হতাশনো জলং ব্যাধি-র্ভির্ক্ষেপকস্তথেত্যেতদেব বম্ভ । মালুষস্তু আযুক্তকে ভ্যক্ষেপেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাং । পৃথিবীপতিলোভাচ্চ ব্যসনং মালুষস্তিদমিতি ।”—রামাহৃজ ।

ঝ অলক্ষবেতন লুককে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ত্রুক্ষকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শক্র হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য ।—হে ।

ণ বালক, বৃক্ষ, দীর্ঘরোগী, জাতিবহিস্থত, ভীর, ভয়জনক, লুক, লুক-জনিত বিরক্ত-প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাসক্তি, বহমন্তী, দেবত্রাঙ্গণনিন্দক, দৈবো-পক্ষ, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী, অদেশস্ত, বহশঞ্জ, মৃতপ্রায় ও অসত্যধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সঙ্কি করিবে না ।—হে ।

॥ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ ও দণ্ড ।—হে ।

ମଣ୍ଡଳ\* (୨୫), ଯାତ୍ରା (୨୬), ଦେଶବିଧାନ, ଦ୍ଵିଷୋନୀ, ସଙ୍କି ଓ ବିଗ୍ରହ ଏ ସମୁଦୟେର ପ୍ରତି ତୋମାର ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛେ? ବେଦୋତ୍ତ କର୍ଶେର ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିତେଛ? କ୍ରିୟାକଳାପେର ଫଳ ତ ଉପଲକ୍ଷ ହିତେଛ? ଭାର୍ଯ୍ୟା ସକଳ ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ନହେ? ଶାନ୍ତି-ଜ୍ଞାନ ତ ନିଷ୍ଫଳ ହୟ ନାହି? ଆମି ଯେକୁପ କହିଲାମ, ତୁମି ତ ଏହି-ପ୍ରକାର ବୁନ୍ଦିର ଅନୁମାରେ ଚଲିତେଛ? ଇହା ଆୟୁକ୍ତର, ସଂକ୍ଷର, ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ କାମେର ପରିବର୍ଦ୍ଧକ |—ହେ ।

ପ୍ରଚଲିତ ହଟକ ବା ଅପ୍ରଚଲିତ ବଲିଆ ଧରିଆ ଲାଗ୍ଯା ଯାଉକ, ସମାଜେର ମଧ୍ୟେ ରାଜନୀତିର ଗତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଆବାର ରାଜ୍ୟ

\* ଦ୍ୱାଦଶ ରାଜମଣ୍ଡଳ |—ହେ ।

#### (୨୫) ଉତ୍କ୍ରତ୍ତବିଧି ବିସ୍ତରେ

“ଅମାତ୍ୟରାତ୍ରିର୍ଗାଣି କୋଷୋଦାନ୍ତ ପଞ୍ଚମ: ।  
ଏତା: ପ୍ରକୃତତମ୍ଭଜ୍ଜିତ୍-ବିଜିଗୀଷୋରନ୍ଦାନ୍ତା: ॥  
ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତିଭି-ର୍ମହୋଂସାହ: କୃତଶ୍ରମ: ।  
ଜେତୁମେଷଶୀଳଶ ବିଜିଗୀଷୁରିତି ଶୃତଃ: ॥  
ଅରିମିତ୍ରମରେରିତ୍ରଂ ମିତ୍ରମିତ୍ରମତ: ପରମ୍ ।  
ଅଥାରିଗିତ୍ରମିତ୍ରଙ୍କ ବିଜିଗୀଷୋ: ପୁରଙ୍ଗାତା: ॥  
ପାଞ୍ଚିଗ୍ରାହତତ: ପଶ୍ଚାଦାକ୍ରନ୍ତଦନ୍ତରମ୍ ।  
ଆସାରାବନ୍ୟୋତେବ ବିଜିଗୀଷୋନ୍ତ ପୃତଃ: ॥  
ଅବେଚ ବିଜିଗୀଷୋଚ ମଧ୍ୟମୋତ୍ତମ୍ଯନ୍ତରଃ ।  
ଅମୁଗ୍ରହେ ସଂହତ୍ୟୋର୍ବ୍ୟାନ୍ତ୍ୟୋନିଗ୍ରହେ ପ୍ରଭୁ: ॥  
ମଣ୍ଡଳାହିରେତେଷାମୁଦ୍ମାନୀନୋ ବଳାଧିକଃ ।  
ଅମୁଗ୍ରହେ ସଂହତାନାଂ ବ୍ୟାନାଙ୍କ ବଧେ ପ୍ରଭୁ: ॥”

ଇତି କାମନ୍ଦକୀୟେ ଉତ୍କ୍ର ନୀଳକଟ୍ଟୋନ୍ତ ।

#### (୨୬) “ଯାତ୍ରା ଶାନଂ ତତ୍ତ ପଞ୍ଚବିଧି

“ବିଗ୍ରହ ସନ୍ଧାୟ ତଥା ଦୟାଯାଥ ପ୍ରସନ୍ନତଃ: ।  
ଉପେକ୍ଷ୍ୟ ଚେତି ନିପୁଣୈ-ର୍ଧାନଂ ପଞ୍ଚବିଧି ଶୃତମ୍ ॥” ରାମାନୁଜ ।

ସଙ୍କି ଓ ବିଗ୍ରହଦିର ମଧ୍ୟେ ଦୈତ୍ୟଭାବ ଓ ଆଶ୍ରମ ସଙ୍କିଗୋନିକ ଏବଂ ଯାନ ଓ ଆସନ ବିଗ୍ରହମୋତ୍ତମିକ ।—ହେ ।

ଅରାଜକ ହଇଲେ କିଳପ ଦୁରବସ୍ଥା ହଇତ ତାହା ଦେଖା ଯାଉକ ।  
ରାଜୀ ଦଶରଥେର, ମୃତ୍ୟୁତେ ରାଜ୍ୟ ଅରାଜକ ହେଁଯାଇ ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ  
ରାଜ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କା କରିଯା ବଶିଷ୍ଠର ନିକଟ ବଲିତେଛେ ।

“ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ବୀଜମୁଣ୍ଡିଃ ପ୍ରକିର୍ଯ୍ୟତେ ।  
ନାରାଜକେ ପିତ୍ତୁଃ ପୁତ୍ରୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ବର୍ତ୍ତତେ ସଶେ ॥  
ଅରାଜକେ ଧନଂ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟାପ୍ୟରାଜକେ ।  
ଇନ୍ଦ୍ରଭ୍ୟାହିତଂ ଚାହ୍ୟଂ ହୃତଂ ସତ୍ୟମରାଜକେ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ କାରାସ୍ତି ସତ୍ତାଃ ନରାଃ ।  
ଉଦ୍ୟାନାନି ଚ ରମ୍ୟାନି ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରଗ୍ରହାନି ଚ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଯଜ୍ଞଶୀଳା ଦ୍ଵିଜାତମଃ ।  
ସତ୍ରାଗ୍ୟଥାସତେ ଦାସ୍ତା ବ୍ରାକ୍ଷଣାଃ ସଂଶିତତ୍ରତାଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ମହୀୟଜ୍ଞେସୁ ଯଜନଃ ।  
ବ୍ରାକ୍ଷଣା ବଚୁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଶ୍ଵଜନ୍ତ୍ୟାପ୍ରଦକ୍ଷିଣାଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ପ୍ରହର୍ଷିନ୍ତନର୍ତ୍ତକାଃ ।  
ଉତ୍ସବାଚ୍ଚ ସମାଜାଶ୍ଚ ବର୍ଧନେ ରାତ୍ରିବର୍ଦ୍ଧନାଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ସିନ୍ଧାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାରିଣଃ ।  
କଥାଭିରଭିରଭ୍ୟାସ୍ତେ କଥାଶୀଳାଃ କଥାପ୍ରିୟେଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ତୃଦ୍ୟାନାନି ସମାଗତାଃ ।  
ସାମାଜେ କ୍ରୀଡ଼ିତ୍ୱଂ ଯାସ୍ତି କୁମାର୍ଯ୍ୟୋ ହେମଭୂଷିତାଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଧନବସ୍ତଃ ସ୍ଵରକ୍ଷିତାଃ ।  
ଶେରତେ ବିବୃତିରାଃ କ୍ଲଷିଗୋରଙ୍ଗଜୀବିନଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ବାହନେଃ ଶୀଘ୍ରବାହିତିଃ ।  
ନରା ନିର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ୍ୟରଗ୍ୟାନି ନାରୀତିଃ ସହ କାମିନଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ବନ୍ଧୁଷ୍ଟା ବିଷାଣିନଃ ।  
ଅଟନ୍ତି ରାଜମାର୍ଗେସୁ କୁଞ୍ଚରା ବଟିହାୟନାଃ ॥  
ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଶରାନ୍ ସନ୍ତତମନ୍ତତାମ୍ ।  
ଶୈଥିତେ ତଳନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟମୁପାସନେ ॥

ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ବଣିଜୋ ଦୂରଗାମିନଃ ।  
 ଗଛସ୍ତି କ୍ଷେମମଧ୍ୱାନଂ ବହୁପଣ୍ୟସମାଚିତାଃ ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଚରତ୍ୟେକଚରୋ ବଶୀ ।  
 ତାବୟମାତ୍ରାନାଆନଂ ଯତ୍ତନାୟାଂ ଘରୋ ମୁନିଃ ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଯୋଗକ୍ଷେମଃ ପ୍ରସରିତେ ।  
 ନ ଚାପ୍ୟରାଜକେ ସେନା ଶତ୍ରୁନ୍ ନିଷିଦ୍ଧତେ ଯୁଧି ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ହର୍ଷିଃ ପରମବାଜିତିଃ ।  
 ନରାଃ ସଂସାରୀ ସହସା ରାତ୍ରେଶ୍ଚ ପ୍ରତିମଣ୍ଡିତାଃ ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ନରାଃ ଶାନ୍ତବିଶାରଦାଃ ।  
 ସଂବଦସ୍ତୋପତିଷ୍ଠିତେ ବନେଷୁ ପବନେଷୁ ବା ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଶାଲ୍ୟମୋଦକଦକ୍ଷିଣାଃ ।  
 ଦେବତାଭ୍ୟର୍ଚନାର୍ଥୀ କଳସେ ନିୟାତୈର୍ଜନୈଃ ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ଚନ୍ଦନାଗୁରଙ୍ଗବିତାଃ ।  
 ରାଜପୂତ୍ରା ବିରାଜିତେ ବସନ୍ତ ଇବ ଶାଖିନଃ ॥  
 ସଥାହୁଦକା ନଦ୍ୟୋ ସଥା ବାପ୍ୟତୃଣଂ ବନମ୍ ।  
 ଅଗୋପାଳା ସଥା ଗାବନ୍ତଥା ରାତ୍ରିମରାଜକମ୍ ॥  
 ଧର୍ଜେରଥସ୍ତ ପ୍ରଜାନଂ ଧୂମୋଜାନଂ ବିଭାବଦୋଃ ।  
 ତେଥାଂ ଯୋ ନୋ ଧର୍ଜୋ ରାଜା ସ ଦେବତାମିତୋ ଗତଃ ॥  
 ନାରାଜକେ ଜନପଦେ ସ୍ଵକଂ ଭବତି କମ୍ୟଚି ।  
 ମୃଦ୍ୟା ଇବ ଜନା ନିତ୍ୟଃ ଭକ୍ଷୟନ୍ତି ପରମ୍ପରମ୍ ॥  
 ଯେ ହି ସଂଭିଷ୍ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାନ୍ତିକାଶିଷ୍ମର୍ଯ୍ୟାଃ ।  
 ତେହପି ଭାବାର କଳସେ ରାଜନାଗନିପୀଡ଼ିତାଃ ॥  
 ସଥା ଦୃଷ୍ଟିଃ ଶରୀରମ୍ ନିତ୍ୟମେବ ପ୍ରସରିତେ ।  
 ତୁଥା ନରେଜୋ ରାତ୍ରିସ୍ୟ ପ୍ରଭବଃ ସତ୍ୟଧର୍ମରୋଃ ॥”

୨ କାଣ୍ଡ, ୬୭ ମର୍ଗ ।

ଅରାଜକ ରାଜ୍ୟ “ବୀଜ ବପନ ହୟ ନା, ପୁତ୍ର ପିତା ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା  
 ଭର୍ତ୍ତାର ଅବାଧ୍ୟ ହଇୟା ଉଠେ ଏବଂ ଧନ ଓ ଦ୍ଵୀ ରଙ୍ଗା କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ

କଟିନ ହ୍ୟ । ଅରାଜକ ହଇଲେ ଲୋକେର ଏହି ସକଳ ଅନିଷ୍ଟ ତ ହଇଯାଇ ଥାକେ, ~ ଏତନ୍ତିମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପକାର ସେ ସଟିବେକ, ତାହାର ଆର ଅସଂଗ୍ରହିତ କି ? ଦେଖୁନ ଅରାଜକ ରାଜ୍ୟ ସଭା- ଶାପନେ ଏବଂ ସୁରମ୍ୟ ଉଦୟାନ ଓ ପୁଣ୍ୟଗୃହ ନିର୍ମାଣେ କାହାରି ପ୍ରସ୍ତରି ଜମ୍ମେ ନା ; ସଞ୍ଜଶୀଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଗେରା ସଞ୍ଜାନୁଷ୍ଠାନେ ବିରତ ହନ ; ଧନବାନ୍ ଯାତ୍ରିକ ଧାତ୍ରିକ ଦିଗକେ ଅର୍ଥଦାନ କରେନ ନା ; ଉଦ୍‌ସବ ବିଲୁପ୍ତ, ଓ ନଟ ନର୍ତ୍ତକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବଂ ଦେଶେର ଉତ୍ସତିସାଧକ ସମାଜେର ଶ୍ରୀବ୍ରଦ୍ଧିତ ରହିତ ହଇଯା ଯାଯ । ଅରା- ଜକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାରାର୍ଥୀରା ଅର୍ଥସିଦ୍ଧି ବିଷୟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହ୍ୟେନ ; ପୌରାଣିକେରା ଶ୍ରୋତାର ଅଭାବେ ପୁରାଣ-କୌର୍ତ୍ତମେ ବୀତ- ରାଗ ହଇଯା ଥାକେନ, କୁମାରୀ ସକଳ ସାଯାହେ ମିଲିତ ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଅଲଙ୍କାରେ ଭୂଷିତ ହଇଯା ଉଦୟାନେ ଜୀଡ଼ା କରିତେ ଯାଯ ନା ; ଗୋପାଲକ କୃଷକେରା କବାଟ ଉଦୟାଟିନ ପୂର୍ବକ ଶୟନ କରେ ନା ; ଏବଂ ବିଲାସୀରାଓ କାମିନୀଗଣେର ସହିତ ବେଗବାନ୍ ବାହନେ ଆରୋହଣପୂର୍ବକ ବନବିହାରେ ନିର୍ଗତ ହ୍ୟ ନା । ଅରାଜକ ରାଜ୍ୟ ଦୂରଗାୟୀ ବଣିକେରା ବିପୁଲ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଈଯା ଦୂରପଥେ ଯାଇତେ ଭୀତ ଓ ସନ୍ତୁଚ୍ଛିତ ହ୍ୟ ; ଅନ୍ତର୍ଶିକ୍ଷାୟ ନିୟୁକ୍ତ ବୀରପୁରୁଷଦିଗେର ତଳଶବ୍ଦ ଆର କେହ ଶୁଣିତେ ପାଯ ନା ; ଅଲକଳାଭ ଓ ଲକ୍ଷ- ରକ୍ଷା ଦୁଷ୍କର ହଇଯା ଉଠେ ; ରଣଶ୍ଳେଷ ଶତ୍ରୁର ବିକ୍ରମ ସୈନ୍ୟଗଣେର ଏକାନ୍ତ ଦୁଃଖ ହ୍ୟ ; ବିଶାଲରଦନ ସର୍ପି ବୃଦ୍ଧରେର ମାତଙ୍ଗ ସକଳ କଣେ ସର୍ପାବନ୍ଧନପୂର୍ବକ ରାଜପଥେ ଅମଣ କରେ ନା ; କେହ ଉଦ୍- କୃଷ୍ଟ ଅଶେ ବା ସୁମଜ୍ଜିତ ରଥେ ଆରୋହଣପୂର୍ବକ ସହସା ବହି- ଗତ ହଇତେ ସାହସୀ ହ୍ୟ ନା ; ଶାନ୍ତର୍ଜ ସୁଧୀଗଣ ବନ ବା ଉପବନେ ଗିଯା ଶାନ୍ତି-ବିଚାର କରିତେ ବିରତ ହ୍ୟେନ, ଏବଂ ଧର୍ମଶୀଳ

ଲୋକେରାଓ ଦେବପୁଜାର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଦକ୍ଷିଣାଦାନ ଓ ଘାଲାମୋଦକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକାରିତା କରିବାର ପରିମାଣରେ ହିଂସା ଥାକେନ । ଅରାଜକ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁମାରେରା ଚନ୍ଦନ ଓ ଅଞ୍ଚଳରାଗେ ରଙ୍ଗିତ ହିଂସା ବସନ୍ତ-କାଲୀନ ବୁକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହନ ନା ; ସ୍ଥାରୀ ଏକାକୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରେନ ଏବଂ ସଥାଯ ସାଯଂକାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ ମେଇ ହ୍ରମେ ବିଶ୍ରାମ କରିଯା ଥାକେନ, ମେଇ ସମନ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁନିଓ ବ୍ରଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ସମାଧାନପୂର୍ବକ ଭ୍ରମଣ କରିତେ ପାରେନ ନା ; ଅଧିକ ଆରକ୍ଷି, ଯେମନ ଜଳଶୂନ୍ୟ ନଦୀ, ତୃଣଶୂନ୍ୟ ବନ, ଏବଂ ପାଲକ-ଛୀନ ଗୋ, ଅରାଜକ ରାଜ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ଵପତ୍ର । ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରା ନିତାନ୍ତରେ ଦୁଷ୍କର ହୟ, ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାଯ ମନୁଷ୍ୟେର ମନ୍ୟର ପ୍ରତିନିଯିତ ପରମ୍ପରକେ ଭକ୍ଷଣ କରିଯା ଥାକେ । ଯେ ସମନ୍ତ ନାସ୍ତିକ ଧର୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଜ୍ଜନ କରିଯା ରାଜଦଣେ ଦଗ୍ଧିତ ହିଂସାଛିଲ, ତାହାରାଓ ଏହି ସମୟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଚକ୍ର ଯେମନ ଶରୀରେର ହିତସାଧନ ଓ ଅହିତ-ନିବାରଣେ ନିୟୁକ୍ତ ଆଛେ, ପ୍ରଜାଦିଗେର ପକ୍ଷେ ରାଜାଓ ତତ୍ତ୍ଵପତ୍ର ।”—ହେ ।

ଭରତେର ପ୍ରତି ରାମେର ପ୍ରଶ୍ନାଛଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିଂସାଛି, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟିକ ରାଜଧର୍ମ କତଦୂର ଅନ୍ତର୍ଭାବ-ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ-ସମ୍ପର୍କ ଓ ବହୁଭୂତରବିଶିଷ୍ଟ ଇହା ପ୍ରତିପନ୍ନ ହିଂସାବେ । ଏହା ନୀତିମୁହଁରେ କୋନ କୋନ ଅଂଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ, ଉହା ସର୍ବକାଳେ ସର୍ବଦେଶେ ନୃପତିଗଣେର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ହିଂସା ଯୋଗ୍ୟ । ଏତଦୂର ଉତ୍ସକର୍ଷ ସତ୍ରେଓ ଆଲୋଚକେର କ୍ଷେତ୍ର ନିବାରଣ ହୟ ନା, ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପରିତ୍ୱର୍ଷ ହୟ ନା ; କେନ ? ପ୍ରଜାଦିଗେର ଅନ୍ତର୍ଭାବ-ରେର ଗୁହ୍ୟତମ ପ୍ରଦେଶେ ଇହାର ମୂଳ ରୋପିତ ହୟ ନାହିଁ । ପୂର୍ବୋତ୍ତମ ରାଜନ୍ୟମ ସମୁଦ୍ରର ଯତ୍ନେ କେମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଲିଯା ବୌଧ ହିଂସା ନା,

ପରକ୍ଷଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅରାଜକତାର ସ୍ଵଭାବେ ଏବଂ ତିମି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନେ ଅନୁମିତ ହିତେହେ ଯେ, ଯିନି ସଖନ ରାଜା ଧାକି-ତେବ, ଉକ୍ତ ନିୟମଗୁଲିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟେ ତାହାରଇ ପ୍ରକୃତିର ଉପର ଅନେକ ନିର୍ଭର କରିତ । ଏକେର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ବଲିଯାଇ ଅରାଜକତାଯ ଏତ ଦୁର୍ଦିଶାର ସମ୍ଭବ ; ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ଏ ଉଭୟେର ଉପର ସମାନରୂପେ ନିର୍ଭର କରିଲେ ଉହାର ଅର୍ଦ୍ଦେକାନ୍ତ ହିତେ ପାରେ ନା ; ଅଥବା ଯଦି ପ୍ରଜାର ଉପର ଅଧିକ ନିର୍ଭର ଥାକେ, ତବେ ରାଜା ମରିଲେନ କି ବାଁଚିଲେନ ତାହା ଲୋକେ ଜାନିତେଓ ପାରେ ନା, ଅଥବା ଜାନିତେ ଚାଯାନ୍ତ ନା । ଫଳତଃ ସେଇ କାଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାବର୍ଗେର ହତ୍ତ କତଦୂର ଛିଲ, ତାହା ନିରୂପଣାର୍ଥେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ପାଇତେ ହୟ ନା ।

ରାଜା ଯଦି ଐ ସକଳ ସୁନିୟମେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିତେନ, ତବେ ଇହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ନହେ ଯେ, ତିନି ପ୍ରକୃତିବର୍ଗେର ନିକଟ ବାଧ୍ୟତା-ବଶତଃ ଓରପ କରିତେନ । ପ୍ରକୃତିବର୍ଗାଙ୍କ କେମନ କରିଯା ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜନ୍ୟ ରାଜାକେ ବାଧ୍ୟ କରିତେ ହୟ ତାହା ଜାନିତେନ ନା । ରାଜା ଯଦି ସୃଦ୍ଧ ହିତେନ, ତବେ ତିନି ଦେବପ୍ରେରିତ ବା ଦେବାବତାର ଏଇ ସଂକାର ଲୋକଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ କରିଯା ପୂଜନୀୟ ହିତେନ । ଅସୃଦ୍ଧ ହିଲେ ଲୋକେ ଅଦୃଷ୍ଟେର ଦୋଷ ଦିଯା କ୍ଷାନ୍ତ ଧାକିତ । ଆରା ଅସୃଦ୍ଧ ହିଲେ, ନୈରାଶ୍ୟମସ୍ତୁତ କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଭତା ଏବଂ କ୍ରୋଧବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଯା ତାହାକେ ରାଜ୍ୟଚୁଯ୍ୟତ କରିତ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଯାଇ କ୍ଷାନ୍ତ । ଚକିତେର ନ୍ୟାୟ ପରକ୍ଷଣେଇ ପୂର୍ବ-କଥା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱତ ହିଯା, ଆବାର ପୂର୍ବମତ ଧୌରଭାବ ଧାରଣ କରିଯା ଅଦୃଷ୍ଟ-ସାଗରେ ଆଞ୍ଚଲିକର୍ମପରିଗ ପୂର୍ବକ ନିରସ୍ତ ହିତ । ସୁତରାଂ ତାହାଦେର ସଖନ କୋନ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକରି

ହଇତେ ପାରେ ନାହିଁ, ତଥନ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଯେ ନିରବଚ୍ଛିପ୍ତ ଭାବେ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାରେ ଆଚରିତ ହଇତ ନାହିଁ ତାହା ଅନୁମାନ-ସିଦ୍ଧ ।

ଏକାଧିପତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ରାଜୀର ଦୌରାନ୍ୟ ଅପରିସୀମ । ଏକମ ରାଜୀ ଆଶାନୁରୂପ ସଂ ହଇଲେଓ ଦୌରାନ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ନିବାରିତ ହୟ ନା । ସେହେତୁ ମେ ସମୟେ ଯାହା କିଛୁ ହଇଯା ଥାକେ, ମକଳି ଏକଟୀମାତ୍ର-ଚିତ୍ତପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନ୍ତ୍ରିଗଣ ଏମନ ରାଜୀର ନିକଟ ପ୍ରାୟଇ କ୍ରୀତଦାସ-ସ୍ଵରୂପ, ସୁତରାଂ ତାହାଦେର ମହାଯତା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟେ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ । ମନୁଷ୍ୟ-ଚିତ୍ତ ଭାନ୍ତିନଙ୍କୁ, ଭିମ ଭିମ ଚିତ୍ତ ଭିମ ରୂପ ଗୁଣ ଏବଂ ହୀନତାର ଆଧାର, ଯେ ଚିନ୍ତନ ଗୁଣଭାଗେର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଇ ଚିତ୍ତଇ ମହେ । ଏକମ ବଞ୍ଚିତେର ଏକତ୍ର ସମାବେଶେ ଭିମ ଭିମ ଗୁଣେର ସଂଘୋଜନେ ଭାବାଧିକ୍ୟ ହୋଇଯାଇ, ହୀନତା ଓ ଭାନ୍ତି ହୁମତେଜା ହଇଯା ଥାକେ । ସୁତରାଂ ଏକଚିତ୍ତେର କାର୍ଯ୍ୟ ସତଦୂର ଭାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ବଞ୍ଚିତେର ସଂଘୋଗେ ତାହା ହୟ ନା ; ହଇଲେଓ ଉତ୍କଳଟାର ବୈଷମ୍ୟ ଅପରୁକ୍ତତା ଲୁକାଯିତ ହଇଯା ଯାଇ । ଏକାଧିପତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏକଚିତ୍ତେର କାର୍ଯ୍ୟ, ହୟ ରାଜୀର, ନତୁବା ତିନି ଅକର୍ଷଣ୍ୟ ହଇଲେ, ଅମାତ୍ୟ-ପ୍ରଧାନେର ଫଳପ୍ରଦବିତାଯ ଉଭୟଇ ଏକ । ଏକମ ରାଜ୍ୟ ସଂ-ରାଜୀ ସମଭିପ୍ରାୟଯୁକ୍ତ ହଇଲେଓ ଭାନ୍ତିବଶତଃ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରାର ଦୋଷେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵପ ଅପରା-ପର କାରଣେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯା ଥାକେନ ।

ଯାହା ହଟକ, ସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ନା ହଇଲେ, ପ୍ରଜାଗମ ଚକ୍ରକର୍ଣ୍ଣବିଶିଷ୍ଟ ହଇଯା ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟ ହତକ୍ଷେପ କରିତେ ସମ୍ରଥ ହୟ ନା । ଏହି ସମୟେ ଏକାଧିପତ୍ୟୁକ୍ତ ରାଜୀର ପ୍ରୟୋଜନ ।

আভ্যন্তরিক অত্যাচার থাকিলেও তিনি প্রজাগণকে বহিৎ-শক্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যাচারে উভেজিত হইলে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, প্রজাগণ এই সময়ে উৎসাহযুক্ত হইয়া পরম্পর সংমিলনে আঘোষিত করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত ভাব দাঢ়াইয়াছে। এখানে প্রজাদের মধ্যে আত্মবিরোধ, ইহার এক পক্ষ আক্ষণ্যগণ, অপর পক্ষ সাধারণ জনবর্গ। সাধারণ জনবর্গের প্রতি দ্বিবিধ অত্যাচার, প্রথমতঃ রাজার, বিতীয়তঃ আক্ষণ্যের। এতদ্রুত কারণে তাহাদিগের চক্ষু উন্মালিত হইবার অবসর হয় নাই। আক্ষণ্যেরা যদিও কিছু পূর্বে আত্মদোযোগ্যাবিত কলহে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অপীড়িত সাধারণবর্গের সম্মিলন এবং সাহায্য অভাবে তাহাদের সে জয়লাভ দেশীয় মঙ্গলে ফলবান् না হইয়া মিথ্যাদৃষ্টিবৎ জাতীয় উচ্চতার পরিবর্দ্ধক হইয়াছিল; এনিমিত্ত তাহাদের শ্রেণী পূজ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন আক্ষণ্য একাকী হইলে, ক্ষত্রিয় রাজারা তাহাকে যে কলে চালাইতেন, প্রায় সেই কলে চলিতেন। পুনশ্চ আক্ষণ্যেরা জাতীয় উচ্চতায় পরিতৃপ্ত এবং সাংসারিক বিষয়ে অল্লই মায়াযুক্ত ছিলেন। এই সকল কারণে রাজার যথেচ্ছাচার নিবারণের উপায়, ও রাজাচার চিরবন্ধনযুক্ত এবং স্বফলপ্রসূতকরণ-প্রণালীর অভাব দৃষ্ট হয়। যদিও কখন কোথা তাহার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা নামমাত্র অথবা ক্ষণফলপ্রদায়ী ব্যতীত অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিল না। আবার একপ সমাজের উপর যাহার আধিপত্য, তাহার এবং তাহার রাজ্যের পরি-

গাম কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। উহা কিরূপ অঙ্কুরিত, পুল্পিত, ও ফলিত হইয়াছে, তাহা বর্তমান সময়ের সহিত সম্মত স্থাপন করিয়া পূর্বাপর আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে।

### ৩। রাজন্যবর্গ।

দেশাধিপতিগণ দেববৎশজ, দেবাবতার বা দেবদত্তক্ষমতা-যুক্ত এবং তাঁহারাই নিয়ন্ত্রা ও তাঁহাদের বাক্যই নিয়ম, এই বিশ্বাস ও বিষয় সম্বন্ধে খৃষ্টীয় শকের মধ্যমকালীয় ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে, দেখা যাইবে যে পূর্বা-পর উহা প্রজাসাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এবং রাজারা উহা লোকসন্দয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপীয় আধুনিক ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে, জর্মনির জঙ্গলে কতকগুলি বর্বর জাতি বাস করিতেছে। তাহারা অস্থির, দৃঢ়কায়, সতত দ্বন্দ্বপ্রিয় এবং দস্ত্যবৃত্তি-লালসায় একজনের আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যাহার আনুগত হইতেছে, তিনি প্রথমতঃ আধিপত্য হেতু, দ্বিতীয়তঃ উভিন (বুধ) বা তৌক্ষে ইত্যাদি দেববৎশ-জাতত্ব হেতু, তাহাদিগের নিকট যথাসম্ভব ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিতেছেন। অতএব জর্মনির জঙ্গলেই রাজদেবতাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু অতি সম্ভুচিত ভাবে। পরে ইহারা যখন দস্ত্যবৃত্তির অনুসরণক্রমে ধ্বংস-প্রায় রোমক ভূমে অবতীর্ণ হইল এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ-পূর্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তখন খৃষ্টীয় ধর্ম-

এছের মর্মানুসারে রাজাৱা আপন আপন ক্ষমতায় দেবহৃত্বাৰ সংযোজিত, কৱিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই ব্যস্ততাৰ সূত্রপাত মিরোবিঞ্চীয় রাজাদিগেৱ আমল হইতে হয়। কিন্তু অপৰিচিত ভূভাগে, অপৰিচিত ধৰ্মে পৱিত্রত সহচৱ বৰ্বৱেৱো সে মধ্যে প্ৰবেশ কৱিতে অক্ষমতাবশতঃ, এবং শুভিন প্ৰভৃতি পূৰ্ব পূৰ্ব দেবশ্ৰেণীতে ভক্তিচুত হওয়ায়, এখন রাজাকে কেবল দস্যুবৃত্তিৰ অধিনায়ক স্বৰূপ দেখিতে লাগিল। স্বতৰাং মিরোবিঞ্চীয়দিগেৱ চেষ্টা ফলবতী হইতে পায় নাই। কাৰ্লবিঞ্চীয় রাজাদিগেৱ সময়েও এই চেষ্টা আৱস্ত হয়, কিন্তু নৃতন আকাৱে। এ বৎশেও পেপিন, হষ্টেল এবং চাৰ্লস মাটেল পৰ্যাস্ত, প্ৰজাগণেৱ বিশ্বাসে রাজা কেবল বলাধিনায়কমাত্ৰ ছিলেন। তৎপৱে পেপিন ঐ দেবহৃত্বাত্তেৰ জন্য কত চেষ্টা কৱিয়াছিল, এবং শাৰ্লেমান কতদূৰ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ইউৱোপেৱ মধ্যম-কালীয় ইতিহাসে অল্পজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিগত জ্ঞাত আছেন বোধ হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীৰ শেষ ভাগে এই ক্ষণ প্ৰতিষ্ঠিত দেবহৃত্বাবেৰ উপৱ ভক্তিৰ অনেক হ্ৰাস হওয়াতে, রাজতন্ত্ৰ ছন্ন ছাড়া হইয়া যায় এবং তদ্বিনিময়ে ফিউডাল প্ৰথা পুষ্ট হইতে আৱস্ত হয়। এই ফিউডাল প্ৰথা ইউৱোপেৱ ভাবি উন্নতিৰ পথদৰ্শকস্বৰূপ।

রাজাৰ দেবহৃত্বাবে বিশ্বাস প্ৰজাদিগেৱ অত্যাচাৰ সহিষ্ণুতাৰ এবং হেয় প্ৰকৃতি প্ৰাপ্ত হওয়াৰ এক প্ৰধানতম কাৰণ। এতদ্বিময়ে সৰ্বাপেক্ষা রুসিয়া রাজ্যেৱ ইতিহাস ভয়ঙ্কৰ প্ৰমাণ। রুসিয়া সাম্রাজ্যেৱ অধীশ্বৰ ভৌষণ ইত্যভি-

ধেয় চতুর্থ আইবান (*Ivan iv. The Terrible*) যাহার কুরকশ্ব  
সহিত তুলনা করিলে রোমরাজ্যের নৌবোকে দেবাবতার  
বলিয়া বোধ হয়, সিরাজুদ্দোলা যাহার তুলনায় রামরাজা,  
সেই আইবান প্রজাদিগের সমক্ষে বলিত যে, “ঈশ্বর যেমন  
আমার নিকট, আমি তোমাদিগের নিকট তেমনি ঈশ্বর,  
আমি রুসিয়ার অধীশ্বর এবং পরমেশ্বর ।” এই কুরকশ্বার  
কুরকশ্ব রুসিয়াবাসীরা এমনিই সহিষ্ণুতা ও ভক্তিপূর্বক  
সহ করিত, যে এক সময়ে আইবান প্রজাদিগের নিকট হইতে  
শক্রতা কল্পনা করিয়া মিথ্যাভয়ে আলেকজন্দ্রোস্কি নামক  
দুর্গে আশ্রয় লইয়া, যথায় বহুশক্র প্রাচুর্ভাব তথায় রাজ্য-  
করা অনুচিত, এতন্ত্ব প্রকাশ করিলে, প্রজাগণ আন্তরিক  
ক্ষুণ্ডতাসহকারে বলিয়াছিল যে “এখন আমাদিগকে আর কে  
রুক্ষা করিবে, আমাদের সত্রাটই আমাদের ধন প্রাণের অঙ্গ-  
তীয় অধিকারী, তিনি যথাবাস্তিত আমাদিগকে শাস্তি দিতে  
পারেন ; কিন্তু তিনি যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন  
ইহা কিরূপে হইতে পারে, যেহেতু তিনিই আমাদের একমাত্র  
অধিপতি, আইবানই আমাদের অধীশ্বর, ধর্মের পরিরক্ষক,  
ঈশ্বর তাহাকে তদ্বপ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ; স্বতরাং  
তাহার ইচ্ছার কে বিরোধী এবং কেই বা শক্ত ।” অনন্তর  
হতভাগ্যেরা পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাদের ঈশ্বরকে ফিরাইয়া  
আনিল, ঈশ্বর ফিরে আসিয়াই হত্যা, অধিকারচ্যুতি, নির্বাসন  
প্রভৃতি বিনা দোষে বিধান করিয়া প্রজাদিগের ভক্তির  
প্রতিশোধ প্রদান করিলেন । এই সময়ে রুসিয়ার সমাজ  
কিরূপ হত্ত্বী এবং নীচ তাহা ইতিহাসজ্ঞ জ্ঞাত আছেন ।

ফলতঃ রাজদেবত্বে বিশ্বাসের প্রকার এবং তারতম্য প্রজা-  
বর্গের চিত্তবৃত্তির এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতির আংশিক  
পরিচায়ক, ও ভাবিত উন্নতি বা অবনতির আংশিক ভাবে  
ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। এইনিমিত্ত এতদ্বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে  
আলোচিত হইতেছে। ভারতে বৈদিক সময় হইতে রাজারা  
দেবাবতার। মানবধর্মশাস্ত্রকারের মতে

“ইন্দ্ৰানিলয়মাকাণ্ডমগ্নেচ বৰুণস্য চ ।  
চন্দ্ৰবিত্তেশয়োচেব মাত্রা নিহত্য শাখতীঃ ॥৪  
বালোহপি নাবমস্তব্যো মনুষ্য ইতি দ্রুমিপঃ ।  
মহতী দেবতা হ্যেষা নরকৃপেন তিষ্ঠতি ॥”৮

মন্ত্র, ৭ম অধ্যায় ।

—ইন্দ্ৰ, অনিল, যম, অর্ক, অঞ্চি, বৰুণ, চন্দ্ৰ এবং কুবের  
ইহাদের সারভূত অংশ লইয়া রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা  
বালক হইলেও সাধাৰণ মনুষ্য জ্ঞানে তাহাকে অসম্মান  
কৰিবে না। যেহেতু তিনি মহাদেবতা নৱকৃপে অবস্থান  
কৰিতেছেন।—

### বাল্মীকির সাময়িক

“পূজনীয়শ মানুশ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ।

ইন্দ্ৰস্যেব চতুর্ভাগঃ”

৩৩ কাণ্ড, ১ম সর্গ ।

—যেহেতু রাজা ইন্দ্ৰের চতুর্থাংশের অবতার, এনিমিত্ত তিনি  
পূজনীয়, মাননীয়, দণ্ডধর এবং গুরু ।—

পুনৰ্শ আৱণ্যকাণ্ডে চহারিংশ সর্গে, রাবণকে সীতা-  
হৱনে উদ্যত দেখিয়া, তাহা হইতে নিবারণ কৰার নিমিত্ত  
মারীচ কতকগুলি প্ৰোথৰাক্য কহায়, রাবণ কুক্ষ হইয়া

যাহা বলিয়াছিল, তাহার সার মর্শ্য এই।—“আমি তোমাকে আমার বাক্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বলি নাই, কেবল তোমার সাহায্য চাহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি তোমার এতগুলি বাক্য প্রয়োগে ধূঁষ্টতা প্রকাশ হইয়াছে; যেহেতু রাজা সর্ব সময়ে ও সর্ব অবস্থাতেই পূজনীয় ; কারণ

“পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারযন্ত্রণিতৌজসঃ ।

অঘেরিঙ্গস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥”

৩।৪০

—অমিতপ্রতিভাশালী রাজা অঞ্চি, ইন্দ্র, সোম, যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন।—

রাবণের বাক্য দ্বারা এখানেও ইহা প্রতীতি হইতেছে যে, এই দেবত্বরূপ বিশ্বাদের আশ্রয়ে রাজারা কতদূর স্পর্শ্য-যুক্ত হইতে পারে। তত্ত্বাতীত যে কোন ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে, যে খানে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রবল, ও প্রজাকর্তৃক বাধাদান শিথিল হইয়া আইসে, সেই খানেই রাজা দারুণ দান্তিক হইয়া উঠেন। আর্যগণের দীর্ঘাধিপত্যের মধ্যে ভারতে বিতীয় জেমসের আয় একই ভাবে উৎপন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট অনেক রাজা হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জেমসকে দূরীকারক প্রজার ন্যায় প্রজাও ভারতে ছিল না এমন নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে ভারতীয়েরা দূরী-করণের ফলের তেমন মর্শ্যজ্ঞ ছিলেন না।—অত্যাচারের নিমিত্ত একজন রাজ্যবিচ্ছুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কিকিং সদ্গুণ দর্শাইলেই, প্রজাবর্গ তাঁহাতে তাহাদের কল্নায়ন রাজদেবত্ব ভামের পরিচয় পাইল জ্ঞান করিয়া, ভবি-

ব্যতের পক্ষে অনুরূপশিতাভাবে সদেহবিহীন হইয়া, পূর্ববৎ শাস্ত এবং নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিত।

বাল্মীকির সামান্যিক আর্দ্ধেয়রা কথিতমত নিরন্তর অত্যাচার সহ করিতেন না। এবং রাজার দেবত্বভাব, আর্যাধিপত্যের অন্যান্য বিবরণের সহ তুলনে, অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণভাবে তাঁহাদের মনে অবস্থান করিত। রাজার ঐ দেবত্বকিঙ্গুপ বন্ধনবিযুক্ত হইলে এ সময়ে অনর্থ উৎপত্তি হইত তাহা দেখা কর্তব্য। রাবণ দাস্তিকতা প্রকাশ করিলে, মারীচ তাহার প্রতি কহিতেছে, যেহেতু “রাজমূলোহি ধর্মশচ বশশ” স্মৃতরাং যাহাতে তিনি স্মৃত্যুক্ত না হয়েন এজন্য সকলে তাঁহাকে সাবধান করিবে। রাজা ষষ্ঠেচাচারী হইয়া অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব মন্ত্রীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ; কারণ তাঁহার মতিছন্ন হইলে সর্বসাধারণ দুর্দশাপন্ন হইতে পারে। যে রাজা অতি উগ্রস্বভাব, অবনীত ও প্রতিকূল, তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম ; এবং যিনি অসৎ মন্ত্রীর সহ রাজকার্য পর্যালোচনা করেন, তিনি বিনষ্ট হয়েন। (২৭) পুনশ্চ

“তীক্ষ্মলঘ্রদাতারং প্রমতং গর্বিতং শর্ঠম্ ।

ব্যসনে নাভিধাবস্তি সর্বভূতানি পার্থিবম্ ॥

অভিমানিনগ্রাহমাত্মসন্তাবিতং নরম্ ।

ক্রোধনং ব্যসনে হস্তি সজনোহপি নরাদিপম্ ॥”

৩।৪১

(২৭) কিঙ্গুপ কার্যে রাজার দেবত্ব দূর হয়, এবং রাজা কিঙ্গুপ শাস্তির যোগ্য ও বশবর্তী হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রুর মত সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ডুষ্টব্য।

— তীক্ষ্ণ অর্থাং অমাত্যাদি সকলের প্রতি উগ্রস্বভাব, কৃপণ, অমত, গর্বিত ও শৃষ্ট রাজা বিপদে পতিত, হইলেও কেহ তাহার সহায়তার উদ্যত হয় না । অভিমানী, অগ্রাহ্য, এবং আপনাতেই সকল গুণের সন্তুষ্ট এরূপভাবযুক্ত এবং যিনি নিতান্ত ত্রুক্ত, বিপদে স্বজনেও তাঁহাকে সংহার করিয়া থাকে ।—ইত্যাদি ।

যথায় রাজদেবত্বে বিশ্বাস, যথায় রাজতন্ত্রশাসনের উপর প্রকৃতিবর্গের আছা, তথায় রাজাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এবিষয়ে কাহার কিরূপ মত তাহা বলিতে পারি না । বুদ্ধিমীর মনোমেকস মৃত্যুকালীন পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া-ছিলেন যে “অত, উপবাস, মঠাত্ম প্রভৃতি দ্বারা রাজা স্মর-ণীয় হয়েন না, তাহার উপায় কেবল কার্য ।” এ উপদেশের সফলতা যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে, মনোমেকসের অশিক্ষিত উভর পুরুষেরাই তাহার বিশেষ প্রমাণ ।

বৃটনদ্বীপ যখন উন্নতির পথ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হই-যাচ্ছে, যখন তাহার জনৈক অধীশ্বর সমবেত প্রজাগণের মধ্যে একমাত্র তিনি নাম স্বাক্ষরে সক্ষম বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন, ভারত তখন পার্থিব গৌরবের শেষ সীমা অব-লোকন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে । মেধান হইতে বাল্মী-কির সময় অনেক দূর, অনেক পুরাতন ; রোম তখন গর্জ-শয্যাশয়ী, গ্রীকেরা তখন কি করিতেছিল তাহা স্মরণ হয় না । তখন ভারতের রাজবর্গ কি করিতেন ? অপরিসীম ক্ষমতা যাহাদের হস্তে ন্যস্ত, যাহারা দেবাবতার, তাঁহারা-

কিৰণপ গুণবান্ হইলে লোকেৱ মনঃপূত হইত ! অন্ততঃ  
লোকে সন্তাবিক বলিয়া কি প্ৰত্যাশা কৱিত ?

“সৰ্ববিদ্যার উত্তীৰ্ণঃ যথাৰ্থ সাঙ্গবেদবিঃ ।”

২১২০

এই রাজাদিগেৱ বিদ্যাবত্তা, এই রাজাদিগেৱ গুণবত্তা ।  
সৰ্ববিদ্যার ভাৱ সম্পূৰ্ণৱৰ্ণে আয়ত কৱা সাধ্যাতীত । এ  
কানেৱ সৰ্ববিদ্যার ভাৱ সম্যক্ প্ৰকাৰে হউক বা আংশিকই  
হউক, ব্ৰিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । তাৱা বালীৱ  
নিকট রামেৱ গুণবৰ্ণনস্থলে কহিতেছেন

“আৰ্তানাং সংশ্লোচিতে বশনাচিকভাজনম্ ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্প্ৰো নিদেশে নিৱৰতঃ পিতুঃ ॥

ধাতুনামিব শৈলেন্দ্ৰে গুণানামাকৱো সহান ॥”

৪৫ কাণ্ড, ১৫ সৰ্গ ।

— বিপম্বেৱ গতি, একমাত্ৰ যশেৱ ভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান  
সম্পন্ন, পিতৃ-আজ্ঞাৰ বশবৰ্তী, হিমালয় যেৱপ সমস্ত ধাতুৰ  
আকৱ, তিনিও তজ্জপ গুণসমূহেৱ আকৱলস্থান ।—

পুনশ্চ দশৱৰ্থেৱ পুত্ৰবৰ্গ শিক্ষা প্ৰাপ্ত হইয়া কিৰণ  
গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তৎসমষ্টকে কথিত হইয়াছে

“সৰ্বে বেদবিদঃ শূৱাঃ সৰ্বে লোকহিতে রতাঃ ॥২৫

সৰ্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সৰ্বে সমৃদ্ধিতা গুণেঃ ।

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপৰাক্রমঃ ॥২৬

ইষ্টঃ সৰ্বস্ত লোকস্ত শশাঙ্কইব নিৰ্মলঃ ।

গজস্তহেৰ্খপৃষ্ঠে চ রথচৰ্য্যামু দম্ভতঃ ॥২৭

ধনুৰ্বেদে চ নিৱৰতঃ পিতুঃ গুৰুৰ্বলে রতঃ ।”

১ম কাণ্ড, ১৮ সৰ্গ ।

— সকলেই বেদবিদ, শূৱ, এবং লোকহিতে রত ও জ্ঞান  
এবং গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন । ইইঁদেৱ মধ্যে রাম সত্য-

পরাক্রম, মহাতেজোবন্ত এবং নির্বল শশাঙ্কের ন্যায় সর্ব-  
জনমনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। তিনি গজস্ফন্দে ও অশ্বপৃষ্ঠে  
আরোহণক্ষম এবং রথচর্য্যায় ও ধনুর্বিদে পারদর্শী ও পিতৃ-  
সেবাপরায়ণ হইয়াছিলেন।—

### পুনশ্চ

“শীলবৃন্দক-জ্ঞনবৃন্দক-বয়োবৃন্দকশ সজ্জনেঃ ।  
কথ্যমানস্ত বৈ নিত্যমন্ত্রযোগ্যান্তরেষ্টেপি ॥১২  
শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেযু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ ।  
অর্থধন্মেৰু চ সংগ্ৰহ সুখতত্ত্বোন চালনঃ ॥২৩  
বৈহারিকাগাং শিঙানাং বিজ্ঞাতাৰ্থবিভাগবিভিৎ ।  
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণবাজিনাম্ ॥২৪  
ধনুর্বিদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেতিৰথন্মতঃ ।  
অভিযাতা প্রহর্ত্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥২৫

২৩ কাণ্ড, ১ সর্গ।

—অস্ত্রাভ্যাসকালীন যাহা অবসর পায়েন, তাহাৰ বৃথা নষ্ট  
না কৱিয়া, শীলবৃন্দক, জ্ঞানবৃন্দক ও বয়োবৃন্দক একুপ সজ্জনগণেৰ  
সহিত সদালাপ কৱিয়া থাকেন। শাস্ত্রসমূহে শ্রেষ্ঠ, এবং  
মিশ্র ভাষাদিতে পারদর্শী। তিনি অনন্তসভাবে অর্থ ও  
ধর্ম্মেৰ সংগ্ৰহ কৱিয়া অৰ্থাৎ সংগ্ৰহকাৰ্য্যেৰ সহ অবিৱোধ-  
ভাবে সুখকামনা কৱিয়া থাকেন। বিহারকালীন শিঙ্গ সমস্ত  
অৰ্থাৎ গীত-বাদ্য-চিত্ৰকৰ্ম্মাদিতে এবং অৰ্থবিদ্যায় সুপটু।  
হস্তী ও অশ্বে আরোহণ এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদানকাৰ্য্যে  
পারগ। ধনুর্বিদদিগেৰ শ্রেষ্ঠ ও লোকে অতিৱিধ বলিয়া  
মান্য। বিপক্ষসৈন্যাভিমুখে গমন, সংহার কৱণ এবং সৈন্য-  
সমাবেশ কাৰ্য্যে পারদর্শী।

রাজাদিগেৰ প্ৰথম রাজকাৰ্য্যে প্ৰবেশ-সময়ে কিৱুপ

শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, কিরণ উপদেশে উপনিষ্ঠ হইয়া, প্রবিষ্ট হইতে হয়, তৎসম্বন্ধে রামের ঘোবরাজ্যে অভিষেক-প্রস্তাবে দশরথকর্তৃক রামের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত করা যাইতেছে।

“ভূয়োবিনয়মাস্থায় তব নিত্যং জিতেন্দ্রিযঃ ॥ ৪২

কামক্রোধসমুখানি ত্যজস্ত ব্যসনানি চ ।

পরোক্ষর্বা বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥ ৪৩

অমাত্যপ্রকৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চবালুরঞ্জয় ।

কোয়াণান্যাগাট্যঃ কৃত্তা সন্নিচয়ান্বহন ॥ ৪৪

ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালৱতি মেদিনীয় ।

তস্য নন্দিতি মিত্রাণি লক্ষ্মৃতমিবামরাঃ ॥ ৪৫

২য় কাণ্ড, ৩ সর্গ ।

—নিরন্তর সর্বতোভাবে বিনয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। কামক্রোধসহচর ব্যসন সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। পরোক্ষ-পরোক্ষ অবলম্বনপূর্বক কোষাগার ও আয়ুধাগার পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রিয় হইবে ও চিত্তরঞ্জন করিবে। যিনি এরূপ ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতি হইয়া রাজ্যপালন করেন, তাহার মিত্রবর্গ অমরগণের অমৃতলাভের ন্যায় আনন্দলাভ করেন।

বাল্মীকির বর্ণনায় তাঙ্কালিক-চিত্তায়ত রাজগুণেৎ-কর্মের পরা কার্ষ্ণ রামে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাবণ তেমনি রাজদোষবিশিষ্ট। বোধ হয় যে কিছু উৎকৃষ্ট রাজগুণ বাল্মীকি মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা রামে আরোপ করিয়াছেন, আবার তেমনি যে কিছু রাজদোষ, তাহা রাবণে আরোপিত হইয়াছে। এমন স্থলে রাবণের

গুণতাগ আলোচনা করিয়া কথিত রামগুণের পাশ্চে স্থাপিত করিলে, প্রকৃতত্বাব উপলক্ষি করা সহজ হইয়া আইসে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনার্যজাতিদিগের ভাষা সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র, স্বতরাং শিক্ষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, এবং বেদভাষা এসময়ে আর্যদিগের নিকটে বহু পরিমাণে দুরুহ হইয়া আসিয়াছিল, এনিমিত্ত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতীত কাহারই বেদবিদ্যায় সম্যক্ত অধিকার জন্মিত না। এমন স্থলে স্থানান্তরে দেখা যায়

“যদি বাচং বদিষ্যানি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।

সেয়মালক্ষ্য ক্লপঞ্চ জানকী ভাষিতঞ্চ মে ॥

রাবণং মন্যমান। মাঃ পুনস্ত্রাসং গমিষ্যতি ।”

মে কাণ্ড, ২৯ সর্গ ।

হনুমান् অশোকবনে জানকীকে দেখিতে পাইয়া কিরূপে তাঁহার সন্তান করিবেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে, যদি আমি দ্বিজাতিগণের আয় অর্থাৎ আর্যগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি, তাহা হইলে আমার (অনার্যজাতিত্ব হেতু) এইরূপ রূপে একুপ উচ্চ দ্বিজাতি-ভাষার সন্তুষ্ট দেখিয়া, জানকী আমাকে রাবণ মনে করিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে পারেন। এখানে রাবণের পাণ্ডিত্যের উপর জানকীর দৃঢ় বিশ্বাস সূচিত হইল, এবং অন্যান্য অনার্যদিগের মধ্যে রাবণই যে কেবল আর্যবিদ্যায় পারগ, সীতা তাহা রাবণের সহ পূর্বে দর্শিত কারণ হেতু জানিতেন। পুনশ্চ পরিত্রাজক-রূপী রাবণ সীতা-হরণার্থে কুটীর-স্বারে উপনীত হইয়া

“দৃষ্টঃ। কামশরাবিক্ষে ব্রহ্মবোধমূলীরয়ন্ম ।”

৩য় কাণ্ড, ৪৬ সর্গ ।

“ব্রহ্মবোধং ব্রহ্মণত্প্রত্যভিজ্ঞানাব বেদগোবৃদ্ধীময়ন্ম কুর্বন্ম ।”—ৱ. মাতৃক ।

অতঃপর রাবণ অনেকক্ষণপর্যন্ত ভ্রান্তিগতাবে সেই কুটীরে সীতার সহিত কথাবার্তা কহিয়াছে এবং সীতারও তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছে। রাবণ অমার্য্য, রাবণ রাঙ্কস, রাবণ দেবদেবী, রাবণ বেদপ্রতিপাদক ধর্মের বিরোধী, রাবণ যজ্ঞহন্তা, রাবণ পাপাবতার, তথাপি রাবণ যুক্তবিদ্যায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বেদবিদ্যায় অভ্যন্ত, এবং হিন্দুধর্মশাস্ত্রের একপ গৃঢ়মর্মজ্ঞ যে পরিৰাজক রূপ ধরিয়া, যতক্ষণ না সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ততক্ষণ সীতাকে তাহার ভ্রান্তিগত্বে ভাণ্টিময়ী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সকলের দ্বারা সুন্দরীরূপে অনুভূত হয় যে সেই সময়ে রাজাদের মধ্যে কেহ কদাচ মূর্খ থাকিতেন না। প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্র পণ্ডিত হইতেন। (২৮) যদিচ অনেকের কার্য্য সর্ব সময়ে নীতিশাস্ত্রানুসারি হইত না, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে সেই সকল শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাহাদের দর্শনবহির্ভূত ছিল, এমন বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, স্বযোগ পাইলে, তাহারা ইচ্ছা করিয়াই নীতিশাস্ত্রের বিধি অনেক সময় অবহেলা করিতেন। মনুষ্যপ্রকৃতিই এইরূপ!

অতি আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই যে, রাজারা সুশিক্ষিত হইয়াও সময়ে সময়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতেন। সুশিক্ষিত হইলেও নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রম ক্ষমাযোগ্য,

(২৮) মহাভারতের সপ্তম অধ্যায়ে রাজাদিগের শিক্ষাবিষয়ে স্বীকৃত হইয়ে আছে।

লোকেও সচরাচর ক্ষমা করিয়া থাকে। যদি সাধারণ একজন লোকের কথিত নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রমের ফল, এবং দেশের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে, এরূপ একজনের তথাবিধ ব্যতিক্রমের ফল, স্বতন্ত্র হইবার সন্তুষ্টি;— সামান্য এক ব্যক্তির দোষে সমাজ দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে হটক, অনুভবনীয় বা অননুভবনীয় ভাবে হটক, অতি অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, কিন্তু একজন রাজ্যস্থরের সেই দোষে হয় ত সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়; তথাপি দূরব্যবধানে স্থিত দর্শকের চক্ষে উভয়ই সমান ক্ষমাবোগ্য হইতে পারে, তাহার চক্ষে উভয়ই মনুষ্যপ্রহৃতি। কিন্তু যে দোষ অতিগুরুতর বলিয়া খ্যাত, যাহা কেবল স্বার্থে কৃত, যাহা অশিক্ষিত দুর্জ্জনেও কদাচ সন্তুষ্টি, এরূপ বা তথাবিধ দোষে শিক্ষিত লিপ্ত হইলে, তাহা অতি ঘৃণিত ও কদাপি ক্ষমাযোগ্য নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আবার এরূপ হয়েন, যে, যিনি সাধারণমানবীয় সন্তাবিত বা তচ্ছতর অভাবকেও জয় করিয়া উপরে অবস্থিতি করেন, তাহাতে সেই সেই দোষ সন্তাবিত হইলে পূর্বকথিতাপেক্ষা বহুগুণে পাপী বলিয়া ধরাযায়। বাল্মীকির সময়ে এরূপ পাপের পাপী রাজপরিবারে বোধ হয় নিতান্ত কম ছিল না, যেহেতু ভাতায় ভাতায়, পিতা পুত্রে, বিরোধ বিদ্রোহ, তদানুষঙ্গিক হত্যাদি পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখাযায়। অবশ্যই এ পাপ নানা কারণে উৎপত্তি লাভ করিত, কিন্তু সেরূপ কারণ সাধারণ মানবমণ্ডলীতে প্রায় দুই একজন মধ্যস্থের করায়ন্ত।

এতদ্যতীত দেখায় যে, বাল্মীকি স্থানে স্থানে কহিয়া-  
ছেন [(অ২) ইত্যাদি], রাজারা বঞ্চনাচতুর, বিশ্বাসের ভান  
করিয়া স্বযোগমতে বিনাশ করে, অত্যন্ত কপটাচারী ও  
বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি। ইহাও অতিনীচ প্রকৃতির কার্য  
তাহার সন্দেহ নাই। আর্য রাজাদিগের এ স্বভাব অতি  
ঘৃণাপ্পদ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে ধর্মের  
এবং ধর্মায়ুজ্বলের এত গৌরব, শিক্ষার এত আদর, বীর্যবান  
ও তেজসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য, সেখানে  
এরূপ স্বভাব কেন এবং কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? এরূপ  
স্বভাব ত অধঃপতিত, নৈরাশগ্রস্ত, পদে পদে  
দলিত, এমন সমাজেরই সম্পত্তি, অস্ত্র শস্ত্র ও বল বীর্য!  
তাঁকালিক আর্যদিগের এরূপস্বভাবযুক্ত হওয়ার অন্যান্য  
কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই একটী কারণ  
দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য রাজাদিগের পরম্পরারের মধ্যে  
অতি অল্পই কলহ হইত। ইহাদিগের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ-  
সূত্রে সম্বন্ধ কেবল অনার্যদিগের ছিল। তাহারা নিরক্ষর,  
উচ্চভাবরহিত-চিত্ত, তেজোন্তব ন্যায়পথের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ,  
সম্মুখ-শক্তিতায় অপারগ, অথচ তাহাদের আর্যদিগের প্রতি  
শক্তা করিবার ইচ্ছা বিষম বলবতী। কাজে কাজেই  
ইহারা নিরন্তর কপটাচরণ করিয়া আর্যগণকে জ্বালাতন  
করিত। আর্যগণও যে বিষে বিষ, সেই বিষে নির্বিষ  
করিতে গিয়া, সময়ে উহা তাঁহাদিগের স্বভাবস্বরূপ হইয়া  
দাঁড়াইয়াছিল।

রাজকুমারেরা সিংহাসন আরোহণের পূর্ব হইতে বিবাহ

করিতে আরম্ভ করিতেন । (২৯) ক্রমে এক একটা করিয়া অনেকগুলি হইত । (৩০) রাজারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির কন্যাই (৩১) বিবাহ করিতে পারিতেন । তাহাদিগকে যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা ও পতিরূপি কহিত । সন্ত্রীক রাজকুমারেরা পৃথক রাজগৃহ আশ্রয় না করিয়া, রাজ-পুর-মধ্যে পৃথক পৃথক অস্তঃপুরে বাস করিতেন । রামায়ণের এক স্থান হইতে অস্তঃপুরের বর্ণনা উক্ত করা যাইতেছে । তাহা দ্বারা সন্তুষ্টভাবে উহার ভাব অনেক জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে ।

“শুকবর্হিসমাযুক্তঃ ক্রৌঞ্চহংসরূত্যুতম্ । ১২

বাদিত্রবসৎসংস্থষ্টঃ কুজ্বামনিকাযুতম্ ।

লতাগৃহেশ্চিত্রগৃহেশ্চম্পকাশোকশোভিতঃ ॥ ১৩

দাস্তরাজতসৌবৰ্ণবেদিকাতিঃ সমাযুতম্ ।

নিত্যপূপ্ফলৈবুং কৈর্বাপীভিরপশোভিতম্ ॥ ১৪

(২৯) বিবাহকার্য কিরণে সম্পন্ন হইত এবং তদানুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত গৃহধর্ম প্রস্তাবে কথিত হইবে ।

(৩০) রাজা প্রজা উভয়েরই মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে । ক্ষেত্রের ৭১৮২, ১১০৫৮ দ্রষ্টব্য ।

(৩১) মহু ৩১৩—ত্রাক্ষণের চারিজাতি-কন্যাই বিবাহযোগ্যা । ক্ষত্রিয়ের স্বজ্ঞাতি হইতে নিম্নে তিন জাতি, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কল্প বিবাহযোগ্যা । বৈশ্যেরা গ্রীকপ আয় হইতে নিম্নে দুই জাতি অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র কল্প বিবাহ কর্তব্য বিবাহ করিতে পারিত । শূদ্রের কেবল শূদ্রকন্যা বিবাহযোগ্যা । মৈচজাতি আগন্ত হইতে উচ্চজাতির কন্যা প্রাপ্তবে অক্ষম । পুনর্ক্ষ ঐতরেয়ত্রাক্ষণভাব্যে “রাজাঃ হি ত্রিবিধাঃ ত্রিয়ঃঃ উত্তমধামাধুমজাতীয়াঃ । তাসাং মধ্যে উত্তমজাতেः ক্ষত্রিয়ায়াঃ মহিষীতি নাম । মধ্যমজাতেবৈশ্যায়াঃ বাবাতেতি । অধ্যমজাতেঃ শূদ্রায়াঃ পরিরূপিঃ ।”

দান্তরাজতসোবৈর্ণঃ সংবৃতঃ পরমাসনেঃ ।  
 বিবিধেরনপানৈশ্চ ভক্ষ্যেশ্চ বিবিধেরপি ॥ ১৫  
 উপপঁয়ং মহার্হেশ্চ ভূষণেন্দিবোপমম্ ।  
 স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমুক্তিমৎ ॥ ১৬

২য় কাণ্ড, ১০সর্গ।

—অন্তঃপুর শুক ও ময়ুর সমাযুক্ত এবং ক্রোধ ও হংসের কলরবে আরবিত। তথায় বাদিত্রি বাদিত হইতেছে এবং কুজা ও বামনাকারা দাসীগণ রহিয়াছে। কোথাও লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ, কোথাও বা চম্পক এবং অশোক বৃক্ষশ্রেণী, কোন স্থানে বা গজদন্ত, রজত এবং স্বর্ণ নির্মিত বেদি সকল শোভা পাইতেছে। কোথাও নিত্য ফলপুষ্পশালী বৃক্ষ এবং মনোহর বাপীসমূহ, কোথাও বা গজদন্ত, রজত এবং স্বর্ণ নির্মিত আসন সকল রহিয়াছে। বিবিধ অম-পান এবং ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপূরিত, এবং মহার্হ রত্ন ও ভূষণাদি সমাযুক্ত ত্রিদিবোপম সংস্কৃতিশালী সেই অন্তঃপুরে মহারাজ প্রবেশ করিলেন।—

রাজারা বৃক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রায় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, ধর্ম্মকামনায় বন-প্রবেশ করিতেন। ২।২  
 ইত্যাদি—রাজকুমারদের অভিষেকের পূর্বান্তে, অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজাদিগের, রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও ভ্রান্তগণের সম্মতি গৃহীত হইত। কিন্তু পিতা পুত্রে, আতায় আতায় রাজ্য লইয়া বিস্মাদের উল্লেখ থাকার, অনুমান হয় যে, উক্তপ সম্মতি গ্রহণ করা কেবল নামেমাত্র এবং ঐ সম্মতির উপর নৃতন অভিষেক অন্নই নির্ভর করিত। যাহা হউক, ক্ষীণতা

সঙ্গেও প্রথাটা প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয় । নামকারণে উহার ধৰ্মস না হইলে, সময়ে অনেক স্ফুরণ ফলিতে পারিত । বৃটনের “বিজ্ঞ” ইতি খ্যাত যে সমাজ দিনেমার রাজাদিগের নিরস্তর পদানত থাকিয়া, তাহাদের ভাল মন্দ সকল বাক্যই অনুমোদন করিয়াছে, সময়ে তাহাই মহাসভা-রূপে পরিণত হইয়া এরূপ প্রতাপান্বিত হয় যে, তাহার প্রতাপে তৃতীয় জর্জ চক্রের জলে ভাসিয়া হামোবরে যাইয়া শাস্তিলাভ করিতে উৎসুক হয়েন ।

অনস্তর অভিষেকযোগ্য রাজকুমার নিরূপিত হইলে, অভিষেকের উৎসবে নগর যেৱপ উৎসবময় হইত, তৎপ্রদর্শনার্থে নিম্নস্থ অংশ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ হইতে উদ্ভৃত করা গেল । মূলাংশ উদ্ভৃত করা তত আবশ্যিকীয় বিবেচনা না হওয়ায়, এবং অথবা প্রস্তাৱকৃতিৰ কারণ বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল । ২৩—“সুবৰ্ণ প্ৰভৃতি রঞ্জ সমুদয়, পূজাৰ দ্রব্য, সৰ্বোৰধি, শুল্মাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্ৰে মধু ও হৃত, দশাযুক্তবন্ত, রথ, সমস্ত অন্ত, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামৰহয়, ধৰ্জদণ্ড, পাণুবৰ্ণ ছত্র, শতসংখ্যক হেমমন্ত অভৃত্যজ্ঞল কুস্ত, সুবৰ্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন ঝৰত, অথণ ব্যাস্ত্রচৰ্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই প্রাতে মহারাজের অগ্রিহোত্ৰগৃহে সংগ্ৰহ কৰিয়া রাখ । মাল্য, চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বাৰদেশ সুশোভিত কৰ । বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের অভিযোগ ও পৰ্যাপ্ত হইতে পাৱে, এৱপ দধি ও ক্ষীর মিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুসংস্কৃত অৱস্থার, হৃত, লাজ ও প্ৰভৃত দক্ষিণা প্ৰতাতে

বিপ্রগণকে সমাদৰপূর্বক প্ৰদান কৱিও। কল্য সূর্যোদয় মাত্ৰ স্বষ্টিবাচন হইবে। এক্ষণে আঙ্গণগণকে নিমন্ত্ৰণ ও আসন সকল প্ৰস্তুত কৰ। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিতা হইয়া আসাদেৱ দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান কৱক। দেবতায়তন ও চৈত্য সমুদয়ে অঘ ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধ পুৰ্ণ প্ৰভৃতি পূজার উপকৰণ দ্বাৰা দেবপূজা কৱ। বীৱ পুৱনৰেৱা বেশভূষা কৱিয়া সুদীৰ্ঘ অসিচৰ্ম ও ধনুর্দ্বাৰণ পূৰ্বক উৎসবময়-অঙ্গন-মধ্যে প্ৰবেশ কৱক।”

তাহার পৱ অভিষেকক্ৰিয়া সম্পন্ন হইলে, যেৱেপ রাজ-দৃশ্যের আড়ম্বৰ হইত, তাহা অভিষেকেৱ নিৰ্বারিত দিমে রামেৱ রাজভাৱ কিছুমাত্ৰ না দেখিয়া, বিশ্বাবশতঃ সীতা রামেৱ প্ৰতি যে প্ৰশংসনী কৱিয়াছিলেন, তাহাতে উপলক্ষ হইতে পাৰে। এ স্থলও উজ্জপণিতকৃত অনুবাদ হইতে গৃহীত। ২২৬—“শতশলাকাৱচিত ষ্ঠেত ছত্ৰে তোমাৱ এই সুকুমাৱ মুখকমল কেন আৰুত নাই! শশাঙ্ক ও হৎসেৱ ন্যায় ধৰল চামৰযুগল লইয়া ভত্যেৱা কিনিমিত ইহা ব্যজন কৱিতেছে না! সূত, মাগধ ও বন্দিগণ প্ৰীতমনে যঙ্গল-গীত গান কৱিয়া আজ কৈ তোমাৱ স্তুতিবাদ কৱিল! বেদপাৱণ বিপ্ৰেৱা স্বানাস্তে কেন তোমাৱ মন্তকে মধু ও দধি প্ৰদান কৱেন নাই! গ্ৰাম ও নগৱেৱ প্ৰজাৰ্বগ, ও প্ৰধান প্ৰধান সমস্ত পাৱিষদ বেশভূষা কৱিয়া অভিষেকান্তে কি কাৱণে তোমাৱ অনুসৱণ কৱিলেন না! সৰ্বোৎকৃষ্ট পুঁজ-ৱথ চাৱিটী সুসজ্জিত বেগবান् অশ্বে ঘোজিত হইয়া কি নিমিত তোমাৱ অশ্বে অগ্ৰে ধাৰমান হইল না! মেষেৱ ন্যায়

কৃষ্ণবর্ণ পর্বতাকার স্তুদশ্য ও স্তুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই ! পরিচারকেরা স্বৰ্গভিত্তির ভদ্রাসন স্থকে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে আগমন করিল !” (৩২)

রাজাদিগের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্বে কিরূপ আড়ম্বর হইত, তাহা উক্তপণ্ডিতকৃত অনুবাদ হইতে নিম্নোক্ত অংশ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে । ২১৬৫—“রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল । প্রাতঃকালে স্বশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণয়ক গায়ক ও স্তুতি-পাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চেংস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্তুতি-বাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিষ্ঠানিত করিতে লাগিল । পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব ভূপতিগণের অচূত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইল । সেই করতালি-শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পিঙ্গলে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল,

(৩২) অযোধ্যাকাণ্ড ব্যতীত, রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে, রাবণ-বিনাশান্তে অযোধ্যার আগমন করিয়া যখন রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন, তৎকালীন রামের অভিষেকক্রিয়া আর একবার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হইয়াছে । উপরে যাহা উক্ত করা গেল, তাহা হইতে তাহার পৃথক্কৃত অতি অল ; পরস্ত তথায়, রাক্ষস বানর আদি একত্র করিয়া, ঘোর ঘটা করিতে গিয়া অবধি বাহ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । ফলতঃ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, তাহা বাস্তীকির সাময়িক অভিষেক-পদ্ধতির প্রকৃত প্রতিফলি প্রদর্শনার্থে উপযুক্ত নহে । তৎপক্ষে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে উপরে উক্ত অংশ অধিক সঙ্গত বোধ হওয়ায়, তাহাই গৃহীত । এবং যুদ্ধকাণ্ডস্থ বর্ণনা এ প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে । অধ্যাপক গোল্ড্টেক অনুমান করেন, রামের এ অভিষেকক্রিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণেক পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে, যেহেতু বস্তুগণকর্তৃক ইঙ্গ-যজ্ঞপ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, রামও তদ্বপ অভিষিক্ত হইলেন বলিয়া রামায়ণে কথিত হইয়াছে । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইঙ্গের অভিষেককার্য্যাই বর্ণিত হইয়াছে ।

তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পরিত্র  
স্থান ও তৌরের নাম-কীর্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে  
লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুঁথি বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও  
বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্থানবিধান-  
জ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দনমূরতিত সলিল লইয়া  
উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধুী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ  
স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয় বস্ত্র ও  
আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে মৃপতির নিমিত্ত যে  
সমস্ত পদার্থ আহুত হইল, তৎসমুদয়ই সুলক্ষণ, সুলুর ও  
উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যো-  
দয়কাল পর্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল।”

অনস্তর রাজা শয্যা হইতে উখানপূর্বক পূর্বাহ্নিক  
কার্য সমুদয় সমাধা করিয়া, মন্ত্রী ও অপরাপর অমাত্যবর্গ-  
সহ রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ১৭—মন্ত্রী আটজন (৩৩),  
ইহারা ব্রাহ্মণ ভিত্তি অন্যজাতীয়। এই অন্য জাতির মধ্যে

(৩৩) “গোলান শাস্ত্রবিদঃ শুরান লক্ষণকান্ত কুলোদ্গতান্।  
সচিবান্ত সপ্ত চাষ্টী বা প্রকুর্বাত পরীক্ষিতান্ত ॥”

মহু, ১ম অধ্যায়।

এতদপেক্ষা রামায়ণের সাময়িক বলোবস্তু অধিক উল্লেখ বলিয়া বোধ হয়।  
মহু এই নিযুক্ত মন্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণদিগের সহিত পরামর্শ করিতে বাধা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু রামায়ণে কথিত আটজন মন্ত্রী ব্যতীত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী  
ও ঔষধিক ছিলেন, ইহারা সকলে মিলিয়া কার্য করিতেন। এই মন্ত্রী-সম্পত্তি  
ইংলণ্ড-ভূমির প্রীবি কোম্পিলের স্থান। রামায়ণে যে সপ্তদশ জন মন্ত্রী সর্ব-  
সমেত লইয়া তদ্ব সভা কথিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সংখ্যার বৃক্ষ অমঙ্গলকর  
ভিন্ন মঙ্গলকর হইতে পারে না। ষোড়শ জনই অতি উচ্চ সংখ্যা বলিকে  
হইবে।

শুদ্র হান পাইত কি না, তাহা রামায়ণে ব্যক্ত নাই । (৩৪) কিন্তু ইহাদের যেনেপ শুণাবলী কথিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক কঠোরশাসনাধীন শুদ্রে সন্তুষ্ট নহে । স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, হনুমান् সুগ্রীবের মন্ত্রী, কিন্তু এ উভয়ই বানরজাতি, অনার্য ; সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রে অধিকার নাই, অথবা থাকিলেও বেদে কখন ছিল না । কিন্তু হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞামত রামের নিকট দৌত্যকার্য সম্পাদন করিলে, রাম লক্ষ্যণের নিকট হনুমানের প্রশংসা করিয়া কহিতে-ছেন

“নানুথেদবিনীতস্য নাযজুর্কেদধারিণঃ ।  
নামামবেদবিহৃষঃ শকামেবঃ বিভাষিতুম্ ॥  
ন্যানঃ ব্যাকরণঃ কৃত্বমনেন বহুধা ক্রতম্ ।  
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥”

৪।৩

(৩৪) মহসংহিতাতেও কোন্ জাতীয় সোক মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণিত নাই । ঐ সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে সহংশজাতভের উপর এত আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে, যে তাহাতে শুদ্রেরা বিনা উল্লেখেই বহিত্তু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় । আবার মহাভারতে দেখা যায় যে, শুদ্রাণীর পুত্র বিহুর ধূতরাষ্ট্রের মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত । কিন্তু বিহুর প্রাপ্ত সর্ব-জ্ঞেই দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইতেন । দৃতও মন্ত্রিপদে পূর্বে বাচ্য হইত । বহুগুণসম্পন্ন শুদ্রকেও কখন দৌত্যকার্যে নিয়েগ করিতে বোধ হয় সম্পূর্ণ বাধা ছিল না । শান্ত্রামুসারে সেনাপতি ও মন্ত্রিপদে বাচ্য, কিন্তু সেনাপতি সময়ে সময়ে ভিন্ন জাতি হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় । ফলতঃ শুণের আদর সর্বদাই রঘু করা মহুষ্য-প্রকৃতির অসাধ্য । কিন্তু কথা এই, শুদ্রেরা সে শুণলাভের উপায় এবং অবসর কদাচিত পাইতেন, এবং যিনি ভাগ্যক্রমে শুণবান্ হইতেন, তাহাকে অসীম বাধা কাটাইতে হইত ।

—ঝুক, ঘজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় ঘাহার বিদিত নহে, সে একূপ বাক্য বলিতে অশক্ত। ইনি নিশ্চরহি ব্যাকরণ অনেক-বার শ্রবণ করিয়া থাকিবেন; কারণ, এত বাক্য কহিলেন, কিন্তু একটাও অপশব্দ ইহাঁর মুখ হইতে নির্গত হইল না।—

এখন দেখা যাইতেছে যে হনুমান् অনার্য বানর হইলেও বেদবিদ্যা এবং ব্যাকরণশাস্ত্রে স্ফুরিত। ইহা দ্বারা কি একূপ বোধ হয় যে, আর্য ব্যতীত শুদ্ধপ্রভৃতি নীচ জাতি-রাও মন্ত্রিত্বকার্যদক্ষতা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বেদবিদ্যা প্রভৃতিতে শিক্ষিত হইতে পারিত, এবং তাহাদের সে শিক্ষা ফলে পরিণত হইত? বোধ হয় না। তবে কি চতুর্দিকে জাতীয়শাসন-কঠোরতা সত্ত্বেও একূপ লেখায় বাল্মীকি ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন? তাহাও নহে। উক্ত বাক্য দ্বারা মন্ত্রীদিগের বিদ্যাবত্তার কতক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এইমাত্র, এবং উপরে ঘন্টপ এতদংশ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা আর কিছুই উপলক্ষ হয় না। তবে যে একূপ বেদবিদ্যাদিতে পারগতা হনুমানের প্রতি বাল্মীকি আরোপ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় হনুমান্ দেব-অংশ, পবনপুত্র, এবং নারায়ণরূপী রামের ভক্ত বলিয়া।

কথিত আটজন মন্ত্রীর সকলেই বীর পুরুষ, নানাশাস্ত্র-বিদ্য, মন্ত্রজ্ঞ, ইদিতজ্ঞ, হিতেরত, অর্থবিদ, লোকপ্রিয়, যশস্বী এবং সুবক্তা। ইহারা যুক্তকরে রাজপাত্রে দণ্ডযমান থাকিয়া যথাসন্তুষ্ট উপদেশ প্রদান করিতেন। তত্ত্ব ছাইজন মুখ্য অধিক এবং সাতজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীও থাকিতেন। এবং

তাহারা রাজকার্যে পরামর্শ দান করিতেন। স্বদেশ এবং বিদেশ-বার্তা-জ্ঞাপনার্থে দৃত নিয়োজিত থাকিত, এবং শার্লে-মানের সাময়িক প্রথার অয় রাজকর্মচারীদের কর্ম গোপনে অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং প্রকাশ্যে পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত, গুপ্তচর ও চর সকল নিয়োজিত থাকিত। ৩৬। ১১, ২। ৭। ৫। ২৫ ইত্যাদি।

রাজারা প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ কর (৩৫) গ্রহণ করিতেন। কোন কোন বিশেষ দ্রব্যের উপর ভিন্ন হারে কর আদায় হইত, অথবা সমস্ত বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর আদায় হইত কি না, ইহার কোন স্পষ্টোভেখ নাই। সমস্ত অথবা যে বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর গৃহীত হউক না কেন, উহা, সেই সময় বিবেচনা করিলে, ছুর্বিহ বলিয়া বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহেন যে খানেই করভার অধিক, সেই খানেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত। এ কথা অন্য কোথাও খাটিলে খাটিতে পারে; কিন্তু পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সমাজ এতদূর উন্নত হয় নাই, যে ষষ্ঠাংশ করভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ হইত। এরূপ সমাজে অধঃশ্রেণী ক্রিয়

(৩৫) মনুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যাউক। সংহিতা ৭। ১৩০—১৩২।—অগ্নান্ত দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর নির্ণয় করিয়া, কেবল পশ্চ ও সুবর্ণলাভের উপর পক্ষাংশ ভাগের এক ভাগ, এবং কুষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তারতম্য বিবেচনা অনুসারে ছয়, আট বা দ্বাদশ অংশের এক অংশ রাজা লইতেন। আঙ্কশেরা রাজকর প্রদান করিতেন না, কিন্তু তাহাদের পুণ্যসংক্ষয়ের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

অবস্থায় কালমাপন করিত, তাহা অনুমান করা সহজ। ফলতঃ “সেই সময় ওঁ এই করভার বিবেচনা করিলে, আর্য রাজারা সমাজের যে কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে অবিবেচক বলা যাইতে পারে! যাহা হউক, ভারত তবু আনন্দে কাল কাটাইয়াছে, এবং কোন সামান্য প্রজাই ইউরোপের ফিউডাল সময়ের ন্যায়, বা অত্যন্ত কাল গত রুসিয়ারাজ্যের ন্যায়, অন্নের নিমিত্ত অপুনাকে আপনি বা পুত্র-কন্যাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় নাই; অথবা অধূনাতন দাস-ব্যবসায়-বিমোচক ইংলণ্ডুমি; খৃষ্টের একাদশ শতাব্দী পর্যন্তও যে দাস-ব্যবসায় করিয়া-ছিলেন, ভারতকে কখনই সে ব্যবসায় আশ্রয় করিতে হয় নাই। অতি গৌরবের কথা!

করদান ও বাণিজ্য-বিনিয়ন কিঙ্কুপ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা যতদূর অবধারণ করিতে পারা যায়, তদালো-চনায় প্রযুক্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রীসীয় পুরাবত্তে দেখা যায় যে, স্পার্টানামক বিখ্যাত সাধারণতন্ত্রে লৌহখণ্ড এতদর্থে ব্যবহৃত হইত। রোমরাজ্যে রাজা সর্বিয়স তলিয়সের পূর্বে তাত্রখণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাহার সময় হইতে তথায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। এবং আয় এই সময়েতেই গ্রীকভূমেও আর্গস নগরে ফিডোনকর্তৃক ধাতুমুদ্রা প্রচলিত হয়, এরপ অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা ইতিহাসে লেখা আছে। বৃটনবীপে, অর্মানজাতীয় রাজা উইলিয়মকর্তৃক বৃটন অধিকৃত হওয়ার পূর্বে, যে যাহা উৎপন্ন করিত, সে সেই দ্রব্য দ্বারা রাজকর প্রদান করিত। অদ্যাপি অনেক অসভ্য স্থানে ঐ সকল প্রথা

প্রচলিত আছে। কুসিয়ারাঙ্গে রোমানফবংশীয় রাজাদিগের রাজস্বের প্রারম্ভিক পর্যন্ত “যুনি” নামক চর্মখণ্ড মুদ্রাপদে ব্যবহৃত হইত। আমাদিগের ঘরের দ্বারে লুসাই জাতি গজদন্ত, শুক পশু, গয়াল প্রভৃতি গরু ইত্যাদি দ্বারা রাজকর প্রদান এবং বিনিময় (৩৬) সাধন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভূভাগে ধাতুমুদ্রার প্রাচীনতম উল্লেখ বাইবেল গ্রন্থে দেখা যায়। তথায় এক স্থানে কথিত হইয়াছে (৩৭) যে, আব্রাহাম যৎকালে ম্যাকফিলার ভূমি ক্রয় করেন, তখন তাহার মূল্যস্বরূপ এক্রূণকে চারি শত শেকল-নামক ধাতুমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা ঐকালীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা ছিল। যদি বাইবেলের রচনার সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাইবেলে কথিত মত আব্রাহামের সময়ও ঐ মুদ্রার প্রচলন-কাল বলিয়া গ্রাহ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রা খন্টের উনিশ শত বৎসর পূর্বে

(৩৬) গত লুসাই যুক্তে ধাতুমুদ্রা লইয়া কৌতুকাবহ ঘটনা হয়। দেবগিরি নামক পর্বতের পূর্বধারে যে সকল লুসাই জাতি বসতি করে, তাহারা তৎপূর্বে কখন টাকা দেখে নাই। তাহাদের নিকট হইতে পশু ও কুকুটের বিনিময়ে ইংরেজপক্ষীর লোকের দ্বারা একবার ধাতুমুদ্রা প্রদত্ত হওয়ায়, তাহারা দেই প্রথম টাকার মুখ দেখে; কিন্তু দেখিবামাত্র তাহাদের উহার উপর এত মাঝা বসে ও লাভের ইচ্ছা এত বলবত্তী হয় যে তখন এক একটা মুরগী এক টাকার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া, শেষে কেহ কেহ ডবল পঁয়সাপ্প পারা মাথাইয়া টাকা বলিয়া দিতে আরম্ভ করে। লুসাইরা তাহাও টাকা এই জ্ঞানে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিত। ইহারা টাকা লইয়া তাহার চাকচিক্য হেতু মালা গাঁথিয়া গলায় পরিত, তত্ত্বে অন্যরূপ ব্যবহার তাহাদের সিদ্ধান্তে আসিত না।

(৩৭) *Genesis, chap. xxiii.*

প্রচলিত ছিল। তৎপূর্বে মুদ্রা-প্রচলনের আর কোন নির্দেশন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মুদ্রার বিষয়ে ইহাও লিখিত আছে যে, আব্রাহাম যৎকালে এফুনকে চারি শত শেকল প্রদান করেন, উহা গণনায় নিষ্পত্তি না হইয়া ওজনের দ্বারা প্রদত্ত হয়। এমিমতি বোধ হয় যে উহার প্রত্যেকের পরিমাণের উপর বড় বিশ্বাস না থাকায়, দানাদান-কালীন ওজন-পদ্ধতি গৃহীত হইত। সুতরাং উহা কোন টাঁকশাল হইতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া, এবং ঐ পরিমাণ-রক্ষার্থে বিশেষ কোন উপায়-যুক্ত হইয়া, বাহির হইত এমন বোধ হয় না।

এখন পৃথিবীর মধ্যে আচীনতম গ্রন্থ খাপ্তেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহা দেখা কর্তব্য। খাপ্তেদের বহু স্থানে উল্লেখ আছে, এক স্থান মাত্র উক্ত করা যাইতেছে। যথা—

“দশো হিরণ্যপিণ্ডান্ম দিবোদাসাদ্ব অসানিষম্।”—৬।৪।৭।২৩।

এই হিরণ্যপিণ্ড কিরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট, তাহা খাপ্তেদ দ্বারা স্পষ্টকর্তৃপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অনুমান হয় যে, উহা সাদৃশ্যে শেকলের সঙ্গে সমজাতীয় হইতে পারে, অর্থাৎ শেকল পাশ্চাত্য ভূমিতে যে ভাবে যে অবস্থায় চলিত, ভারতে হিরণ্যপিণ্ডের অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত ছিল না। তথা হইতে রামায়ণের সময়ে অবতরণ করিলে দেখা যায় যে, এখন আর হিরণ্যপিণ্ডের ব্যবহার নাই, তৎপরিবর্ত্তে স্বৰ্গ ও নিষ্ক প্রচলিত হইয়াছে।

ইহাদের আকার বা পরিমাণ (৩৮) যদিও রামায়ণে নাই, এবং থাকিবারও কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি ইহাদের উল্লেখেই অনুমান হয় যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ-বিশিষ্ট ; এবং সর্বদাই পরিমাণ রক্ষা করিয়াছে ; কারণ যেখানেই উহার দানাদান-ক্রিয়া, তথায়ই গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, ওজনের দ্বারা কুত্রাপি নহে । এখন জিজ্ঞাস্য যে, ইহাদের পরিমাণ সর্বদা কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে ? ইহাতে ব্যবহার সাক্ষ্য দিতেছে যে, রাজনিয়মাধীন কোন চিহ্নে মুদ্রার চতুর্দিক চিহ্নিত না হইলে, অসৎগণের কোশল হইতে পরিমাণ রক্ষা হয় না । রামানুজ রামায়ণের ২। ২। ৩। ১০ শ্লোকের টীকায় নিক্ষেপে অবস্থা বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, ঐ শ্লোকের মধ্যে যে নিক্ষেপের নাম উক্ত হইয়াছে উহা “স্বনামাঙ্গিত নিক” ।—এই অঙ্গিত নাম রাজার । রামানুজের এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিলে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, রামায়ণের সাময়িক মুদ্রা

(৩৮) স্বৰ্বণ ও নিক্ষেপের পরিমাণ মহুসংহিতায় একপ দেওয়া আছে—

“সৰ্বপাঃ ষট্য যবোমধ্যন্তিযবস্তেককৃষ্ণলম্ ।

পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষত্তে স্বৰ্বণস্ত ষোড়শ ॥” ১৩৪

“চতুঃসৌবর্ণিকোনিকঃ ।” ১৩৭

৮ম অধ্যায় ।

অর্থাঃ	৬ সৰ্পপ	=	১ যব
	৩ যব	=	১ কৃষ্ণল
	৫ কৃষ্ণল	=	১ মাষ
	১৬ মাষ	=	১ স্বৰ্বণ
	৪ স্বৰ্বণ	=	১ নিক ।

সকল রাজনামাঙ্কিত হইয়া, অসংগণের হস্ত হইতে আপন  
স্বভাব রক্ষা করিত। কিন্তু রামানুজ অতি আধুনিক লোক,  
সুতরাং তাহার কথার উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ আপত্তিজনক  
হইতে পারে। তাল, অন্যরূপে দেখা যাউক। রামায়ণের  
স্থানান্তরে দেখা যায় যে, যখন হনুমান् সীতা-অন্নেষণার্থে  
যাত্রা করেন, রাম তখন সীতাকে দেখাইবার নিমিত্ত নির্দশন-  
স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন,—

“দদৌ তস্ত ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্।

অঙ্গুরীয়মভিজানং রাজপুত্রাঃ পরস্তপঃ ॥ ১২

৪৭ কাণ্ড, ৪৪সর্গ।

এখানে যখন দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গুরীয়ক পর্যন্ত রাজদ্রব্য  
ইহা জ্ঞাপনার্থে রাজনামাঙ্কে চিহ্নিত, তখন মুদ্রা যে কেবল  
স্বর্ণ বা রৌপ্য পিণ্ড মাত্র ছিল, কোন চিহ্নে চিহ্নিত ছিল  
না, ইহা অগ্রাহ। ফলতঃ ডিওয়াড প্রভৃতি হোমরিক  
ব্যক্তিগণ যখন পশ্চাদি-বিনিময় দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি  
খরিদ করিতেন, ভারতসন্তানেরা যে সে সময় প্রকৃত মুদ্রাপদে  
বাচ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। (৩৯)

(৩৯) প্রিন্সেপ সাহেব যত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার  
মধ্যে তাহার ভারতীয় প্রাচীন বৃত্তান্ত নামক (*Indian Antiquities*, Vol. I.)  
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে, Plate vii তে বিহাটের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রার যে সকল  
ছবি দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রথমসংখ্যক মুদ্রা নানা কারণে অঙ্গুমিত  
হয় যে, উহা ধৰ্তের পাঁচ শত বৎসর পূর্বের। ঐ মুদ্রারও আকারে  
দেখা যায় যে উহার উভয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ছবি ও অক্ষরে অঙ্কিত। সত্যই  
মুদ্রার ওরূপ তাব ঐ মুদ্রার মুদ্রাঙ্কন তারিখ হইতে প্রচলিত হয় নাই।  
তাহার বহুপূর্ব হইতে নিঃসন্দেহই চলিত হইয়া আসিয়া থাকিবে।

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত কিরণপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ছিল এবং হইত, তাহা কেকয়রাজকর্ত্তক ভরতকে উপহার প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তথায় (২১৭০।১৪) কথিত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কশ্মল, মৃগচর্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাণ্ডের ঘায় বলসম্পন্ন করালবদন কুকুর, দুই সহস্র নিঙ্ক, এবং ঘোড়শ শত অশ্ব ভরতকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

ভারত এখন প্রাচীন গৌরবের প্রথম পর্যায়ের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছেন। এখন রাজন্যবর্গের তেজস্বিতা অপরিসীম। যদিও উহা আঙ্গতেজে কিয়ৎপরিমাণে খর্বগৌরব হইয়াছে, তথাপি তেজঃ সূর্য্যবৎ প্রদীপ্যমান। পূর্বের ঘায় এখন পশুবৎ তেজঃ নহে, তাহার সহিত সদসন্ধিবেচনা প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইয়াছে। সমাজে এখনও বীর্য্যের গৌরব এত অধিক যে, রাম এত গুণসম্পন্ন হওয়াতেও, বাল্মীকি তাঁর বল-পরীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দিতে সক্ষম হয়েন নাই। সীতা স্ত্রীলোক হইয়াও বীর্য্যগৌরব এতদূর বৃঝিতেন যে তিনি রাবণ কর্তৃক জয়লক্ষ না হইয়া হত হইয়াছেন বলিয়া, রাবণকে কতই ধিক্কার দিয়াছিলেন। আবার পরশুরামকে আঙ্গণ জানিয়া; যদিও রাম আঙ্গণে ভক্তিবশতঃ অস্ত্রোভোলন করেন নাই; কিন্তু পরশুরাম, ভৌরুতা তাহার কারণ, ইহা ভ্রম-ক্রমে নির্দেশ করিয়া যখন ভৎসনা করিলেন, তখন রাম ভক্তিমোহ পরিত্যাগ করিয়া সদর্পে কহিলেন

“বীর্য্যহীনমিবাশতঃ ক্ষত্রিয়শ্চেণ ভার্গব।  
অবজ্ঞানাসি মে তেজঃ পশ্চ মেহদ্য পরাক্রম্ ॥”

কি মধুর বাক্য ! এ বাকেয়ের কি তখন প্রতিখনি হইয়াছিল, না প্রতিখনি উহা করগত রাখিয়া আজি পর্যন্ত ধনিত করিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন ? তবে কবে হইবে ? যে দিন হইবে, সেই না জানি কি স্বুখের দিন ! ভারতসন্তানেরা সেই দিন সে মধুর ধনিতে না জানি কতই আনন্দ লাভ করিবেন ! কতই পোষিত আশা ফলবতী তাবিয়া মুঞ্ছ হইতে থাকিবেন ! তাহাদের সেই ভাবি স্বুখের চিন্তা মাত্রেই আমরা যখন এত সুখী হইতেছি, তখন তাহাদের সে সুখ যে কত উন্নত স্বভাবের হইবে তাহা কে বলিতে পারে !

#### ৪। সামরিক ব্যাপার।

সাগরগর্ভে মহার্হ রত্নসংকার, এবং ঘোর নিজ্জন্ত অরণ্যে বিকসিত-কুসুম-গন্ধ-প্রবাহ, লোকসমাগম তাহাতে আকৃষ্ট না হইলেও, নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন-পরাধীনা ভারতে এক-কালে বল, বীর্য, শৌর্য, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলাদির বরপুত্রগণের আবির্ভাব, এবং তাহাদের গোরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উড্ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয় ? রাম, লক্ষণ, ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্বজিৎ অর্জুন, আসমুদ্রকরগাহী রাজরাজেশ্বর দুর্যোধন, জরাসন্ধ, রন্তিদেব ইত্যাদি নাম মহাকবিগণ তাহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অনুত্ত কার্য-কলাপ হেতু অলৌকিক জীব-অংশে তাহাদের জন্ম নির্দেশ

করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ভঙ্গিতাবে 'সেই সকল শুনিয়া অথশুনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই সকল শুনিতেছি, কিন্তু পূর্বকালের বিশ্বাস ভাঙিয়া গিয়াছে; এখন তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ। তোমার প্রমাণ, খঃ পৃঃ ৪০০৪ সঙ্গে মিশ থায় না বা তদ্ধপ সারুবান্ত যুক্তি। আমারও প্রমাণ খঃ পৃঃ ৪০০৪ মানি না বা তদ্ধপ; স্ফুতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদস্থলে কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন ভারতের গৌরব স্থলে আলেকজণ্টার, সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়নের ন্যায় ঘোষ্যা; গ্রীসীয় কন্দ্রস্ম বা হেলিবটায় উইলিন্সনের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতায় আঘ্য বা আঘ্যতুল্য-প্রাণঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্মপিলিন ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক-সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগভে নিহিত হইয়াছে। বর্জানশূন্য নরমাংসভোজী আজ্ঞতেক জাতিও ইতিরুত্তরক্ষণের মর্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে, আর্যসন্তানেরা উচ্চবিদ্যাবিশারদ হইয়াও তাহার মর্মাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই! যাহা হউক, সে সকল তৎকারণ-বশতঃ যদিই কালগভে নিহিত হয় এবং নামবিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যায়, তথাপি যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলব্ধ করিতে অন্তর্ক্ষণই লাগিয়া

থাকে। লোকচরিত্রসমূহের সঙ্গেই সমাজচিত্র। যে সমাজের বিবরণ-আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্বে প্রতিফলিত; সে সমাজের লোকচরিত্রও স্ফুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য, বীরত্ব ইত্যাদি দ্বারা নির্ণিত। আচীন ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র তজ্জপ। অতএব লোকস্মৃতি কালসমীপে দুর্দিমনীয় হইলে, নিঃসন্দিক্ষিতভাবে নামবিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথনই কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তথনই দেখিতে পাই যে, তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতিবিহীন্ত সময়ে উত্তরকুরু-বর্ষ-পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজয় বা দাসান্তুদাস কুতু-দিনের ভারতে আগমন পর্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়জ্ঞম করিতে পারিত না, যাহার বংশাবলী অন্তু বীরত্বে জগজ্জেতা আলেকজণ্টারকেও স্তুতি করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোম স্বাট আগস্তসের সহ সখিহনিবক্ষন তাহার সভায় দৃত প্রেরণ দ্বারা রাজতত্ত্ব মীমাংসা করিতেন, যাহার বংশাবলী গ্রীকভূমি-পরাজয়ার্থ পারস্পরাজের সৈন্যমধ্যে গণনীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বংশাবলী জ্যোতিষ এবং অঙ্ক-শাস্ত্রে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্মদাতা, সেই জাতি যে আচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, এ কথা শুনিব না, এবং শুনিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু সেই সকল নাম কাল-কবলে নিহিত বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে,—সেই সকল

পূজনীয় নাম সাংগৱগৰ্ভস্থিত মহার্হ বত্ত এবং বিজন-আৱণ্য-স্থিত সুবাস কুমুমের সহ সমভাবত্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বালীকিৰ সাংময়িক সমাজ বীৱীৰ্য্য সাহস ইত্যাদিৰ ঘাৱা প্ৰতিপৰ্বে প্ৰতিফলিত। রামায়ণেৰ যুদ্ধকাণ্ড বীৱীত্ত সাহস এবং স্বপক্ষ-হিতেবিতাৰ আভাসে পৱিপূৰ্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষৰক্ষণচাতুৰ্য্য নানাবিধ ও চমৎকাৰ। যুদ্ধপ্ৰণালী, বৃহৎৰঞ্চনা প্ৰভৃতি হোমৱিক সময়েৰ তত্ত্ব বিষয়েৰ সহ সমজাতীয়। যুদ্ধহলে সেনাপতিই সৰ্বেসৰ্বা, তাহাদেৱ হারি-জিতেৱ উপৱ যুদ্ধেৱ ফল প্ৰধানতঃ নিৰ্ভৰ কৱিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মৱিতেছে ও মাৱি-তেছে। জয়োদ্দেশ্য নগৱ সকল প্ৰাকাৰ-পৱিত্ৰায় সমাৰূহ, শক্রগণেৰ পক্ষে সহসা সুগম নহে। দেশৱক্ষাৰ্থ যজ্ঞপ তুৰ্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবৱেৰোধকাল ও অসময়েৱ নিমিত্ত তুৰ্গে যেৱেৱ দ্রব্যাদি সংঘয় কৱিয়া রাখা হইত, রাজ-ধৰ্ম-প্ৰস্তাৱে তাহা বথাযথ বৰ্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চাৱিবিধ ; হস্তী, অশ্ব, এবং রথে আৱোহণ কৱিয়া যাহাৱা যুদ্ধ কৱে, তাহাৱা এবং পদাতি (৪০)। অন্ত নানাবিধ ; শৱাসন, চৰ্ম্ম, শৱ, খড়গ, মুদ্গাৱ, পট্টিশ, শূল, পৱণ, চক্ৰ, তোমৱ, শক্তি, পৱিষ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতষ্ঠী(৪১)

(৪০) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্ট হয়, রথী ও পদাতি।

(৪১) যদ্বাৱা শতজনকে এককালে হনন কৱা যায়, তাহাকে শতষ্ঠী অন্ত বলে। এই শতষ্ঠী অন্ত কি ? এই অন্ত শক্রাৰ্থ-অমুক্ষপ সাৰ্থক না হউক, একেবাৱে নিৱৰ্থক বলিয়াও বোধ হয় না। গঙ্গাৱ খাল কাটিবাৱ সময় বিহাটেৱ নিকট ভূগতে নিহিত যে একটা গ্ৰামেৰ ডগাৰশেষ উদ্ধাৱ হয়,

নামক অন্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে। রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, বিশামিত্র যে স্থলে রামকে মন্ত্রপূর্ত রংজ অঙ্ক প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূর্ব অঙ্গত বহু বিকটনাম-যুক্ত অঙ্কসমূহের উল্লেখ আছে। উহা কবিকল্পনার পরা কাষ্ঠ। যাহা হউক, উপরে যেরূপ অন্ত্র শান্ত এবং চতুর্বিধ

সেই গ্রাম অতি পূর্বান্ত এবং খৃষ্টের অনেক পূর্বের বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তৎসম্বন্ধে ঐ গ্রামে প্রাপ্ত মুদ্রার সময় নির্ণয়ে (*Princep's Indian Antiquities, Vol. I. plate xix*) বৃত্তান্ত দেখ। ঐ পুস্তকের উক্ত গ্রামের মুদ্রা-বিষয়ক plate vii হইতে প্রথমসংখ্যক মুদ্রার অক্ষরসমূহ, এবং xxxvii plateএ (*Vol. II of the book*). যে বর্ণালা দেওয়া আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল, ইহা সেই অক্ষর। অতএব কেবল অক্ষর দেখিয়া ধরিলে এই মুদ্রা সেই সময়ের বা তাহার পূর্বের হইতে পারে। এই মুদ্রা যেখানে পাওয়া পিয়াছে, সেই খানেই আর এক বস্তু পাওয়া যায়; তৎপ্রসঙ্গে “There are some other things, one bearing in some respects a resemblance to a small cannon, another to a button hook” &c.—*Col. Caulley's report quoted by Princep.* আবার বাকদের প্রসঙ্গে “I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India” পুনর্চ “The use of it in war was forbidden in their sacred books, the Viedam or vede”—*Beckmann's History of Inventions and discoveries, Vol. II.* তবে কি, বর্তমানভাবে না ইউক, অতি সামান্যভাবে, যাহাকে অতিকষ্ট এবং কোনোরূপে কামান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, এরূপ কোন আগ্নেয় অন্ত্রের ব্যবহার রামায়ণপ্রণেতার সময় ছিল? বৈদিক গ্রন্থ আমি যতদূর দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাতে ত বাকদের নামগন্ধও দেখিতে পাই না। বেক্তান সাহেব কি স্মরে কোথাও দেখিয়াছেন তাহা তিনিই জানিতেন। ফলতঃ তৎকালে কামানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং আকাশে গৃহ নির্মাণ করা উভয়ে প্রায় সমজাতীয়। তবে কি না বিষয়টা দেশের, এনিমিত্ত সে বিষয় বৃথা হইলেও আলোচনা করিতে আনন্দ বোধ হয়।

সৈন্যের বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে ৪৭৯ খৃঃ পূঃ। প্লেটিয়ার যুক্তে জরঞ্জিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি এবং অশ্বরোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিন্তু ভারতীয় তাহা বলিতে পারি। ইহাদের বৃত্তান্ত হিরোডেটাস তাহার পুস্তকে (৪২) ঘূর্ণপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি-কথিত আর্য সৈন্যের বৃত্তান্ত সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা কখন সমুদ্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাল্মীকিতে তৎসমষ্টিকে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুক্তের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাহার দুরভিসংক্ষি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন

“নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্।

সম্ভক্তানাং তথা যনাস্তিষ্ঠিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥” ৮

—“অসংখ্য কৈবর্ত্যুকা কবচাদিধারণপূর্বক যুক্তপ্রতীক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় আরোহণ করিয়া রহক।”—ইহার সাদৃশ্য মেঞ্জিকোবাসীদিগের তেজকুকো হৃদের নৌযুক্তে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুক্তের বলে স্পানিয়ারা একরাত্রে এত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েন যে, আজি পর্যন্ত তাহা “মহাকুরাত্রি” (Noche Triste) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপরে যতপ্রকার অন্ত্বের বিষয় কথিত হইল, তাহার  
মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অন্ত্ববিশেষে পারদর্শিতা লাভ করিয়া খ্যাতি-  
যুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনুর্বাণেরই যুদ্ধকালীন  
বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে  
সজ্জিত হইতেন;—শরীর বর্মাবৃত, শিরে শিরস্ত্রাণ, পৃষ্ঠে  
শরপূর্ণ তৃণ, কটিতে লম্বমান খড়গ, এবং শরাকর্ষণ নিয়িত  
অঙ্গুলিতে গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্বাণ। রথের আকীর্ণ  
একরূপ একস্থানে দেওয়া আছে

“তং মেরুশিথরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম् ।

ହେଗଚକ୍ରମନସ୍ଥାଧଃ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମୟକୁବରମ् ॥୧୩

ମେତ୍ୟାଃ ପୁଣ୍ୟକ୍ରମେ ଶୈଳେଷକ୍ରମ୍ୟକୁ କାଞ୍ଚିନେଃ ।

ମାଙ୍ଗଲେଃ ପକ୍ଷିନାତ୍ୟେଷ୍ଚ ତାରାଭିଷ୍ଚ ସମାବୃତମ् ॥୧୫

ଧ୍ୟଜନିଶ୍ଚମୁକ୍ତଃ କିଞ୍ଚିତ୍ତାପିତ୍ତଃ ।

ମନ୍ଦିରାଳୟ କୁଳେ —————— || ୧୫ ” ୩୧୨

—উহা মেরুশিখরাকার (তদ্বৎ উষ্ণত), তপ্তকাঞ্চনভূষিত,  
হেমচক্র ও বৈদুর্যময়-কুবর-সম্বলিত। উহা কাঞ্চননির্মিত  
নানাবিধি মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ, সূর্য, মাঙ্গল্য পক্ষী  
এবং তারাগণে ইতস্ততঃ পরিবৃত। ধৰ্ম এবং খড়গ সম্পর্ক,  
কিঞ্চিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্ব দ্বারা বাহিত।(৪৩)—

ରଥେର ସାରଥ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ବା ବଞ୍ଚୁଦ୍ଵାରା ଓ ସମ୍ପନ୍ନ ହିଁତ । ଜାତୀୟ ଧର୍ଜ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଲୀନ ଧର୍ଜବାହନ ସଥନ ବୈଦିକ ସମୟେ ଓ ଦୃଷ୍ଟି

(৪৩) রথের আকারান্ডি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত খঃ বেঃ ৫-৬২-৬,  
৬-২৯-২, ৮-৩৭-১১, ১-৬-২ ইত্যাদি মন্ত্র।

হয়(৪৪), তখন যে রামায়ণের সময়েও তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে প্রমাণ উল্লেখ করা বাহ্যিকমাত্র।' রঘুবংশীয় রাজাদিগের ধর্মজের নাম কোবিদার ধর্মজ। নিষাদরাজ গুহের ধর্মজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুত-রাঃ যুদ্ধে কৌশলের ন্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতা-স্বয়ম্ভৱের রামের দৈহিকবলপরীক্ষা ধনু উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, যত দুর্দুতির কক্ষাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বালিদুর্দুতির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব-বালীর যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ। ইত্যাদি। (৪৫) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালী ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগ্যুদ্ধ হইল, তৎপরে “বালী সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাত মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক, যেমন পর্বতের উপর বজ্র নিঃক্ষেপ করে, দেই

(৪৪) “যত নরঃ সময়স্তে কৃতধর্মজঃ”—১০-১০-৩ খঃ বঃ।

(৪৫) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্কে—

“বদাশ্রোষং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জলস্তং,

দোর্যাং হতং ভীমসেনেন”

ইত্যাদি বিস্তারিত বৃত্তান্ত দ্রোণপর্ক অধ্যায়ে দেখ।

রূপ বালীর উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালী  
বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন' হইয়া, সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার  
আয়, বিহুল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত,  
উভয়ের বেগ শরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভৌমমূর্তি ও রণদক্ষ,  
এবং উভয়েই পরম্পরের রক্ষাদ্বেষণে তৎপর। তৎকালে  
উঁহার। আকাশের চন্দ্র সূর্যের ন্যায় দৃঢ় হইলেন এবং তুমুল  
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটি প্রথের  
নথ, মুষ্টি, জানু, পদ ও হস্ত দ্বারা পরম্পরাকে বারংবার প্রহার  
করিতে লাগিলেন।”

বৃহৎ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ। (৪৬) চতুর্বিধ সৈন্য যথাক্রমে  
বৃহৎ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত

(৪৬) এই সংগ্রাম-পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম-পদ্ধতি বিলাইয়া  
দেখায় আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সমক্ষে গ্রোট এরূপ লেখেন  
“The mode of fighting among the Homeric heroes is not less  
different from the historical times, than the materials of which  
their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites  
or the heavy-armed infantry, maintained a close order and  
well-dressed line, charging the enemy with their spears pro-  
tended at even distance, and coming thus to close conflict with-  
out breaking their rank: there were special troops, bowman,  
slingers, &c. armed with missiles, but the hoplite had no wea-  
pon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and  
Odyssey, on the contrary, habitually employ the spear as a  
missile which they launch with tremendous force: each of  
them is mounted in his war-chariot drawn by two horses and  
calculated to contain the warrior and his charioteer, in which  
latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to  
serve. Advancing in his chariot at full speed, in front of his

କରିଯା ସଥାଯୋଗ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରହସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହଇଲ । ରଗବାଦ୍ୟ-ନିର୍ବୋଧେ  
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ୍ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଇଲ । ଉଭୟଦିକେ ସିଂହୁନାଦ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର

---

own soldiers, he hurls his spear against the enemy : sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is usually near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield, helmet, breastplate and greaves ; but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described.”—*Grote's Greece.* Vol. I, p. 494. ଏକଣେ ଦେଖିବେ ସେ ହୋମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଗବୃତ୍ତାନ୍ତ ବାଜୀକିର  
ମହ କତ ମାତ୍ର ଅନ୍ତର । ଫଳତଃ ଜଗତେର ସକଳ ଆଦିମ ସଭ୍ୟ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ  
ଜ୍ଞାତିର ରଗବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏହିରୂପ । ଖୃତୀୟ ସୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ  
ଜ୍ଞାତିର ରଗବୃତ୍ତାନ୍ତର ମହ ମିଳାଇଯା ଦେଖ । ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପେକ୍ର ରାଜ୍ୟର  
ଆଦିମ ଅଧିବାସୀରା ସ୍ପାନିଯାର୍ଡରେ ମଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁତେହେ ।—“Many  
of the Indians were armed with lances headed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces  
and battle-axes of the same metal. Their defensive armour,  
also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques  
richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made  
like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads  
of wild animals garnished with rows of teeth that grinned  
horribly above the visage of the warrior. .... the Spaniards  
were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and

এবং শিঙ্ঘনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্যুক্ত। তৎপরে যদৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুক্ত হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুক্ত বাজিল। রথীতে রথীতে, পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, ঘন্টে ঘন্টে, যুক্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মযুক্ত হইলে, যে হুই জনে যুক্ত হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হারি হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। যুক্তকালীন পূর্বকথিত অন্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে, সে সেইরূপে আত্মপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিবে। সমজাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুক্ত হইলে অন্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহার যাহাতে স্ববিধা তদন্তুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিষ্কেপ দ্বারা যুক্ত, এবং সম্মিকটবর্ণী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা, খড়গ, শূল, পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত, হইত। প্রথমে ব্যুহ-রচনা দ্বারা সৈন্যসমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ

atabal, mingled with the fierce war-cries of the barbarians, as they let off volleys of missiles of every description,..... But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in some bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire. &c.—*Prescott's Conquest of Peru.*

দলের প্রধান চেষ্টা! সর্বপ্রথমে বৃহত্তেজ করা। যুক্তারজ্ঞেই যে পক্ষের বৃহত্তেজ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতিরা বিবিধ মণি রত্নাদি বীর-সাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজপতাকাশোভিতরথারোহণে সর্ব-দাই থাকিতেন, এবং তখা হইতে ধনুর্বাণাদির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ ঘূর্ছ করিতেন। উভয় সেনাপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া মল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদের পাশ্চে আরও রথ থাকিত, পূর্ব রথ তথ্য হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন; এবং সেনাপতি রণক্঳ান্ত বা মুচ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রथীর প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং শেষেও কারণ হেতু সারথি গর্বিত রাবণের নিকট অনেক বাঁর তিরস্কারও সহ করিয়াছিল।

রামায়ণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে ঐ সারাংশ সন্তুষ্ট বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বর্ণিত ঘূর্ছ অন্তুত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্বত পর্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষ জনের লক্ষশরণিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটী বীর। এ সকল লোকে অসন্তুষ্ট, কবিকল্পনায়ও তাহাই, কেবল বাল্মীকির ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সন্তুষ্ট। বাল্মীকি ঝৰি, ঘূর্ছ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কि না তাহা তিনিই জানিতেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাহার ঘূর্ছবর্ণনের মূলমন্ত্র।

বাল্মীকি-বর্ণিত সংগ্রামক্রিয়ার উপর আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহাকর্তৃক বর্ণিত অন্ত শন্তি সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় রণস্থলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অঙ্গেশে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্ববদ্ধী, বহুবিদ্যাবিশারদ ও সর্বজনপূজনীয় একজন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়াছেন এ কথা অসম্ভব। যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অন্ত শন্তি সাজ ও সেনানিবেশ একসময় নিঃসন্দেহভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি যে সেই সকল অন্ত শন্তি সাজাদি অন্যান্য আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের তত্ত্ব বিষয়ের সহ কিছু কিছু ইতরবিশেষতা ব্যতীত সমজাতীয়; আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে যখন সমরপ্রণালী প্রায়ই এক, তখন বাল্মীকির সাময়িক সমরপ্রণালীও যে তাহার সঙ্গে সমজাতিত্ববিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

রাবণ ও রামের নিমিত্ত সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা দৃঢ়ে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রত্যেক রাজ্যেরের আচ্চরাজ-ধানী-রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক সেই পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য রক্ষিত হইত। অধীনস্থ সন্ত্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নির্দিষ্ট সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাজার যুক্ত সমরে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আচ্চরাজনে রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সন্ত্রান্তগণ ডাকিবামাত্র ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গকে যুক্তার্থে আপন আপন অন্ত শন্তি লইয়া তদাঙ্গানুবর্তিতায় উপস্থিত হইতে-

হইত। অস্ত্রব্যবহারসময় ব্যতীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছ। আত্মবন্তি অথবা শুন্দের উর্দ্ধে অপর যে কোনও বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক কিরাত যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এজন্য বোধ হয় তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তি-ভোগে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইত। যে সকল ব্যক্তি আপন প্রভুর আহ্বান মত অস্ত্রহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা তন্মিতি ইউরোপীয় ফিউডাল সাময়িক এসকুয়েজ (escuage) নামক করের ন্যায় ক্ষতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা জানি না। সৈন্যসংগ্রহপ্রথা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজারা প্রভুর আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত যখন অপর সময় যদৃচ্ছ। অতিবাহিত করিত, তখন, এমন অবস্থায় তাহারা দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু নিত্য নৃতন যুদ্ধকৌশল শিক্ষার স্বযোগ অল্লাই পাইত ; স্ফুতরাঙ্গ তাহারা যে রণস্থলে পালে পালে নিপাতিত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান् বৃক্ষিমান্ত ও নৃতন তত্ত্ব উদ্ধাবনে পৃষ্ঠ, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভুত্বহানিকূপ ফল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানাকূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌশলী হইতে হইত। এইনিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীনসাময়িক যুদ্ধের জয় পরাজয় তত্ত্বপ লোকের একা যুদ্ধে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তত্ত্বিপরীক্ষাতে রাবণের পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা

দেনীপ্রয়মান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব-প্রকার গোরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গোরব ইহার বহিভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বত্বাব ও অবস্থা অনুসারে তত্ত্ব বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্ষণাত্মক সাধারণতঃ মনুষ্যের বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গপ্রায় স্বচ্ছলচারী মানব, যাহার এ জপ্তে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষজনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তের অভ্যুৎকর্ষ-লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্য পদে পদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটীর সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি। দ্বিতীয়টীর তদ্বপ্ন সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল গ্রানেডা হইতে মুসলমান এবং ইয়ুনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্বাসন প্রভৃতি। মধ্যমাবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল লক্ষণ সেনের বাঙ্গালা দেশ, অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অভ্যুক্ত মানসিক উৎকর্ষ হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ঠ সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস, ইহার মূল একমাত্র দৈহিক বল। এ কথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিক বল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্তভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে, বাসনার মূল গায়ের জোর;

এ কথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়, কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দৈখিতে পাই? এক জাতীয় স্বাধীনতায়, অপর চিন্তের উৎকর্ষে। কুকি সাঁওতালের যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, ‘ডাইল-রাউট’-ভোজী সবলকায় হিন্দুস্থানীতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়া বৃহৎ গাছকেও দোচুল্যমান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নিজস্ব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা! ফন্তঃ বাসনার মূল পুর্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনুমত সমাজে পূর্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষে অভাব বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসারে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গলের আর কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা, সেখানেও জয়ন্ত্রী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক রল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধম কৌশল এ তিনি একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত খণ্ডি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলক্ষ লোক লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন

অনার্য্য দশ্যুরা এই ভারতের সর্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্যগণের তুলনে, তাহারা সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্তী বালুকা-বৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সভ্যের অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের জোর এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা করিলে, শেষোক্তেরা সিংহের নিকট মশকমদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহাদের বাসনাও বিপুল ছিল, নতুন তাহারা এত রক্ত-পাত করিতে পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব—অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যেরা অল্লবল ও অল্লসংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষ অত্যন্ত অধিক; সুতরাং ইহারা কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঞ্চুপ মেঞ্জিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চারি শত পদাতি ও পনেরটা অশ্ব লইয়া লাসকালায় (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলে সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, কিন্তু সাহস ও বীরত্ব সহ বারংবার স্বদেশরক্ষণে যুক্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেক্ষাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল। ইহার স্বত্বাব চরিত্র আলোচনায় একপ বোধ হয় যে, এই দুর্ভাগ্য ইশিয়ান যদি অনুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহা হইলে বিখ্যাতনামা নৃতন পুরাতন অনেক মহাবীরের যশো-রবি মলিন করিয়া ফেলিত; কিন্তু এটীও অরণ্য-কুমুম।

এততেও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অঙ্কলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদান্ত হইল। তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাত্রাজ্যের রাজধানী টিনক্টিলানে উপনীত হইলেন। এই সাত্রাজ্যের দেববৎ পূজিত অবিতীয় অধীশ্বর কোর্টেসের অনুচর বিলাস-কেজের জ্ঞানুভূতিতে ভয় পাইয়া স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবক্ষ হইলেন। যাহার জ্ঞানুভাবে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি-হেলনে পতঙ্গপালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সন্ত্রাস্তের ক্ষম্ব ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অল্পক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেস হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার ঘূল, বাসনা এবং উৎকর্ষজনিত কৌশল ও হৃত্তিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেঝিকোবাসীরা যত রক্ত পাত করিয়াছে, এক পেরু ভিত্তি কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা দেখা যায় না। ঐরূপ জরুরিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুক্তেও উৎকর্ষের জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত-লাবণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিকমণ্ডলের অধিনায়ক রঞ্জিয়ারাজ পৌটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্র মেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চার্লশ কর্তৃক কিরূপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পৌটর তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডেরা তাহাদিগেরই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত একুপ ভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পৌটরের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এ বাক্যের সত্যতাসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণশ্রয়েগ অনাবশ্যক।

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসমুদ্রকরগাহী স্বাট্, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্যন্ত যাহার রাজস্ব-বিস্তার, তিনিও ভারতে সিদ্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন ন।, কিন্তু দাসানুদাস কুতুবুদ্দিন সচ্ছল্লে ভারত-সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোমরাজ্য বিশ্ব-ব্যাপি, কয়েকজন বর্ষবরে তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি ? পূর্বাঞ্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না ; পূর্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে, উৎকর্ষের মলভাগ বিলাস এখন সর্বস্বধন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে ?

বিজ্ঞানোন্নত কৃত্রিম বলের পূর্বে মল্লযুক্ত বহুপরিমাণে রংশ্লে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিরাছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে, পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সে দিন একটা মল্লযুক্ত দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব, কিন্তু এ মল্লযুক্ত এখন আমোদহৃলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরূপিত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎকর্ষ এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ যুগের অধিনায়ক। ভারত-সন্তান, শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

রামায়ণপ্রণেতার সাময়িক রাজ্যসংস্থান-প্রণালী অবলোকন করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে বহুতর ক্ষুদ্র রাজা প্রদেশভেদে স্বষ্টি-প্রধান হইয়া আপন আপন রাজ্যমধ্যে ষড়চ্ছা রাজ্যশাসন করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিবেশী রাজাদিগের সঙ্গে একেবারে ছিমসম্মত ছিলেন না। সর্বত্র আক্ষণে ভক্তি থাকায়, ও আক্ষণে প্রায় নিয়মদাতা হওয়ায়, বৈবাহিক সূত্রাদিতে পরম্পর পরম্পরারের সহিত সম্বন্ধে আবক্ষ থাকিতেন, এবং উৎসবাদিতে একত্র সমবেত হইয়া স্থুৎসম্মিলনে আমোদ প্রমোদ করিতে বিরত হইতেন না। এই প্রত্যেক রাজাদিগের অধীনে অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীশ্বর থাকিতেন। তাহারা আপনাপন স্বামীকে যথোপযুক্ত কর প্রদানে স্বীয় নির্দিষ্ট সীমায় ষড়চ্ছা ব্যবহার করিতেন। নানা কারণে অনুমান হয় যে, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন নগর, গ্রাম বা তৎসমষ্টিবিশেষ শাসনের নিমিত্ত গ্রামপতি পুরপতি প্রভৃতি এক এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন। অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীশ্বরদের কোন যুদ্ধকালে আপন আপন অধীনস্থ সৈন্য লইয়া রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সেনাপতি ব্যতৌত সৈন্যগণ প্রায়ই অশিক্ষিত থাকিত। সুতরাং এক এক সেনাপতির বাহুবিক্রমের উপর যুদ্ধফল অনেক সময়ে নির্ভর করিত। এ সময়ে যুক্তে ধনুর্বাণ খড়গ আদি অস্ত্র শস্ত্রই ব্যবহার অধিক হইত। কামান গোলাগুলির চিঙ্গ পাওয়া অবশ্যই ছুট। সৈন্য-চলাচল সময়ে শিবিরাদি প্রায়

খড় বঁশ এই সকলের দ্বারা নির্মিত হইত। সৈন্যেরা তাহাতে যথাবশ্রুক সময় স্ববস্থান করিয়া প্রস্থানকালে তাহাতে অগ্নি দিয়া প্রস্থান করিত।

এ সময়ে রাজ্যশাসন-প্রণালী যথেচ্ছাচার। কিন্তু সেই যথেচ্ছাচার প্রায় সর্বদাই স্ফুরুক্ষিপ্রসূত। রাজারা নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, এবং ভ্রান্তি ও অন্যান্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের সুপরামর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। রাজপুত্রেরা অনেক সময়ে বাল্যবস্থা হইতেই বিবাহ করিতে আরম্ভ করিতেন। বহুবিবাহ প্রথা তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত বলিয়া দেখাযায়। রাজা স্বয়ং দেবতার অবতার-স্বরূপ বলিয়া বিখ্যাস ছিল। প্রমাণ এবং অনুমানে যতদূর সিদ্ধান্ত করিতে পারাযায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এই সময়ে করাদান ও বাণিজ্য-বিনিময়ার্থে প্রকৃত ধাতুমুদ্রা ব্যবহৃত হইত।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

## চতুর্থ অধ্যায়।

### নিকৃষ্টবর্গ।

নিকৃষ্টবর্গ অর্থে মূলজাতি শূদ্র এবং অন্যান্য অন্ত্যজ সঙ্গৰ জাতিকেও বুঝাইবে; যেহেতু এই সকল জাতিই শূদ্রের ন্যায় অনুরূপ শাস্ত্ৰীয় গণনে গণিত এবং শাসনে শাসিত। এই শ্ৰেণী প্ৰায় ইহার জন্মকাল হইতেই সময় ও কাল অনুসারে অল্লই হউক আৱ অধিকই হউক, আৰ্য্য-জাতিৰ নিকট ঘৃণিত এবং দলিত। আৰ্য্যেৱা প্ৰায় চিৱ-কালই মনুষ্যত্বেৰ দিকে চক্ষু প্ৰায় মুদিত কৱিয়া ইহাদেৱ উপৰ অত্যাচাৰ কৱিয়া আসিতেছেন। অতিথাচীনপুৱা-যুভানুসন্ধায়ীৱা নিৱেপণ কৱেন ষে, পাঞ্চাত্য ভূমিৰ আদি সভ্যজাতিৱা এবং ভাৱতীয়েৱা একবৎশোন্তব। যদি তাহাই নিশ্চয় হয়, তবে দেখা কৰ্তব্য যে ইহারা ভিষদেশপ্ৰবাসী হইয়া, মূলমনুষ্যত্বকে কোন্ ভাৱে কোন্ দিকে চালনা কৱিয়া-ছিলেন। পাঞ্চাত্যবাসীৱা স্বগণ হইতে ভিষ লোক পাই-লেই তাহাকে সম্পত্তিস্বৰূপ ত্ৰয় বিক্ৰয় বা ব্যবহাৰ দ্বাৱা ক্রীতদাস-ব্যবসাৰ কৱিতেন; সেই সকল জীৱন মৱণ আপন আপন প্ৰভুৰ কৱাইত ছিল, এবং সমাজ বা রাজন্বারে তাহাদেৱ কোন প্ৰকাৰে বা কিছুমাত্ৰ মুখ ছিল না। অল্লজ্ঞানী অৰ্জিসভ্যেৰ হস্তে এৱপ অবস্থায় দাসবৰ্গেৰ কিৱৰ দুৰ্দশা হইত, অনুমান কৱাও যাইতে পাৱে এবং ইতিহাসেও সাক্ষ্য দিয়া

থাকে। আবার যখন কোন দাসকে কোন অর্কিমভ্য দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন, তখন সে সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে কার্যে বা হটক, কথায় প্রায় সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত, এ পরিচয়প্রদান শেষ মুক্তির কার্য এবং কদাচিং ঘটিত। মুক্তির আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় ছিল, কেহ পশুত্ব হইতে কিঞ্চিং উচ্চে উন্নত হইত, কেহ বা তচুচে পরাধীনবৃত্তিভোগীত্ব হইত, কেহ বা তচুচে কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তিতার স্বাধীনবৃত্তিভোগীত্ব হইতে পারিত, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত প্রকারের পর্যায় অনুসারেও মুক্তিদান সচরাচর ঘটিত না, দাসদিগের রক্তদর্শনই প্রায় নিত্যক্রিয়া ছিল। এখানে কাজেই মমুয়্যত্বের চিহ্নমাত্রণ লক্ষিত হয় না। এখন ভারতের দিকে দেখা যাউক। ভারত সম্বন্ধে যদিও এই পর্যন্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইতে পারে যে, যে ইয়ুরোপ এখন সভ্যতায় অবনীমধ্যে প্রধান বলিয়া পরিচিত, তাহারই এক বৃহৎ এবং সভ্যতম দেশের অধীশ্বর কয়েক বৎসর হইল স্বীয় রাজ্য হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া, উহাই তাহার প্রধান সুখ্যাতি-স্বরূপ হইয়াছে, এবং দে সুখ্যাতি ইয়ুরোপের দিগিগন্তে প্রতিধ্বনিত, ও সুখ্যাতির পাত্র যিনি তিনি সে সুখ্যাতিতে আনন্দে গদগদভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতে এমন দিন কখন হয় নাই যে দিন কোন ভারতেশ্বর স্বপ্নেও সে সুখ্যাতির কাঁরণের অস্তিত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং সেরূপ সুখ্যাতির সন্তুষ্টতা-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি আমরা কিঞ্চিং বলিব। বর্বরই হটক, যবনই হটক,

ভারতে কখন কাহাকে দাসবৃত্তি করিতে হয় নাই। সেই প্রাচীনতম সময়েও, যখন আর্যসন্তানগণ পাশব-বল-প্রকা-শের দ্বারা মার কাট কাট শব্দে হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া ভারতভূমিতে অবতরণ, রাজ্য-সংস্থাপন এবং শক্রশির দ্বিধা-করণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং যখন পালে পালে অরণ্যবাসী দাসবর্গ নিপাত হইতেছিল, তখনও যে কোন দাসসন্তান বাহুবলক্ষ্যে বা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকারে আর্যগণের করগত হইত, তাহারাও স্বাধীনতাবে সচ্ছন্দ-মনে সর্বদা বিচরণ করিতে পাইত, এমন কি সমাজের মধ্যে তাহারা নিতান্ত অগণনীয় লোক ছিল না। পাশ্চাত্য-ভূমিতে দাসদিগের শেষমুক্তি প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; ভারতে (মুক্তিকথা ব্যবহার অনাবশ্যক) নিকৃষ্ট-বর্গের সামাজিক উন্নতপদে অধিরোহণ গুণবত্তার উপর নির্ভর করিত। পাশ্চাত্যভূমির মুক্ত ব্যক্তিরা কথায় মাত্র উন্নতদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত, ভারতের নিষ্ঠাশ্রেণীস্থ কেহ একবার গুণবত্তা দ্বারা উর্দ্ধে উঠিলে, সে সেই উর্দ্ধস্থ জাতির সহ সকল বিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া পরিচিত হইত। অসভ্য ও পরাজিতকে কে সহসা সমকক্ষে স্থাপন করিবে, কোন মহাপুরুষ এমন আছেন? বস্তুতঃ যিনি তজ্জপ করেন, তিনি মহাপুরুষ-পদে বাচ্য নহেন। কিন্তু অসভ্যকে আগে নিষ্পে রাখিয়া পরে যিনি গুণদর্শনে তাহার উন্নতি করেন, তাহারই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাজ। প্রাচীনকালে ভারতে এই মনুষ্যত্বের বহুবিস্তার দেখাযায়, কিন্তু ইহা বৈদিক সময়ে মাত্র, সাধারণ সময় সহ তুলনায় বৈদিক সময় অতি অল্প,

এইনিমিত্ত উপরে অনার্যগণের প্রতি হৃণাবর্ধণ সম্বন্ধে প্রায় চিরকাল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক সময়ের পরেই উচ্চজাতির প্রভুত্বের আধিক্য, এ সময়ে কথিত নৌচ সম্প্রদায় উন্নত জাতির অত্যাচারে প্রপীড়িত, কিন্তু তথাপি আর্যেরা তাহাদিগকে আপন সীমামধ্যে ঘূর্ছা বিচরণ করিতে দিতেন, এবং ইহারা সমাজের অঙ্গ ভিন্ন কখন সম্পত্তিস্থলুপ ব্যবহৃত হইত না। ফলতঃ পাঞ্চাত্য ভূমির সহ তুলনা করিলে, ভারতে চিরকালই মনুষ্যত্ব বিরাজ করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যদি একুপ তুলনাবিহীন করিয়া তোল করা যায়, এবং সেই তোলের সহ ভারতের সম্বন্ধ ঘোগ করায়, তাহা হইলে মুক্তকঠো বলিতে হইবে যে আর্যেরা নিকৃষ্টবর্গের প্রতি প্রায় চিরকালই মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষু প্রায় মুদিত করিয়া অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন। যে সমাজের আদিম অবস্থা অতি সরল, অতি পবিত্র এবং পূজনীয়, সে সমাজের কালসহকারে একুপ আচরণ অতি নিন্দনীয়, আজন্ম মূর্খ ও হীন সমাজের দাস-ব্যবসায় অপেক্ষাও শতগুণে নিন্দনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক অবস্থা পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিকৃষ্টবর্গের পক্ষে মনুসংহিতায় যজ্ঞপ শাসন বিধানিত হইয়াছে, বাল্মীকির সময়েও তাহারা প্রায় তজ্জপ শাসনে শাসিত হইত। সুতরাং যে যে তাবে নিকৃষ্টবর্গ বাল্মীকির সময়ে শাসিত হইত, তাহার বোধার্থে মনুসংহিতার উপর ভারপূর করিয়া, তত্ত্বসংস্কার বর্ণনায় এ স্থলে বিরত হইলাম। রামায়ণ

এবং মনুসংহিতার মধ্যে উক্ত বিষয়ের এক্ষ এবং সান্দৃশ্য প্রদর্শনার্থে, উভয় গ্রন্থ হইতে বিষয়বিশেষের অকটীমাত্র উদাহরণ উদ্ভৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে এক স্থানে কথিত হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রগণের কোপে পতিত হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ ত্রিশঙ্খ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার নিম্নমত চণ্ডালোচিত বেশ পরিবর্তন হয়,

“নীলবস্ত্রধরোনীলঃ পরমো ধ্বন্তমুর্ধজঃ ।”

চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আৱসাভরণোহভবৎ ॥

১৫৮

—নীল কলেবরে নীল বস্ত্র পরিহিত, রুক্ষ এবং খর্বিকেশ, শ্যাশানমাল্য, চিতাভস্মের অঙ্গরাগ এবং লৌহনির্মিত-অলঙ্কার-যুক্ত হইলেন।—মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে,

“চণ্ডালঞ্চপচানাস্ত বহিগ্রামাঃ প্রতিশ্রয়ঃ ।

অপপাত্রাশ্চ কর্তৃব্যা ধনমেষাঃ শ্বগর্দভঃ ॥৫১

বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডে ভোজনঃ ।

কাষ্ঠঞ্চিদমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ ॥৫২”

—চণ্ডাল এবং তজ্জপ নিকৃষ্ট জাতি গ্রামের সঙ্গে সংস্কৰণে বিহীন হইয়া তাহার বহির্ভাগে বসতি করিবে। অপপাত্র অর্থাৎ যাহা উচ্চজাতির অব্যবহার্য (লৌহপাত্র—কুল্লুকভট্ট) এবং পাত্র ভোজন এবং জলপাত্র ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করিবে। কুকুর ও গর্দভ ইহাদিগের ধন। শববন্দ্র ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র। ভগ্ন পাত্রে ভোজন এবং লৌহনির্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবে। এবং সর্বদা ভ্রমণবৃত্তি অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ এক স্থানে নিরূপিতরূপে বাস করিবে না।—

এখানে উভয় গ্রন্থের উক্ত শ্লোকের মধ্যে প্রতি শব্দ-র্থের এক্ষেত্রে নাই বটে, কিন্তু মূল মর্মের বিশেষ অন্তরতাও নাই। বাঞ্চীকি প্রণীত রামায়ণ কথ্য না হইয়া যদি তাঁ-কালিক ব্যবহারশাস্ত্র হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় মনুর সঙ্গে একইরূপ লিখিত হইত। এখানে নিকৃষ্টবর্গের মধ্যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি সামাজিক শাসনের সামুদ্র্য প্রদর্শিত হইল। উপরে কথিত হইয়াছে যে উচ্চশ্রেণীর শুদ্ধেরাও নিকৃষ্টবর্গ মধ্যে গণিত, এবং অনুরূপ শাসনে শাসিত। কিন্তু এখানে চণ্ডালের অবস্থা এবং বৃত্তিসম্বন্ধে বিধানের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, নিকৃষ্টবর্গের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তৎ তৎ বিষয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বিধান। অতএব “অনুরূপ শাসনে শাসিত” এ বাক্য কোন্ অর্থে ফলবৎ হইতে পারে? ইহা বিচার্য। শাসন ঘেরপ লক্ষ্মিত হয়, তাহাতে দেখায়া যে উহা ত্রিবিধি, সামাজিক শাসন, রাজ-শাসন এবং ধর্মাদিতে অধিকার সম্বন্ধে শাসন অথবা উহাকে সহজ কথায় ধর্মশাসন বলিয়া ধরা গেল। সাধারণ সমাজের প্রতি, ভিন্ন ভিন্ন নিম্নতম জাতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এবং সমাজবিধ্যে কিরূপ পদে পদস্থ থাকিবে, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ বিধি যদ্বারা প্রদত্ত হয়, এবং সেই বিধি অনুসারে কেহ অতি উচ্চ কেহ অতি নীচ ইহাও বিবেচিত হয়, তাহাই সামাজিক শাসন। এখানে “অনুরূপ শাসনে শাসিত” এ কথার সার্থকতা লক্ষ্মিত হয় না। কিন্তু সামাজিক শাসন ক্ষণ-পরিবর্তনের অধীন। অবশ্য ইহা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে চিরস্মন প্রথার ন্যায় বদ্ধমূল হইয়াও থাকে, কিন্তু ভারত

পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর পৃথক পৃথক সমাজ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ক্ষণপুরিবর্তনই উহার ধর্ম্ম, বৰ্মূল কদাচ হইয়া থাকে। ভারতে যদিও ক্ষণপুরিবর্তন সচরাচর ঘটে না বটে, কিন্তু সময়সমষ্টি হইতে যদি পরিবর্তনের উদাহরণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে উদাহরণও অন্ন মিলে না। সে উদাহরণসংগ্রহে আমাদের তত আবশ্যিক নাই। যে গোয়ালা জাতি অন্যত্রে জলস্পর্শ করিতে পারে না, নদীয়া প্রদেশে তাহারা সৎশুদ্র ; যে বেহোরাজাতি সর্বত্রেই হেয়, চট্টগ্রামে তাহারা জল-আচরণীয় এবং সৎশুদ্রের ন্যায় সমস্ত কার্যে অধিকারযুক্ত। এক হিন্দু-সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একপ হওয়ার কারণ যিনি অনুভব করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে সামাজিক শাসন কিরণ অস্থায়ী, এবং তাহার উপর কোন চিরপ্রচলিত-বিষয়ক মীমাংসার মূল পতন হইতে পারে কি না। এক্ষণে রাজশাসন এবং ধর্মশাসন দেখা যাউক। এখানে আপত্তি খাটে না ; যত নিকৃষ্ট জাতিই হউক, একবার হিন্দু-সমাজভুক্ত হইলে, সে রাজন্বারে শুদ্ধাদির ন্যায় শাসিত হইবায়, সাম্প্রদায়িক নিকৃষ্টতা অনুসারে কিছুমাত্র ইতর-বিশেষতা প্রাপ্ত হয় না ; এবং ধর্মতত্ত্ব জানিতে একজন অতি অধিমতম সম্প্রদায়েরও যত টুকু অধিকার, এক উচ্চ শুদ্রেরও ততদূর অধিকার। আমার সাধ্যমত অনুসন্ধানে বা আমার অনবধানতাবশতই হউক, এতদ্বিপরীতে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই ; সুতরাং এখানে উচ্চ শুদ্র হইতে নিম্নস্থ সকল সম্প্রদায়কে অনুরূপ শাসনে শাসিত বলিতে হইবে, এবং

সেইহেতু তাহাদিগের সকলকেই নিকুঞ্জবর্গ মধ্যে গণনা করায় অন্যায় হয় নাই। মনু ও রামায়ণ হইতে উদ্ভূতাংশের যে এক্য প্রদর্শিত হইল, উহা সামাজিক শাসন সম্বন্ধে। এখানে উহা এই অর্থের প্রতিপোষক বুঝিতে হইবে যে মনুর অনুরূপ শাসন বাল্মীকির সময়ে এতদুর প্রবর্তিত হইয়াছে যে, পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক শাসনেও তাহা লক্ষিত হয়। অতঃপর বাল্মীকির সময়ের নিকুঞ্জবর্গ হিন্দুজাতিবিচারের কোন পর্যায়-ভুক্ত এবং তাহাদিগের প্রতি কৃত ব্যবহারমালা কি কারণে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা যথাসন্ত্ব এ স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

জাতিবিচার-সম্বন্ধে আদৌ বোধ হয় যে, মানববংশে পশ্চাত্তার এবং মার্জিত স্বত্ত্বাবের সম্মিলনে প্রকৃতি-বিষ্ণে প্রতিবিধিত হইয়া যখন মানবচিন্ত বিকশিত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক চিত্তের ক্রিয়াজনিত যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, সেই বৈষম্যই জাতিবিভেদের মূল কারণ। এবং তাহা বন্ধনের নিমিত্ত অভাববিমোচক যে বৃত্তি, তাহা দৃঢ় রঞ্জুস্বরূপ। আমরা যাহাকে প্রকৃতিশ্চ মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি, যথায় যথায় তাহার অবস্থান, তথায় তথায়ই কোন না কোন নিয়মের অধীন হইয়া জাতি-বিভেদ বিরাজ করিতেছে। এখন বলা কর্তব্য যে, জাতিভেদ কাহাকে বলে,—বৃত্তি অনুসারে সম্প্রদায়-ভেদেই জাতিভেদ। এই জাতিভেদ দেশ-কাল-ভেদে রূপান্তর-পরিগ্ৰাহী হইতে পারে, কিন্তু মূলানুসন্ধান কৱিলে উহা সর্ববৰ্ত্ত একই পদাৰ্থ এবং একইরূপ কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হইবে। সভ্যতার পথস্পর্শী পেৱু এবং মেঞ্জিকোৱ আদিম

অধিবাসীদিগের মধ্যও এ প্রথা, শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট  
মহারক্ষাকারে না হউক, সামাজিকভাবে বর্তমাম ছিল।

যত জাতিতে জাতিভেদ-প্রথা লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে  
ভারতীয় জাতিবন্ধন অতি চমৎকার এবং আর সকল দেশ  
হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। এ চমৎকারিতা, এ স্বাত-  
ন্ত্রের কারণ একমাত্র সম্প্রদায়-পরম্পরায় ছেদ-সম্বন্ধতা।  
যাহা হউক, এ বিষয় পরে কথিত হইতেছে।

বহু জনের এ অনুমান যে, ভারতীয় জাতিপ্রথা বস্তুতই  
অন্যান্য সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক প্রকৃতির, এবং  
উহা আর্যগণের ভারতভূমিতে অবতারণার বহুপরে স্থাপিত  
হইয়াছে। তাহাদিগের একরূপ অনুমান কতদুর সমূলক বা  
কতদুর অমূলক, তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। প্রমাণাদি  
দৃষ্টে আমার যাহা বিবেচনাসিদ্ধ, তাহাই বলিতে প্রস্তুত  
আছি। প্রথমতঃ, মানব-সমাজের উন্নতি ও অবনতি পর্যা-  
লোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবপ্রকৃতিস্থ  
মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন অভাব বিমোচনার্থে ভিন্ন ভিন্ন হস্তের  
যে নিয়োগ, তাহা সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন হস্তের প্রায় নিজস্ব-  
বৃত্তি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, এবং সাধারণ হইতে পৃথক  
ভাবে জ্ঞাপিত হইবার নিমিত্ত অনুরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া  
থাকে। যেমন ‘বিশ্ব’ ধাতু হইতে বৈশ্য শব্দের উদ্ভব।  
এতদ্ব্যতীত, ইহাও একরূপ স্বভাবসিদ্ধ না হউক, প্রায়  
তদন্তুরূপ যে, উভয় পুরুষে পূর্বপুরুষের বৃত্তির অনুসরণ  
করিয়া থাকে। যে খানে সেরূপ, সে খানে বৈশ্যের ন্যায়  
নামবিশেষে বংশ বা শ্রেণীর পুরুষপরম্পরায় আখ্যাত

হওয়ায়, সেই বৎশ বা শ্রেণীর সেই নাম ক্রমে বক্তুল হইয়া আইসে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক দেশ প্রদেশাদির বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীনকালীয় সমাজের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, “ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জাতিবিচার অতি পূর্বান্ত কাল হইতে প্রচলিত। মিসর, আসৌরিয়া, প্রাচীন পারস্য এবং আসিয়া ভূভাগের ওয়ার সর্বত্রই ইহা ঐতিহাসিক সময় প্রবর্তনার বহুপূর্ব হইতে প্রচলিত। মিসরদেশে ফারাও-বৎশের সময় পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, তথায় যতক্ষণ জাতি ছিল, তাহার মধ্যে পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক বারিবাহক এবং রাখাল প্রধান। পারস্যভূমিতে জাতিবিচার পারসীক ধর্মের আদি প্রবর্তক জরথুস্ত্রেও বহুপূর্ব হইতে প্রচলিত। তথায় সমাজ চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল, পুরোহিত, সৈনিক, কৃষক এবং বণিক।”(১) এই সকল জাতি-

(১) *Beeton's Dictionary of Universal information*, p. 429. তথায় আরও লিখিত আছে যে ইহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব যে জাতিবিভাগ বৎশবিভাগে উৎপন্ন, এবং মূলে উহারা ভিন্ন কুল ছিল। একথার আমরা কতদুর প্রতিপোষক, তাহা মূল অস্তাবে জাপিত হইবে। প্রাচীন জাতি সম্বন্ধে *Grote's History of Greece*, Vol. II. pp. 474 to 491. দেখিলে অনেক প্রাচীন জাতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল জাতির মধ্যে জাতিনিচানপথাব সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যৃৎপত্তি অবলম্বন করিলেই, একমাত্র বৃক্ষিই যে তথাবিধ নাম প্রাপ্ত হওয়ার কারণ তাহা প্রতীত হইবে। অনেক বড় বড় ইয়ুরোপীয় পশ্চিতগণের সিদ্ধান্তে ভারতের জাতিবিচার দৈহিক বর্ণনাসারে হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তের অবলম্বন এই যে জাতিশব্দের পরিবর্তে ‘বণ’ শব্দের কথন কথন ব্যবহার হইয়াছে; বর্ণস্বদে রঙ বটে, কিন্তু আর কোন অর্থ কি ছাই হইতে পারে না?

ভেদের সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যৃৎপত্তি অনুসারে জ্ঞাপিত হইতেছে যে, ব্যবসায় অনুরূপ সেই সূকল নাম-করণ হইয়াছে। অতঃপর আমাদের ভারতীয় জাতিপ্রভেদে উক্ত সম্প্রদায়বিশেষের নামের ব্যৃৎপত্তি ধরিয়া দেখা যাইতে যে, সেই সেই নাম কোন অর্থব্যঞ্জক এবং পূর্বোক্ত রূপ বৃত্তি অনুসারে স্থাপিত কি না।

৩৩৪—**৩৩৫** বেদং শুকং পরচৈতন্যং বা বেত্যবীতে বা  
৩৩৬—জাতাবিতি তদ্বাদ্যগাত্মাং ব্রহ্মগোহপত্যাম্।  
৩৩৭ জানাতি ব্রাহ্মণ ইত্যতে পরব্রহ্মজ্ঞে। ব্রহ্ম-অন্ত্যয়।—শুকস্তোমমহানিধি।

Brahman (ব্রহ্ম) the Veda &c. and (অন্ত) affix, and the final syllable of the original word retained.—Wilson.

৩৩৮—ক্ষতস্ত্রায়তে ষৎ সঃ।      ৩৩৯—ক্ষতশ্চাপত্যং  
পুমান्।—শ-স্তো-ম।

ক্ষত্ Sautra root, to divide or eat, unádi affix ষৎ।  
ক্ষত্রিয়—ক্ষত্ and affix ষৎ।—Wilson.

৩৪০—বিশতি উপভূংতে, বিশ্ব-কিপ্স্বার্থে ষ্যএ।—শ-স্তো-ম।  
বিশ্ব to enter (fields &c.) কিপ্স্ব অন্ত এবং added.—Wilson.

শুক্রঃ—শুচ-রক্ত পুঁ চস্য দঃ দীর্ঘচ।—শ-স্তো-ম।  
শুচ to purify or cleanse, unádi affix রক্ত, the vowel made long and চ changed to দ।—Wilson.

এ স্থলে উপরে উক্ত অংশের দ্বারা একরূপ প্রতিপন্থ হইতেছে যে, ভারতীয় জাতিবিচারও আদিম সময়ে

শ্রেণীবিশেষের হৃতি অনুসারে স্থাপিত। স্বতরাং পূর্বে উক্ত ভিন্ন-ভিন্ন-'দেশীয় জাতিবিচার সহ, ভারতীয় জাতিবিচারের মূলদেশ এক। বাহিক ভাবে যে ভিন্নতর বোধ হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কেবল ভারতীয় জাতিবিচারে সম্প্রদায়পরম্পরায় সম্মতিবিচ্ছেদই তাহার কারণ। এ সম্মতিবিচ্ছেদ ঘটনার কারণ নানাপ্রকার হইতে পারে, তাহা পরে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। অন্যান্য দেশাদি সহ সাধারণ ভাবে তুলনে ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, সমাজের রীতি নীতি দুইরূপ, এক সমাজ-পরিবর্তনে উৎপন্ন হয়, আর এক অতিপ্রাচীনকালে উত্তৃত হইয়া পুরুষপরম্পরা চলিয়া আইসে। যাহা সমাজ-পরিবর্তনকালে উত্তৃত হয়, তাহা প্রায় ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায় পুনর্বার পরিবর্তনে লোপ হইয়া যায়; কিন্তু যাহা পুরুষ-পরম্পরা-আগত, তাহা সমাজ ও কালের পরিবর্তন সহ কিছু কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এইমাত্র, কিন্তু একেবারে প্রায় ঋংস হয় না। অতি প্রাচীনকালে মানবকুল যখন এক স্থানে সকলে মিলিয়া বাস করিতেন, সন্তুতঃ সেই সময় জাতিপ্রথার উন্নত হয়, তখন যে ইহা সামান্য-আকার-প্রকার-বিশিষ্ট ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশভেদে বাসভেদে নৃতন সমাজ সংস্থাপন করিলেন, তখন হইতে পূর্বোক্তক্রম-কারণানুসারিণী হইয়া, তাঁহাদের প্রাচীনতম সাধারণ প্রথা সকল নৃতন রকমের বেশভূষায় সুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং প্রত্যেক সমাজ আবার সময়ানুযায়ী

রীতি-নীতি-বিষয়ক-পরিবর্তন-বশবর্তী হওয়ায়, সেই সকল প্রথা পরম্পরের মধ্যে ক্রমে দূর-সম্বন্ধ হুইতে লাগিল। এখন বোধ হয় যে, সেই সকল বহু প্রথার মধ্যে জাতিপ্রথা ভারতে নীত হইয়া সেই নিয়ম-বশ্যতায়, সম্প্রদায়-পরম্পরার মধ্যে ছেদসম্বন্ধরূপ নবভূষায় ভূষিত হইয়াছিল।

জাতিবিচার যেরূপে উচ্ছৃত হইতে পারে, তাহা পূর্বে যেমন বলা গিয়াছে, সেইরূপ, মানব-সমাজে সভ্যতা-সূর্যের প্রথমোদয়েই সন্তুষ্ট। মসুর পিকেটট দ্বারা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আর্যগণ ভারতভূমিতে অবতারণার পূর্বে সভ্যতাপদবীতে পদার্পণ করিতে শিখিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এরূপ ব্যবসায় অনুসারে যে ভারতে অবতারণার পূর্বেই আর্যেরা সম্প্রদায়-বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বিচিত্র কি !

এখন দেখা কর্তব্য যে, সর্বপ্রথমে আর্যজাতি কয়রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বন্যভাব পরিষ্কাগের পরে জ্ঞানের প্রথমোদয়ে দৈবপ্রভাবের অস্তিত্ব মন অধিকার করে এবং আজ্ঞারক্ষার্থে যে স্বাধীন সাহস তাহার ছান্স হয়। সুতরাং দেবতার রোষ তোষ নিরীক্ষণ করা, এবং তাহার যথাযথ নিরাকরণ, শান্তি, স্বস্ত্যযন্ত আদি করা, এক-রূপ বৃত্তি নিরূপিত হওয়ার সন্তুষ্ট। তব্যতৌত স্বায়ত্ত পার্থিব অন্ত্যান্ত আপদ বিপদ হইতে আজ্ঞারক্ষা করা আর এক বৃত্তির আবশ্যক। এতব্যতৌত আহার-সংস্ক্রয়, কৃবিকার্য, বাণিজ্য বা পশুপালনের নিমিত্তরূপ আর এক বৃত্তি আছে। এমন সময়ে বিলাসের আধিক্য কি নামমাত্রই নাই, সুতরাং দাসবৃত্তির তত আবশ্যক হয় না। এখনে দেখা উচিত যে,

আহার-সংক্রয়ন, বিপদ হইতে রক্ষা করণ, ও দেবতত্ত্ব জ্ঞাপন, এই তিনের মধ্যে পর পর উচ্চ বৃত্তি কাহার? এ স্থলে সহজেই অতীত হইবে, দেবতত্ত্বজ্ঞের পদ প্রথম, রক্ষক দ্বিতীয়, আহার-সংক্রান্ত তৃতীয় পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। দেবতত্ত্বজ্ঞ দেবপ্রসন্নতা-বলে রক্ষককে রক্ষা না করিলে, এবং তদ্বারা রক্ষকেরা স্মৃতিক্রিত হইয়া আহার-সংক্রান্তকে বাহিক বিপদ হইতে রক্ষা না করিলে, আহার-সংক্রান্ত আহার-সংক্রয়নে অক্ষম। অতএব যাহাকে যে পরিমাণে বশ্তুতা স্বীকার করিতে হয়, সে নিঃসন্দেহ সেই পরিমাণে ইন্মতাযুক্ত। দেবতত্ত্বজ্ঞ, রক্ষক ও আহার-সংক্রান্তকের যেকোপ পর্য্যায় এখানে যুক্তি অনুসারে প্রদর্শিত হইল, সর্বদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস বিলোড়ন করিলে কার্য্যতঃ তাহাই লক্ষিত হইবে। সে যাহা হউক, আর্য্যেরা পূর্বে যে স্থলে বাস করিতেন, তথাকার বস্তুমতী তত অনুকূলা ছিলেন না, যে আবশ্যক-অনুযায়ি ধন ব্যতীত, আর কিছু উন্নতভাবে দিয়া বিলাসপ্রিয়তার উৎসাহবর্ধক হয়েন। আর্য্যদিগের বিলাসপ্রিয়তা নিঃসন্দেহই রত্নপ্রসবিনী ভারতত্ত্বমিতে আগমনের পূর্বে উন্নত হয় নাই। এতদ্বিষয়ে আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থল বা তৎসামান্যবাসী শকজাতির ব্যবহারপ্রণালী বিশেষ সাক্ষ্য। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, আদিতে আর্য্যদিগের মধ্যে ভাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন মাত্র ক্রমনির্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কারণ, ঐ সময়ে ঐ তিন বৃত্তিই বহুবিস্তারসম্পন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর জাতিবিচার-বিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণমালা আলোচনা করা ষাটুক। সমস্ত খাদ্যে অনুসন্ধান করিলে, এক

দশমমণ্ডলস্থ-পুরুষ-সূক্ত ব্যতীত আৱ কোথাৰে জাতিবিচারেৱ  
উল্লেখ লক্ষিত হয় না। ঐ সূক্তে কথিত আছে যে, পুরুষ  
দেবগণ কৰ্ত্তৃক বলি প্ৰদত্ত হইলে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত হইলেন।  
তৎপৱে তাহার মুখ কি, বাহু কি, উৱা কি এবং পদ কি ?

যৎ পুরুষঃ ব্যাদধৃঃ কথিতাব্যকল্পযন্ত।

মুখঃ কিমন্ত কৌ বাহু কা উক্ত পাদা উচ্যোতে ॥

তদুভৱে কথিত হইয়াছে যে, ব্ৰাহ্মণ পুরুষেৰ মুখ, ক্ষত্ৰিয়  
বাহু, যাহা তাহার উক্ত তাহা বৈশ্যভাগ এবং পদ হইতে শূদ্ৰ  
উৎপত্তি হইয়াছিল।

“ব্ৰাহ্মণোহস্ত মুখমানীদ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ ।

উক্ত তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পত্ত্যাঃ শূদ্ৰ অজায়ত ॥”

এই স্থলেৰ অৰ্থ মুৰ সাহেব এইকূপ কৱিয়াছেন “The Brahmin was his mouth ; the Rajanya was made his arms ; that which was the Vaisya was his thighs ; the Sudra sprang from his feet. আশ্চৰ্য্য বটে যে, মাধবাচার্য্য বা সায়নাচার্য্য  
কৃত ভাষ্য পৱিত্যাগ কৱিয়া মুৰসাহেবেৰ কৃত অৰ্থ এহণ  
কৱিলাম, ঐ ঐ মহোপাধ্যায়দিগেৰ স্থানে মুৰসাহেবেৰ নৃত্য  
দৰ্শন কৱাইলাম। কিন্তু কি কৱিব, আমাদেৱ দশাই এই।  
উক্ত আচার্য্যবৱেৱ ব্যাখ্যাৱ স্থানদান আমাৱ এ প্ৰবন্ধেৰ  
সাধ্যাতীত। কল্পুকভট্ট মনুসংহিতাৱ টীকায় লিখিয়াছেন যে,  
পুৰুষ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ মুখ হইতে ব্ৰাহ্মণ, এবং যথাক্রমে উপৱে  
উক্ত অন্যান্য জাতিব্য যথাস্থান হইতে দৈবপ্ৰভাবে উৎপন্ন  
হইয়াছেন, এবং ইহা সৰ্বসন্দেহেৰ বহিভূত, ষেহেতু উহা  
অতিসিক্ত, এই অতিসিক্তা প্ৰদৰ্শনাৰ্থে বেদোক্ত উক্ত

সূক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তা যাহাই হউক, উক্ত বেদোক্ত পদ অনুসারে খুমাদের যতদূর বিবেচনা হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, শুদ্ধের জন্ম সর্বাপেক্ষা পরে এবং অন্যান্য তিন জাতি তাহার পূর্বে হইতে বর্তমান ছিল। ভাগবত পুরাণে দ্বিতীয় ক্ষণে পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে

“পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।

উর্বোবৈশ্যে॥ ভগবতঃ পঞ্চাং শুদ্ধ অজায়ত ॥”

ইহা বেদানুরূপ কথিত, এবং যেরূপে বেদোক্ত পদের অর্থ নিষ্পম হয়, ইহা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক। যদি এই সকলের দ্বারা এরূপ অভিপ্রায়ই গ্রহণ করি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পূর্বে ছিল, এবং শুদ্ধ পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তবে সেই শুদ্ধ আগে কাহারা ছিল, কিরূপে সমাজস্থ হইল, এবং কি মূল কারণ অনুসারে তাহারা সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইল, এ প্রশ্ন স্বতই উপস্থিত হয়। সে প্রশ্ন বিবেচিত হওয়ার পূর্বে জাত্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রীয় তত্ত্ব আলোচনা করা কর্তব্য।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, আদিতে কোন জাতিভেদ ছিল না, কিংবা কোনরূপ বর্ণসঙ্কলন ছিল না। ত্রেতাযুগা-র স্বত্ত্বে মনুষ্যগণ ক্লেশযুক্ত হইয়া স্বয়ন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইল। অঙ্গা তাহাদিগের দুর্দশা-দর্শনে, আহারদানাস্তে ক্লেশ দূর করিয়া, ভবিষ্যতে তদ্বপ যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্ম জাতিবিভাগ করিয়া দিলেন। যাহারা বেদপারগ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন; যাহারা বৌরকার্যে দক্ষ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিলেন; যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ তাহাদিগকে

বৈশ্য ; এবং যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাসকার্যে পারগ তাহাদিগকে শুদ্র করিলেন । বিষ্ণুপুরাণ, মুনুসংহিতা, মহাভারত এবং রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মার মুখ হইতে আক্ষণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । বিষ্ণুপুরাণে কিছু প্রভেদ আছে, তথায় ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-স্থান বক্ষ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহা হউক, তাহাতে আমাদের লাভ লোকসান কিছুই নাই । এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উক্তবিষয়সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা পরে বিবেচিত হইবে ।

বেদের পরবর্তী গ্রন্থে জাতি-উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বায়ুপুরাণ ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই ব্ৰহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ মূলস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং আনুষঙ্গিক নানা ইতিহাসও কল্পিত হইয়াছে । ইতিহাস-মিশ্রিত পৌরাণিক তত্ত্ব ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে । তবে এই বোধ হয় যে, ঋথেদোক্ত সৌনাম রাজার পৌরোহিত্য হেতু বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মনোবিবাদকে অবলম্বন ভূমি করিয়া, যে সূত্রে পরবর্তী পৌরাণিক গ্রন্থে শাখাপ্রশাখাযুক্ত এক মহদ্ব্যাপার-বিশিষ্ট বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কন্দোল বর্ণিত হইয়াছে, সেই সূত্রে এবং সেই নিয়মানুসারেই পুরুষ-সূক্তের উল্লিখিত পদ লইয়া জাতুৎপত্তি-বিষয়ক পৌরাণিক তত্ত্বমালা ও ইতিহাসাদি উন্নতাবিত হইয়াছে ।

পূর্ববাক্যের অনুসরণক্রমে শুদ্রগণের জন্মতত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে । শুদ্র কাহারা ? আদিতে তাহারা কি ছিল, এই সিদ্ধান্তে কেহ কেহ ঢেঁকি, কুলা, ধূচনি শব্দ লইয়া

প্রমাণ করেন যে উহা আর্যভাষা নহে, উহা পাহাড়ী জঙ্গল-জাতির ভাষা ; এই ভাষা যাহাদের ছিল, তাহারাই কালক্রমে শূদ্র মাম লইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তজন্যাই তাহাদের আদি ভাষার এই সকল শব্দ হিন্দুভাষায় মিশ্রিত এবং লক্ষিত হয়। কি ভাস্তি ! এই সামান্য উপকরণে এই মহবিষয় সিদ্ধান্ত করিতে আমি প্রস্তুত নহি। ভাষার আকৃতি এবং প্রকৃতি গত সাদৃশ্য তিনি শব্দগত সাদৃশ্য অগ্রাহ। ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল, বিশেষতঃ যাহা অলিখিত এবং অসভ্য জাতির ভাষা, তাহা দুই তিন পুরুষে পরিবর্তনবশে নৃতনশব্দময়ী হয়, এবং তাহার অনেক প্রাচীন শব্দের লোপ হয়। সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ দেবভাষা সংস্কৃতের যে সকল কথা বৈদিক সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্তী সংস্কৃতে তাহার অনেকের চিহ্নই পাওয়া যায় না। যখন সংস্কৃতেরই এই দশা, তখন অশিক্ষিত অসভ্য ভাষার সহ গুটিকত শব্দের সম্মুক্তি ঘোগ করিয়া ওরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিদ্বয়ের সম্মিলন ব্যতীতও, অন্যপ্রকারে উভয়ের ভাষার কোন শব্দ এক হইতে অপরে নীত হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভবত। নাই, বস্তুতঃ তাহা আমরা চক্ষের উপরেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতব্যতীত কেহ কেহ সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহেন ষে, ইহারাই এক সময়ে শূদ্রদের আদিপুরুষ ছিল। ইহার সারবত্তা স্থাপিত হইতে পারে, যদি এমন কোন প্রমাণ দিতে পারা যায় যে, ইহারা ভারতীয় আদিম অধিবাসীর বংশাবলী। কিন্তু সে প্রমাণ প্রদান সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অতঃপৰ

আমাদের দ্রষ্টব্য যে শুদ্ধ কাহারা । যদি ইহারা আর্য-বংশের এক শাখা হইত, তবে গোত্রস্থ নচেঁকেন ? (২) প্রবর উচ্চারণপূর্বক অগ্নি-আহ্বান এবং পৈতা-ধারণ তিন জাতির পক্ষে বিধানিত হইয়াছে, ইহাদের হয় নাই কেন ? আর্য-গোত্র এবং তাহার প্রবরমালা আর্যবংশোন্তব বা তৎসংস্কৰে উৎপন্ন ব্যতীত অন্যের থাকিতে পারে না । খাস্তেদের দশমণ্ডলস্থ পুরুষ-সৃজ্ঞ ব্যতীত, আর সর্বত্রে আর্য এবং অনার্য, দস্যু বা দাস এই দ্বিবিধজাতীয় লোকের উল্লেখ পাওয়াযায় । আর্যগণ পূর্বাপন্ন শুদ্ধগণকে অনার্য বলিয়া থাকেন । সে যাহা হউক, এই যে দ্বিবিধমাত্র জাতির উল্লেখ পাওয়া গেল, ইহার একভাগ অর্থাৎ আর্যনামধারীদিগকে আমরা জানি, কিন্তু দাস বা দস্যু কাহারা ? এই দাসবর্গ খাস্তে অনুসারে (১১৩০৮, ১৪১৭৩, ২১২০১৭, ৪১৬১০, ৭১৫০৩ ইত্যাদি) কৃষ্ণবর্ণ ছিল । আর্যগণ পূর্বাবধি হিমপ্রধান দেশে বাসহেতু পরিচ্ছন্নবর্ণবিশিষ্ট, ভারতে আগমন মাত্রেই যে তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে । আজি পর্যন্ত তৈলঙ্গভূমে সাধারণজাতি কৃষ্ণকায়, কদাকার, কিন্তু আর্যবংশোন্তব ব্রাহ্মণেরা প্রায় সর্বদাই সুন্ত্রী ও সুপুরুষ । বিশেষতঃ আর্যদিগের দ্বারাই বর্ণপার্থক্যের উল্লেখ হওয়ায়, তাহাদের নিজের বর্ণ যে কৃষ্ণতা হইতে পৃথক্ তাহা

(২) এখানে সঙ্কৰ বর্ণ জাতব্য নহে, তাহাদিগের মিশ্রিত ভিন্ন ভিন্ন আর্যগোত্র এবং প্রবর আছে । এখানে মূল শুদ্ধজাতিকে জানিতে হইবে, তাহারা আর্যগোত্রস্থ নহে । গোত্রমালা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল ।

ଜ୍ଞାପିତ ହେଇତେଛେ । କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ-ଦାସବର୍ଗ-ସମ୍ବନ୍ଧେ ଖାତ୍ରେଦଭାଷ୍ୟକାର  
ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସ୍ମାରନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଲିଯାଇଛେ

“ଦାସଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧାଦିକଂ ଯଦ୍ଵା ଦାସମୁପକ୍ଷପରିତାରମ୍ ଅଧରଂ ନିକୃଷ୍ଟମୁରମ୍ ।”

କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଗଣେର ଶୁଦ୍ଧ ନାମେର ପରିଚୟ ବହୁ ସ୍ଥାନେ ପାଇଯାଯାଇଲା,  
ଯଥା ମହାଭାରତେ ଶାନ୍ତିପର୍ବେ ୧୮୮ ଅଧ୍ୟାୟେ ଅମିତବର୍ଣ୍ଣଗଣ ଶୁଦ୍ଧ  
ବଲିଯା କଥିତ ହେଇଯାଇଛେ । ପୁନଃ ଭାଗବତେର ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ଷଳେ  
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟେ କଥିତ ହେଇଯାଇଛେ ଯେ, ଭଗବାନେର ମୁଖ ଆଙ୍ଗଣ,  
ଭୁଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଉରୁ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପଦ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଗଣ । ଅପିଚ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ  
ଅମୁର ଏବଂ ଅନାର୍ଥ୍ୟମୁକ୍ତେରା ଆର୍ଯ୍ୟସହ ତୁଳନାୟ ତୈତ୍ତିରୀୟ  
ଆଙ୍ଗଣେ

“ଦୈବ୍ୟୋ ବୈ ବର୍ଣ୍ଣୋ ଆଙ୍ଗଣଃ । ଅର୍ଥ୍ୟଃ ଶୁଦ୍ଧଃ ।”

ବଲିଯା ଉତ୍ତର ହେଇଯାଇଛେ । ଏହି ସକଳ କାରଣେ ବିବେଚନା କରି ଯେ,  
ଯେ ଅନାର୍ଥ୍ୟ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ୟବର୍ଗେର ଜ୍ଞାଲାୟ ଆର୍ଯ୍ୟେରା ଅତିଆଚୀନ  
କାଳେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରପାଦିତ ହେଇତେନ, ଏବଂ ଯାହାଦିଗେର ସହ ତ୍ବାହା-  
ଦେର ବିବାଦ ସଂଘଟନ ହେଇଯାଇ, ତ୍ୱର୍ତ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଶୁଣ୍ଡ-  
ନିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର-ନାଶେ ଜଗନ୍ନାଥୀ, ମହିଷାସୁର-ନାଶେ ଦଶଭୁଜୀ, ରତ୍ନବୀଜ-  
ନାଶେ ଉତ୍ତରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବୀ ଏବଂ ଅମୁରକୁଳ କଲ୍ପିତ ହେଇ-  
ଯାଇଛେ, ମେହି ଅନାର୍ଥ୍ୟ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଦାସବର୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧବଂଶେର ଆଦି  
ପୁରୁଷ । ଶୁଦ୍ଧଦିଗେର ପକ୍ଷେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବେର ବିଷୟ  
ବଟେ ଯେ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମର ତାହାରାଇ ବହୁ-  
ଲାଂଶେ ମୁଲୀଭୂତ କାରଣ, ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଦିଗେର ବଶ୍ୟତା ସ୍ଵିକାର  
ସତ୍ତ୍ଵେ ଆର୍ଯ୍ୟମାଜକେ ମହଞ୍ଚଲେଜିତ କରିତେ ସନ୍ଧମ ହେଇଯାଇଲି ।  
ସ୍ଵାଧୀନ ରତ୍ନ ପରାଧୀନ ହେଇଲେଓ, ସହସା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା  
ଲୋପ ପାଇ ନା ।

এই প্রস্তাবের প্রথমে কৃত প্রতিজ্ঞার অনুসরণে, পরবর্তী হিন্দু-জাতিবন্ধন অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের অংশের সম্প্রদায়ের সহ আহার, বিহার, বিবাহ প্রভৃতি ব্যবহারের অভাব, কত কালে প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং পূর্বকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় ব্যবসায় অনুসারে নামে মাত্র ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল কি না, তবিবেচনার প্রয়োজন হইব। বৎকালে অনধিকার-প্রবেশহেতু আর্য্য দস্যুতে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল এবং দস্যুগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্রমে দাসশ্রেণীভুক্ত হইতে-ছিল, তখন আর্য্যদিগের মধ্যে বিষয়বিশেষের বৈষম্য স্থাপন এবং তজ্জনিত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত অতি অল্প পরিমাণে হইয়াছে। সুতরাং এখনও লোকের মনে বা লোকসম্প্রদায়ের ভিতরে কুটিলতা বা আত্মগরিমা প্রবেশ করে নাই, এবং সম্প্রদায়বিশেষ আপন আপন ক্ষমতা, প্রভুত্ব, বা গরিমা রক্ষার্থে দ্বন্দ্যবৃক্ষেও প্রযুক্ত হয় নাই। এনিমিত্ত সমাজে প্রায় সকলেই এখন সমান, কেবল বৃত্তির উচ্চতা বা অধিমতা অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষ বহুসমাদর বা অল্পাদর প্রাপ্ত হইতেন মাত্র। আবার একেপ সমাজের ধর্মানুসারে, কেহ দক্ষতা বা হীনতা দেখাইলে উচ্চ বৃত্তি বা অধিমূল্য-যুক্ত হইয়া, আনুষঙ্গিক বহুসমাদর বা অল্পাদর-ভাগী হইতেন। ইহার বৃত্তর প্রমাণ পাওয়াযায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, কবষ ঐলুষ নামে জনৈক দামপুত্র স্বীকৃত ক্ষমতা-গুণে এতদূর উচ্চতা লাভ করিয়া-ছিলেন যে তিনি অনেক বেদ-সূত্র-রচনে সমর্থ হয়েন, পরে আবার চরিত্র-দোষে অধিপাতিত হয়েন। হরিবংশের

২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে চন্দ্ৰবংশস্তুতি রাজা পুরোৱার বৎশে উৎপন্ন শ্রীনক হইতে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ও শুদ্ধ এই কয়জাতীয় লোকেৰই উৎপত্তি হয়, অৰ্থাৎ তাহার বৎশধৰেৱা স্বত্বকাৰ্যালুম্বারে তজ্জপ উভ্যাধমতা লাভ কৰিয়াছিল। বিষ্ণু-পুৱাণে এবং ভাগবত পুৱাণে উভয়েতেই লিখিত আছে যে, সিনিনামক ক্ষত্ৰিয়রাজেৰ পুত্ৰ গার্গ্য ক্ষত্ৰিয় হইয়াও ব্ৰাহ্মণস্তুতি লাভ কৰিয়াছিলেন। মহাভাৰতেৰ অনুশাসন পৰ্বে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষত্ৰিয়রাজ বিতিহৰ্ব্য মহৰ্বি ভৃগুৰ অনুগ্ৰহে ব্ৰাহ্মণস্তুতি প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কাহার কাহার মতে ইনি অনেক বেদসূত্ৰ প্ৰণয়ন কৰেন। বিখ্যাত ক্ষত্ৰিয়কুলজাত বিশ্বামিত্ৰেৰ ব্ৰাহ্মণস্তুতি কাহারও অবিদিত নাই। এত-দ্ব্যতীত আহাৰ ব্যবহাৰ বিবাহ প্ৰভৃতিৰ প্ৰচলিত ছিল। দুৰ্বৰাসা পাওৰেৰ অঞ্চ ভোজন কৰিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপাল-ভোজী হইয়াও ক্ষত্ৰিয়। অগস্ত্য প্ৰমিত্ব এবং বেদপারগ ঝৰি হইয়াও, জাতি যাওয়াৰ আশঙ্কাবিহীন হইয়া, ইল্ল এবং বাতাপি নামক অনার্য অস্তুৱৰয়েৰ আতিথ্য স্বীকাৰ কৰিয়াছিলেন! এত বলাৱই বা প্ৰৱোজন কি, এ বিষয়েৰ উদাহৰণ যে সে পৌৱাণিক গ্ৰন্থে মিলিতে পাৱে। আবাৰ দেখ, ক্ষত্ৰিয়কন্যা লোপামুদ্রা অগস্ত্যেৰ সহধৰ্মীণী, দেবজানী ব্ৰাহ্মণ-কন্যা হইয়াও যথাতিৰ গৃহিণী। মহৰ্বি ভৃগুৰ গৃহিণী ব্ৰাহ্মণ-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ভৃগুৰ সহিত বিবাহ হইবাৰ পূৰ্বে একজন অনার্য অস্তুৱেৰ সহ তাহার বিবাহেৰ সমৰ্পণ হইয়াছিল। দ্রৌপদীৰ স্বয়ম্বৰে থৃষ্টদুয়ৰ ঘোষণা কৰিয়াছিলেন যে, যে জাতি হউক, লক্ষ্য ভেদ কৰিতে পাৱিলৈই তিনি তাহাৰ শালা

হইবেন। ইত্যাদি। মনুতে পর্য্যস্ত উচ্চ বর্ণ অধম বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে, একল বিধি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু উচ্চ বর্ণ অধম বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিলেই তাহার দ্বারা শাস্তি বিধানিত হইয়াছে।

উপরে উক্ত প্রমাণমালা ওয়ায় পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত। ঐ সকল পুরাণ আঙ্গদিগের অতি প্রভুত্ব সময়ে এবং অধম-দিগের অতি দুর্দিনে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্গত উদাহরণমালা এবং পরে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইবে, তাহারা সেই সেই শাস্ত্রোক্ত আঙ্গস্থভাবের বিরোধি হইলেও আঙ্গ-গেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব বহু-দূরাগত যে অগ্নির শিখা আঙ্গগেরা বহুযত্ন করিয়াও ছাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, যাহার অন্যতর অলৌকিক কারণাদি নির্দেশ করিয়া সাধারণকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে অগ্নিশিখার মূলস্থান যে কত উজ্জ্বল, তাহা সহজেই অনু-মিত হয়। আমার বিবেচনায় পুরাণে ঐ সকলের উল্লেখ থাকায়, উহাদের মূলস্থানের বহুবিস্তারতা সূচিত হয়। আরও এক কথা, পূর্বোক্ত বা পরে উক্ত পুরাণেক ইতিহাস সকল অবিকল স্বভাবে যেন কাহারও দ্বারা গৃহীত না হয়। নতুনা পর্য্যায়ভেদে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে, সেই সকলেই এক ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত সম্মত থাকায়, সকলই যেন এক সময়ের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় এবং উদাহরণগুলি অকার্যকর হইয়া উঠে। পুরাণাদি বহুকল্পিত এবং প্রাচীন প্রবাদ ও ইতিহাসাদি অবলম্বনে লিখিত, স্মৃতয়াং ব্যক্তিবিশেষকে ভিন্ন ভিন্ন সাময়িক নাম।

কার্যের কর্তা করা বিচিত্র নহে। অতএব সেই সকলের  
অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

পূর্ববর্ণিত সম্প্রদায়-পরম্পরায় সুখ-সন্মিলন বা আদান  
প্রদান যে কেবল বেদচতুর্ভুয়ের সময়ে ছিল, এমন নহে।  
আপন্তস্ব-ধর্মসূত্রের জন্মকালে শুদ্ধের পক্ষে যদিও বহু-  
তর কঠিন বিধি বিধানিত হইয়াছিল, তথাপি ঐ সূত্রে একপ  
বিধি ও পাওয়াযায় যে, ভ্রান্তগ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবিদ্বৰ্ষী  
হইলে, পর পর অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত বা একেবারে অধমত্ব  
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তজ্জপ শূদ্ধ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়া-  
বিশিষ্ট হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে  
পারে।

“ধর্মচর্য্যায় জগত্ত্বো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং বর্ণমাপদ্যেত  
জাতিপরিবৃত্তো, অধর্মচর্য্যায় পূর্বো বর্ণো জগন্যঃ  
জগন্যঃ বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তো।

ধর্মসূত্র, মক্ষমূল কর্তৃক উক্ত উক্ত।

সম্প্রদায়-পরম্পরায় সুখ-সন্মিলন, স্বাধীন ও সরল সম-  
জের স্বাভাবিক গতির ক্রিয়া। যথায় পরম্পরে সমন্বয়-বিচ্ছেদ  
নাই, তথায় একপ হওয়া সর্ববদাই সন্তুষ্ট এবং তজ্জপ হইয়াও  
থাকে। এবং যেখানে একপ থাকে, তথায় উচ্চত্বপ্রাপ্তি  
এবং নীচত্বে অভিগমন মানবের আয়ত্তাধীন থাকা হেতু,  
চিত্ত উৎসাহিত হইয়া থাকে। আপন হীনতায় কয়জন  
সন্তুষ্ট থাকিতে চায়? সকলেরই কিছু নাকিছু ফলাশ থাকিলে,  
যথাসন্তুষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে, সে চেষ্টায় কতদূর সুফল  
ফলিতে পারে, তবিস্তার করা নিষ্পত্তিযোজন। ভারতের

আদিম অবস্থায় সমাজের মধ্যে উচ্চজাতিত্ব এবং নীচজাতিত্ব-  
রূপ পূরক্ষার এবং তিরক্ষারের অবস্থান থাকাঁতেই বোধ হয়  
ভারতের প্রাচীনতম উন্নতির পথ বহুলভাবে পরিক্ষার হইয়া  
আসিয়াছিল। যাহা হউক, এরূপ ভাবে কিছু দিন চলিয়া  
আসিলেই দেখিতে পাওয়াযায় যে, এখন আর হিন্দুসমাজে  
কেবল কর্মানুসারে নীচ বা উচ্চতা প্রাপ্ত হয় না ; গুণাবলি  
বহুপরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছে এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির  
ইচ্ছার উপর নির্ভরই প্রবল হইতেছে। যে দিন দেখিতে  
পাওয়া গেল যে, অতি সামান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের বা  
সম্প্রদায়বিশেষের রোষ বা তোষ উৎপাদন হেতু, কেহ  
অধম কেহ উত্তম হইতেছে, ও গুণাবলির প্রতি লক্ষ্য কমিয়া  
গিয়াছে, সেই দিনই, আমার বোধ হয়, ভারতের ভাবিতে  
অনিষ্টের বীজবপন হইয়াছে, সেই দিনই ভারতের সুখ-সূর্য  
মধ্যাহ্নসন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এরূপ  
যদৃচ্ছাভাব কোনু সময়ে হইতে পারে ? সমাজ যখন পূর্ব  
সরলতা অর্ধ বিস্তৃত হইয়াছে, যখন তাহাতে বিষয়বৈষম্য  
জনিয়াছে, যখন বিলাসপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে, যখন সমাজে  
কুটিলতা প্রবেশ করিয়াছে, যখন নিকৃষ্ট ব্যবসায়ীর প্রতি  
হেয়ত্বভাব বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে, যখন উচ্চ জাতিগণ  
আপনাপন উচ্চতা প্রতিপাদন এবং তাহা রক্ষার্থে পরম যত্ন-  
শীল হইতেছে, ইহা সেই সময়ের কার্য বলিয়া অনুমিত হয়।  
এই সময়েই হরিশ্চন্দ্র অতি সামান্য কারণে বিশ্বামিত্রের  
ক্রোধোৎপাদন করিয়া চগ্নালত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ের  
উচ্চ জাতির কিরূপ কুটিলতা, যদি মার্কণ্ডেয়পুরাণেক্ত বাক্য

তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া কিছুমাত্র গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে বাহুল্য-দোষ স্বীকার করিয়াও তৎপ্রদর্শনে প্রস্তুত আছি। ঐ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, অপরকরণত বিপদাপন্ন স্তুজনস্মূলভ ক্রন্দন দূর হইতে শ্রবণ করিয়া, স্তুলোকটাকে অভয়দানার্থে এবং পাপকর্তাকে ভয়প্রদর্শনার্থে রাজরাজেশ্বর হরিশ্চন্দ্র কহিতেছেন

“—নৃপঃ কোপাদিদঃ বচনমুরবীঃ ।  
কোহযং বঞ্চাতি বস্ত্রান্তে পাবকঃ পাপকন্ধরঃ ।  
বলান্ত্রজেন্দ্রা দীপ্তে মৰি পত্যাবৃপ্তিষ্ঠিতে ॥  
সোহন্দ্য মৎকামুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ ।  
শরেবিভিন্নসর্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি ॥”

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৭. অধ্যায় ।

—অর্থাৎ রাজা কোপযুক্ত হইয়া এরূপ বলিলেন যে, বলান্ত্রসম্পন্ন তেজপ্রদীপ্ত রাজেশ্বর আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে, কোন্ত পাপাঙ্গা বস্ত্রান্তে অগ্নিকে বন্ধন করিতে সাহসী হইয়াছে? সেই মুঢ় আজি আমার কামুকনিক্ষিপ্ত দিগন্তপ্রদীপিত শরে ছির ভিন্ন হইয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইবে।—ইহা রাজোচিত বাক্য। রাজোচিত কেন, এরূপ অবস্থায় সৎমাত্রেরই যোগ্য বাক্য। তার পর রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, এ নাটের গুরু ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র স্বয়ং, তখন

“স চাপি রাজা তং দৃষ্টি। বিশ্বামিত্রতপোনিধিঃ ।

তৌতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশথপর্ণবৎ ॥”

—অর্থাৎ রাজা যখন দেখিলেন যে, এ তপোনিধি বিশ্বামিত্র, তখন উক্তরূপ ঝুঁটবাক্যপ্রয়োগ হেতু ভৌত হইয়া অশ্বঞ্চপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন।—এমন স্থলে বিশ্বামিত্রের

ঝাগোৎপাদনের আর কোন কারণ তিষ্ঠিতে পারে না।  
তথাপি যে আর্য্যধর্মের মূলে এবস্তুত বাক্সংযোগ যে

“ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞশ পুত্রিকে ।

ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং নিষ্ঠিতং জগৎ ॥”

সেই আর্য্যধর্মের একজন রক্ষক, ক্ষমা স্বপ্নেও না দেখিয়া, বিনা কারণে হরিশচন্দ্রের কিঙ্কুপ তুর্দশা করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত আছে; উচ্চিত যাও। এতদ্ব্যতীত ত্রিশঙ্খ বশিষ্ঠ ঝৰির শাপে চওলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার ব্রাহ্মণের সন্তোষ সাধন করিয়া আপনার পূর্বপদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে বেণুরাজার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া নিষাদত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই গ্রিতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিশ্বামিত্র ঝৰির পুত্রগণ শাপগ্রস্ত হইয়া অনার্য্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

ক্রমে দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ বর্ণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতেছে, এবং তাহারা নৌচ বর্ণকে প্রায় করতল-আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন সময়ে যাহাদের উৎপত্তিই নিকৃষ্টতায়, তাহারা যে আরও নিকৃষ্টভাবে সমাজে ব্যবহৃত হইবে তাহা সিদ্ধ। তখনই শুদ্ধের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কঠিনতর নিয়ম সকল প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যথা, উৎকৃষ্ট বর্ণ শুদ্ধভার্য্যায় ব্যতিচারনত হইলে বনবাসযোগ্য, কিন্তু শুদ্ধ আর্য্য হইতে উচ্চ তিন বর্ণে ব্যতিচারযুক্ত হইলে বধ্য। নিম্নোক্ত অংশ দ্রষ্টব্য

“নাশ্য আর্য্যঃ শুদ্ধায়াং বধ্যঃ শুদ্ধ আর্য্যায়ঃ ।”

(নাশ্য = নির্বাস্য) — ধর্মস্থত্ব, মক্ষমূলৱ-উক্ত ত।

পুনশ্চ আর্য্যবর্ণের প্রতি শূদ্র কট্টিক করিলে, তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে, উপবৃক্ত অন্তরে না থাকিলে দণ্ডতাড়না করিবে। হত্যা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে বধ্য। ব্রাহ্মণ-গণের সেই সেই অপরাধে চক্ষুমাত্র নষ্ট করিয়া দিবে। নিম্নোক্ত অংশ দ্রষ্টব্য

“জিহ্বাছেদনং শূদ্রস্যার্থং ধর্মকমাত্রেশতঃ

বাচি পথি শয়ায়ামাসন ইতি সমীতবতো দণ্ডতাড়নং।

পুরুষবধে স্ত্রেয়ে ভূম্যাদান ইতি স্বান্যাদার বধ্য-

চক্ষুর্নির্বাধেত্তেযু ব্রাহ্মণস্য।”

ধর্মসূত্র, মক্ষমূলর-উক্তি।

বেগনিবারক-বিষয়াভাবে, ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব প্রায়ই যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। অতি নিম্নবর্ণ কুব্যবহৃত হইলে, উচ্চস্থ সকল বর্ণের নিকৃষ্ট এবং পাশব বৃত্তি চরিতার্থ হয়; এবং উচ্চস্থেরা বলশালী হইলে নিম্নস্থেরা সেই কুব্যবহার কার্জেই বিনা বাক্যব্যয়ে সহ করিয়া থাকে। বিতীয়তঃ, নিকৃষ্ট-জাতিস্তু-রূপ একরূপ আত্মজ্ঞান ওরূপ সহিষ্ণুতার পোষকতা করিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চস্থ আরও দুই এক সম্প্রদায় যদি তজ্জপ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কুব্যবহৃতের সংখ্যা অধিক, স্বতরাং বিপক্ষে যখন এরূপে বলাধিক্য হয়, সেই সময়েই বিপদ। লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা আপনাপন ক্ষমতা এবং প্রভুত্বে ক্রমে অঙ্গ হইয়া সেই বিপদের সুত্রপাত করেন। যখন ইঁঁরা উচ্চতর জাতি ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও নীচ-জ্ঞানে ক্রমে আপনাদিগের হইতে ছিষমস্বন্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যখন দেখিলেন যে ক্রমেই

ত্রাঙ্গণের পদনত ও মৌচবৎ ব্যবহৃত হইতেছেন, তখনই আমরা পুরাণেক ত্রাঙ্গণ ও নিম্নস্থ জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, তাহার আরম্ভ হয়। বঙ্গবাসী ব্যতীত স্বপদরক্ষণে কেহই বিমুখ নয়। যাহা হউক, এই কারণেই বোধ হয় আমরা দেখিয়ে, বশিষ্ঠ-পুত্র শঙ্কু রাজা সৌনাম কর্তৃক অগ্রিমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে আদি-পর্বে কথিত হইয়াছে যে ত্রাঙ্গণগণ একসময়ে ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা হতসর্বস্ব হইলে পর, সর্বজনপূজনীয় ঋবি সনৎকুমার ত ক্ষেত্র ভৎসনা এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও, ক্ষত্রিয়েরা তাহা গ্রাহ করে নাই। অবশ্যে ত্রাঙ্গণগণের কোপে ও শাপে ক্ষত্রিয়গণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে বনপর্বে এবং ত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের রাধাহন্দয় প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, মহৱ রাজা ইন্দ্ৰ প্রাপ্ত হইলে, ত্রাঙ্গণদিগের পূর্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে একুপ দমন করিয়া-ছিলেন, যে অশ্বের পরিবর্তে ত্রাঙ্গণদিগের দ্বারা আপনার রথ বহন করান। অবশ্যে ত্রাঙ্গণের নিতান্ত হতঙ্গি ও ক্লেশযুক্ত হইলে, ঋবি অগস্ত্য সময় অপেক্ষা করিয়া স্মৃতিধা-মতে নহৃষকে অধঃপাতিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগ-বত পুরাণের চতুর্থ ক্ষক্ষে এবং মহাভারতে শান্তিপর্বে বর্ণিত আছে যে, বেণুরাজা যখন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ত্রাঙ্গণদিগের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষী ও তাহা-দের যত্নহস্তা হয়েন। শেষে ঋবিগণ নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া এবং অনন্যোপায় হইয়া চক্রান্তে বেণুরাজাকে আহত

করিয়া শান্তিলাভ করেন। এবং বেণের পুত্র পৃথু ব্রাহ্মণ-গণের শরণাপন্ন হইয়া পিতৃকুল রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি কিরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিবে তাহা বিধানিত হইয়াছে, এবং সেই বিধানের বিরুদ্ধবাদীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেষিতার নিমিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত বহু রাজাদিগের নাম উক্ত হইয়াছে।

যখন এইরূপ বিবাদ চলিতেছিল, তখনই আবার অনেক অধ্যম বর্ণ, ব্রাহ্মণদিগের কর্তৃক এই বিবাদ শমতাকরণ চেষ্টায়, উচ্চজ্ঞাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতা কিঞ্চিৎ শিথিল করা হয়। তথাপি যে অঞ্চি বহু কালের আয়োজিত উপকরণে প্রজন্মিত হইয়াছে, তাহা যে ওরূপ অল্প লাভে নির্বাপিত হইবে, ইহা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণগণ ক্রমেই অধিক-তর জ্ঞানাত্মন হইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই পরিত্রাণের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। যে যন্ত্রণা আপাততঃ গৃঢ়কারণসম্পন্ন এবং সাধ্যের অনায়াস বলিয়া বোধ হয়, তাহা ক্রমে অতি কঠিনতর এবং অসহ্য না হইলে, যন্ত্রণাভোগী তাহার মূলচ্ছেদে অগ্রসর হয় না; এবং এমন অবস্থার যে চেষ্টা তাহা প্রায়ই সফল হয়; কারণ চেষ্টা বা অচেষ্টা উভয়েরই অন্তে যখন যত্যবৎ অপমান বা যত্যুর মূর্তি সহ সম্বন্ধ যোজিত হয়, তখন চেষ্টাই বলবত্তী হয়, এবং সে চেষ্টার বলও স্বাভাবিক অপেক্ষা বিগুণতর হইয়া থাকে। অবশেষে বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর ক্ষত্রিয়কুল-বিনাশে উদ্যত হইলেন। মাহিষাতীপুরীর অধীশ্বর অর্জুনের দৌরাঘত্য

শেষ এবং অসহমীয় ; সময়ের উপরুক্ত ত্রাণকর্তা মহেন্দ্-  
পর্বতবাসী জটাকুঠারধারী পরশুরামের আবিষ্ট্বাব হইল, এবং  
ক্ষত্রিয়-রক্তে তিনি ক্ষত্রিয়হস্তহত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া  
ক্ষান্ত হইলেন । বহুকাল-প্রচলিত দ্বন্দ্বে অবশ্যে আক্ষণের  
জয়লাভ হইল, আক্ষণগণ নিকৃষ্টক হইলেন । এই দিন হই-  
তেই জাতিবন্ধন দৃঢ় হইবার সূত্রপাত হইল । এখন আর  
আক্ষণেরা আগেকার আক্ষণ নহেন, অধম বর্ণের নিকট দেব-  
বৎ পূজনীয় । যদি কেহ অধম বর্ণের ভবনে আহারাদি করি-  
তেন বা কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে  
অধম বর্ণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ও তাহার জন্ম সার্থক  
করিবার নিমিত্ত করিতেন, অধম বর্ণের বহু পুণ্যফল হেতু  
করিতেন । পরে যদিও ক্ষত্রিয়গণ আবার বহুবলবান् হইয়া-  
ছিলেন, কিন্তু আক্ষণের প্রভুত্ব লোপ পায় নাই । ইহার  
কারণ নানাবিধি, প্রথমতঃ; আক্ষণগণ ইত্যবসরে বানপ্রস্থ  
অঙ্গাচার্য ও নির্ষাচার কিঞ্চিৎ প্রবল করিয়া আপনাদিগকে সাধা-  
রণের সমীপে দেববৎ পূজ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন । দ্বিতীয়তঃ,  
ধর্ম্মভীকু ভারতে ধর্ম্মের তত্ত্ব অন্য সকল হইতে অন্তর করিয়া  
আপনাদিগের হস্তে বহুলাংশে রাখিয়াছিলেন, অন্যান্য উচ্চ  
বর্ণের যাহা কিছু তাহাতে অধিকার ছিল, তাহা প্রথমতঃ  
নৈরাশ্যে, দ্বিতীয়তঃ বিলাসপ্রিয়তায় সে অধিকারের উৎ-  
কর্ষ লাভ হয় নাই । তৃতীয়তঃ, প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষ-  
পাতি ভারতে কালসহকারে আক্ষণদিগের ক্ষমতার বিবেৰী  
আর কেহ হইল না । চতুর্থতঃ, আদিতে বিবাদী ক্ষত্রীয়গণের  
মনে আক্ষণের সহ কিছুপূর্বগত যে ঘনিষ্ঠতা জাগুক ছিল,

এখন আর তাহা ছিল না । সুতরাং সকলের একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণদিগের এ প্রভুত্ব চিরকাল, অতএব তাহাই চলুক । মহাভারতে শান্তিপর্বে চতুর্বর্ণের কার্য-নির্দেশের পর, ‘এই পৃথিবী কাহার সম্পত্তি’ এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, উহা ব্রাহ্মণের, অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ভোগমাত্র করিয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণ এবং অধম বর্গ সহ বিবাদে ব্রাহ্মণের জয়লাভান্তে সেই ক্ষমতা ও প্রভুত্ব কিন্তু রক্ষিত হইয়াছিল, এতবিষয়ে উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা বাল্মীকির পরবর্তি সময়ে বর্তে । ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভের অতি সামান্য ব্যবহিত পরেই যে অবস্থা, ও যে সময়ে মনুকৃত শাসন ব্রাহ্মণদিগের মনো-মধ্যে বজ্রমূল হইতেছিল, উহাই বাল্মীকির সময় । এই সূত্রেই নিকৃষ্টবর্গ, মনুর বিধানিত শাসন মত, প্রায় শান্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । যাহা হউক, ব্রাহ্মণদিগের এই সময়ের যেকোন অবস্থা, তাহা বিজেতার অনুরূপ অবস্থা । তথাপি রামায়ণে বহু স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণকে রাজারা যে কলে ফিরাইতেন, প্রায় সেই কলে ফিরিতেন ; কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, সেই কল-ফিরান ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিরূপ আবরণের মধ্যে হইত । অতএব বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়-সমষ্টি কলে ফিরিতেন না, তবে কোন কোন ব্রাহ্মণ সমষ্টি হইতে বিছিন্ন ভাবে ফিরিতেন । বোধ হয়, এ ফিরান আকর্ষণী শক্তি ধনবত্তা ; ধনের বশ কে না হয় ? ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সমষ্টি ধরিলে, তাহারা প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা এবং প্রভুত্ব রক্ষা করিতেন ।

উপরে উক্ত বিবাদে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্বপদে স্থাপিত রহিল। কিন্তু শুদ্ধদিগের অবস্থা একে ত হীন, আরও শোচনীয় হইয়া উঠার কারণ কি? শুদ্ধেরা একবার আর্যদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বরাবর নিরৌহভাবে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছিল; ওরূপ হেয় ভাবে শাসিত হইবার জন্য, এক অনার্যজাতিত্ব ব্যতীত আর কোন কারণ কখন প্রদান করে নাই। আদিম কালে ইহারা উচ্চ বর্ণের দ্বারা অতি দয়ার সহিত ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উচ্চ বর্ণের বিষয়বৈষম্যে, ইহাদের নীচজাতিত্ব হেতু, উচ্চ বর্ণের দ্বারা ইহারা পূর্বের ন্যায় সরল চক্ষে দৃষ্ট হইত না, ইহা ধর্মসূত্রোভু বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপরে উচ্চ ও অধম বর্ণের বিবাদ আরম্ভ, এই বিবাদ-ফলেই ইহারা প্রধানতঃ মারা গিয়াছে, কথায় বলে “ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়, নল খাঁগড়ার প্রাণ ঘায়” ইহাদেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের নিম্নস্থ জাতিরা উর্দ্ধে হেয়স্থ যাহা প্রাপ্ত হইতেন, নিম্নে তাহার পরিশোধ লইতেন; অত্যুৎকর্ষ-বিহীন মানব-চিত্তের কার্য্যই এরূপ। এবং ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে না চটাইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু হাতে রাখিবার নিমিত্ত, অধম বর্ণের প্রতি দর্শিত সেই সকল হেয়স্থভাব অনুমোদন করিতেন। এইরূপ নানা দিক হইতে যুগ্মবর্ণ হওয়ায় নিকৃষ্টবর্গ অত্যন্ত হেয় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের প্রভুত্বলাভে ব্যগ্র হয়েন, তখন শুদ্ধই একমাত্র যে তাহাদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, এমম নহে, সাধা-রণের সকলেই। সেই সাধা-রণের মধ্যে নিকৃষ্টবর্গও রে

অন্যান্যের সঙ্গে সেই বিষদৃষ্টির অংশীদার হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। স্মৃতবাং এই প্রাপ্য অংশ এবং উপরি-উভয়প ব্রাজণপ্রপৌড়িত অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের দ্বারা ঘৃণাবর্ধণ, এতদুভয়ের একত্র যোগে নিকৃষ্টবর্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, যাহারা নিরীহ, তাহাদের উপর দোরাত্ত্য, দোরাত্ত্যকারীদের বহুগুণ সন্দেও, তদানু-  
ষঙ্গিক হৈন প্রকৃতির পরিচায়ক।

উপরে যাহা বিরুত হইল, তাহা মূলজাতিচতুর্ষয়ের এবং তদস্তর্গত শূদ্রপর্যায়ের বিষয়, কিন্তু প্রস্তাবারভে অন্যজ সঞ্চরজাতির নামোল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাদের সামাজিক পদ পূর্বেই বিবেচিত হইয়াছে। উহাদের জন্মতত্ত্ব মূল চারিজাতি হইতে ভিন্নতর, এবং উহাদিগের নামের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে উহারা কোন মূলজাতির অন্তর্গত নহে। চতুর্বিধ জাতি স্থাপনের পরে যাহারা সাঙ্কর্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রতিলোমশ্রেণীভুক্তদিগের উৎপত্তিতত্ত্ব মনুতে এবং বিধি ইতিহাস সহ দেওয়া হইয়াছে।—বেগরাজার রাজত্বকালে মানবগণ কামাসক্ত হইয়া যথেচ্ছা অভিগমন আরম্ভ করিলে, বহুবিধ সঞ্চরবর্ণের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ গ্রন্থে কথিত মত শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত হইয়া সমাজভুক্ত হয়। সে যাহা হউক, সঞ্চরবর্ণ দুইরূপ। অনুলোম ও প্রতিলোম। যাহারা উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নীচবর্ণের কন্যার সহ বিবাহে উৎপন্ন, তাহারা অনুলোমশ্রেণীভুক্ত, এবং যাহারা বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী পুরুষের যদৃচ্ছা ব্যক্তিচারে উৎপন্ন, তাহারা প্রতিলোমশ্রেণীভুক্ত। এ সকলের

বিশেষ বিশেষ হৃত্তান্ত এখানে বিবৃত করা অনাবশ্যক । সেই সকল সঙ্গৰ বর্ণের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি উচ্চ নীচ বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বা অন্ত্যজ ব্যবসায়ের ভার অপৰ্ত হয় । বর্তমান সময়ে সঙ্গৰজাতির এত আধিক্য হইয়াছে যে, মূলজাতি শুদ্ধ তন্মধ্যে লুকায়িত হইয়া গিয়াছে ।

---

## সংক্ষিপ্ত সার ।

ঐতিহাসিক সময় বিলোড়ন করিলে অপরিস্ফুট ভাবে লক্ষিত হয় যে, ভারতের অতি প্রাচীন কালে, আক্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধি আর্যজাতি উভয় কুরুবর্ষ হইতে আগমন করিয়া ভারতভূমে বাস করিতে আরম্ভ করেন । ভারতের অনার্য আদিম অধিবাসিগণ অনবিকার প্রবেশি আর্যগণের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে, কিন্তু আর্যগণ উৎকৃষ্টবলবৃক্ষ থাকায়, তাহাদের বহুলাংশ আর্যদিগের বশতা স্বীকার করিয়া, শুদ্ধনাম ধরিয়া আর্যসমাজের নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থাপিত হয় । তৎকালে জাতিভেদে আহার ব্যবহার ভেদ ছিল না । কোন শুদ্ধের গুণাবলী দর্শন করিলে, আর্যেরা কেবল জম্পোরব মাত্র রক্ষা করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার সহিত মিলিয়া আহার ব্যবহার করিতে কৃষ্ণিত হইতেন না । কালক্রমে দেবতত্ত্ব-রক্ষা 'হেতু শ্রদ্ধাস্পদ আক্ষণেরা আস্তগোরববৃক্ষলাল-সাম, নীচজাতিসমূহকে ক্রমে ক্রমে ছিষ-সম্বন্ধ করিতে

আরম্ভ করেন। এতমিমিতি ব্রাহ্মণ ও অধ্যম বর্ণ মধ্যে কিছু-কাল ঘোর বিবাদলক্ষ্ম তরঙ্গিত হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভ হইল, স্বতরাং জেতার জিদ রক্ষা হইল, এবং তাহাদের অভিমত নিয়ম প্রবর্তিত হইতে লাগিল। সেই নিয়ম, পরাজিত বিদ্রোহিবর্গের প্রতি, সপ্রদায়বিশেষের প্রত্যেকের বল বিবেচনায়, যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হইয়া, জেতার মানসিক গতির অনুরূপবেগবিশিষ্ট হওত পরিবর্দ্ধিত হইল। এই সূত্রে নিম্নস্থ জাতি, সাধারণের পরাজয়ে হীনতার প্রাপ্য অংশ, এবং উচ্চস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তমিন্দস্থ জাতিরা যে হেয়েছ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার পরিচালন, ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তমিন্দস্থদের একেবারে না চঢ়াইবার নিমিত্ত নিকুঠিবর্গের প্রতি তাহাদের সেই দোরাত্ম্যের অনুমোদন, এই সকল কারণ একত্র হওয়ায় নিকুঠিবর্গ অতি শোচনীয় অবস্থা-যুক্ত হইয়া উঠিল। এই অবস্থাই বাল্মীকির সময়ের সহিত সম্মত্যুক্ত। মনুতে যজ্ঞপ বিধানিত, এ সময়ে প্রায় সেইরূপ শাসনে নিকুঠিবর্গ শাসিত হইত। মূল শুদ্ধ ভিত্তি আরও বহুতর সঞ্চরজাতির অবস্থান দৃষ্ট হয়, উহারা অনুলোম প্রতিলোম ভেদে উৎপন্ন।

গৃহস্থ আশ্রমে যাহা সর্বদা আবশ্যক, এরূপ কার্য ও সামান্য শিল্প প্রচুরি, অতি প্রাচীন কালে আপনাপন প্রয়োজন অনুসারে আর্যেরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া লইতেন। সময়ে লোক বৃক্ষি হেতু সমাজে পৃথক পৃথক ব্যবসায় রূপে সেই সকল পরিণত করিবার আবশ্যক হওয়ায়, এবং আরও নৃতন্ত্যুক্ত অভ্যাবের উৎপন্নে, নৃতন্ত্যুক্ত ব্যবসায়ের বৃক্ষি হওয়ায়,

তাহা উচ্চতা অধমতা অনুসারে, সক্রবর্ণের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্মগৌরব বিবেচনায়, তাহাদের প্রতি অপূর্ণ হয়। সক্রবর্ণসমূহ সেই সেই ব্যবসায় অনুসারে অনুকূল নামে ধ্যাত হয়।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় ।

# প্রথম পরিশিষ্ট ।

মূল প্রবন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৬ পৃষ্ঠার ।

আর্যবিদ্যা । (১)

এই জগতে মানবকর্ত্তনিঃসৃত প্রাচীনতম বাক্যাবলী যাহা কিছু জীবিত থাকিয়া আমাদের হতে পৌছিয়াছে, এবং যাহা অসংখ্য-উত্তর-পুরুষ-গত হইলেও লোপ হইবে না, তাহার মধ্যে বেদ সর্বাগ্রে গণনীয় । আর্যহিন্দু-ধর্মের পক্ষে বেদ চূড়ান্ত গ্রন্থ । তন্মত্বাত অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র তদাশ্রয়-অবলম্বনী, নতুবা তাহাদিগের তিষ্ঠান ভার । বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম মন্ত্র, অপর ভাগের নাম আক্ষণ । মন্ত্রভাগ সম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা করা যাউক ।

## মন্ত্রভাগ ।

সাধারণতঃ মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া থাকে । মন্ত্রভাগ এক স্থানে এক জনের দ্বারা বা এক সময়ে কখনই রচিত হয় নাই, “সর্বকালং সর্বদেশে শুন্তি চরণমুভাগেন কৈকো মন্ত্রাশির্বেদ ইত্যাচ্যতে ।” বিশেষতঃ দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রকৃতি-বর্ণনে এবং স্থজের তাৎক্ষণ্যে ও তদ্বপ্ন অন্যান্য কারণে, পরম্পরের মধ্যে অনেক স্থলে বিরোধি; এক স্থানে এক সময়ে বা এক জনের দ্বারা রচিত হইলে ওকল হইবার সম্ভাবনা অতি অন্ধ থাকিত । ফলতঃ আর্যগণের প্রত্যেককুলস্থ কবিদিগের দ্বারা পুরুষপরম্পরা স্থূল সমূহাত্ম রচিত হইবা আইসে । উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতেছে যে, খগেদের তৃতীয়মণ্ডলস্থ কতকগুলি স্থূল, বিশামিত্রের পিতা গাধি দ্বারা গীত, আর কতকগুলি বিশামিত্রের দ্বারা গীত, আবার কতকগুলি বিশামিত্রের পুত্র খ্যাতের দ্বারা গীত, আর কতকগুলি খ্যাতের পুত্র

(১) এই প্রস্তাব লিখন সম্বন্ধে শব্দকল্পনা, মূলর, মূল, কোলক্রক ও ওয়েবরের নিকট কিয়দংশে খণ্ডী ।

କଟ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଏବଂ ଅପର କତକଣ୍ଠି କଟବଂଶନ୍ତ ଉତ୍କିଳ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ହିଁ  
ଯାଇଛେ । ଏଥାନେ ଦେଖା ଯାଇତେହେ ଯେ, ଏକବଂଶନ୍ତ କତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷେର ଦ୍ୱାରା  
ମୃତ୍ୟୁ ମକଳ ରଚିତ ହଇଯାଇଛେ । ପୂର୍ବଗତ ପୁରୁଷେରା ଯେ ସମ୍ମତ ମୃତ୍ୟୁ ରଚନା  
କରିଯାଇଲେନ, ତାହା ଯତ୍ନମହକାରେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରପୁରୁଷ-  
ଦିନେର ରଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମକଳ ଯୋଗ ହୋଇଥାର, କାଳମହକାରେ ଏକ ଏକ କୁଳେ ବହ  
ମୃତ୍ୟୁ ରଚିତ ହଇଯାଇଲ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ସମୟେ ମେହି ମକଳ ଏକତ୍ର ସଂଘର୍ଷିତ  
ହଇଯା “ବେଦ” ନାମେ ପରିଚିତ ହଇଯାଇଲ ।

বহু কাল ধরিয়া বহু লোকের রচিত গাথা একত্রে সংগৃহীত হইলে কিরণপুর বৃহৎ ও দুরায়ত হয় তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। এতনিমিত্ত যে যে শ্ৰীৱ পুৱোহিতের যে যে অংশ আবশ্যিক, সেই বিবেচনায় বেদকে বিভাগ করা হয়, আবশ্যিকের উপর নির্ভর হেতু বিশেষ-বিশেষ সূক্ষ্ম বেদের সকল বিভাগেই লক্ষিত হয়। এই বিভাগ ঢারিটা অর্থাৎ ঝক্ত, বজ্রং, সাম ও অথৰ্বন্ম বলিয়া সাধাৰণের মধ্যে পরিজ্ঞাত। বেদ-বিভাগের বহু পৱে যে নকল সূক্ষ্ম রচিত হইয়াছিল, তাহারা “বালথিল্য-সূক্ষ্ম” ইত্যাখ্যায় সংহিতার শেষ ভাগে ঘোজিত। এই বিভাগচতুষ্টয়ের মধ্যে হোত্তদিগের নিমিত্ত ঝক্ত, অঞ্চল্যুদিগের নিমিত্ত বজ্রং, এবং উদগাত্তদিগের নিমিত্ত সাম। অথৰ্ববেদ অগ্নাত্য বেদ সহ ব্ৰহ্মা পুৱোহিতের জন্য। অথৰ্ববেদে মাৰণ, উচ্চাটন, ৰশীকৰণ, আপন্নিবারণ প্ৰভৃতিৰ মন্ত্র ও বিধি আছে, ব্ৰহ্মা পুৱোহিতকে উহা বিশেষ অভ্যন্ত কৱিতে হইত, কাৰণ, যজ্ঞেৰ বা কোন ক্ৰিয়াৰ সমন্বয় ভাল মন্দ তদারক, ও অসুৱ-দৌৱায় ও অন্যান্য আপৰ হইতে যজ্ঞ রক্ষা কৰা তাহার কাৰ্য।

বেদ সকল তথাপি বহুব্যাক থাকায়, আবশ্যিক অনুরোধে বহুতর  
শাখার বিভক্ত হয়। নিরুক্তভাষ্যকার দুর্গাচার্য কহেন যে, ইহা ব্যাসের  
তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়, “বেদং তাৎবদেকং সন্তমং অতিমহস্তাদ দ্রুণ্যেয়মনেক-  
শাখাত্তেদেন সমাপ্তিসিষ্টঃ। স্মৃথগ্রহণাত্ত ব্যাসেন সমাপ্তাত্তবস্তঃ।” তৎপরে  
তিনি বিভক্ত শাখার সংখ্যা একাপে দিয়া থাকেন, “একবিংশতিদ্বা বাহ্যচাঁ।  
একশতধা আন্ধ্রবর্ণবং। সহস্রধা সামবদেং। নবধা আধৰ্বণং।” অর্থাৎ  
শাখাদের একবিংশ, যজুবেদের একশত, সামবদের একসহস্র এবং অর্থ

র্বনের নম্ব শাখা। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিঠি ছান্দোগ্য উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় দিখিয়াছেন যে, বায়ুপুরাণমতে সামবেদের শাখার সংখ্যা ১০৪০। চরণবৃহৎ অমুসৌরে সামবেদের কেবল সাতটি মাত্র শাখা জীবিত, অপরগুলি নিষিদ্ধ দিনে অধীত হওয়ায়, ইন্দ্র দ্বারা নষ্ট হয়, “অনধ্যায়েষ্বক্ষীয়া-নাস্তে শতক্রতুবজ্ঞাভিহতাঃ প্রনষ্টাঃ।”

বেদচতুর্থয়ের মধ্যে সামবেদ আচীনকাল হইতেই বহুমানযুক্ত, কিন্তু সারস্বত-সম্বন্ধে ও আচীনত্বে ঝাঁথে সর্বাগ্রগণ্য। কি ভাষাবিদ् কি ইতিহাসবেত্তা সকলের নিকট ইহা অমূল্য রত্ন স্বরূপ। ইহা যে সকল দেবতার মহিমা-গানে পূর্ণ, তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের টাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সকল মহিমা-গানের প্রত্যেককে স্ফুরণ করে, তাহাদের বিভাগ ও সংখ্যা শৌনকের অমুক্রমণী অমুসারে এইরূপ

মণ্ডল	অনুবাক	স্ফুরণ
১	২৪	১৯১
২	৪	৪৩
৩	৫	৬২
৪	৫	৫৮
৫	৬	৮৭
৬	৬	৭৫
৭	৬	১০৪
৮	১০	৯২+১১ বালখিল্য।
৯	৭	১১৪
১০	১২	১৯১
<hr/>		<hr/>
৫৫ মণ্ডল	৮৫ অনুবাক	১০১৭+১১=১০২৮ স্ফুরণ।

এতদ্যতীত বাস্তুল শাখায় আর ৮টী স্ফুরণ আছে।

শ্রোক-সংখ্যা ১০৪১৭।

শক-সংখ্যা ১৫৩৮২৬।

প্রত্যেক ছন্দের নিয়মিতি খাচ বা শ্লোক-সংখ্যা।

ছন্দ—গায়ত্রী	২৪৫১	ছন্দ—অষ্ট	৬
উষ্ট	৩৪১	অত্যাষ্ট	৮৪
অমুষ্টভ	৮৫৫	ধৃতি	২
বৃহত্তী	১৮১	অতিধৃতি	১
পংক্তি	৩১২	একগদা	৬
ত্রিষ্টভ	৪২৫৩	দ্বিগদা	১৭
জগত্তী	১৩৪৮	প্রগাণবাহুত	১৯৪
অতিজগতী	১৭	কাকুভা	৫৫
শক্রী	২৬	মহাবাহুত	২৫১
অতিশক্রী	৯		
			১০৪০৯
		অনিদিষ্ট	৮
			১০৪১৭

খাথেদের কথিতমত আদুর হেতু ঈ বেদের উপরি উক্ত বিশেষ বৃত্তান্তগুলি লিখিত হইল। অন্যান্য বেদের বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিবার স্থানাভাব।

কথিত চারি বেদের মধ্যে অর্থবেদস্থ বহু স্তুত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক-বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বেদ ত্রয়ী, বহু পঞ্চিতের মতে বেদ প্রথম বিভাগ-সময়ে খৃক, যজুঃ ও সাম এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত হয় ও অর্যাবিদ্যা নাম প্রাপ্ত হয়। অর্থবেদসংগ্রহ পরে হইয়াছিল। বেদস্থ গান সমূহায় অতি ঘনোহর, স্বত্বাবোক্ত-অলঙ্কারপূর্ণ অপূর্বকবিত্বময়। নিয়মিত স্বরে বেদগান হইলে বোধ হয় বনস্থ পশ্চ পক্ষীও মোহিত হয়। এই বেদভাগ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা মানসনেত্রে প্রাচীন পিতৃপূর্ব-গঞ্জকে সচ্ছন্দতাবে অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হইতে থাকিব, সরস্বতীও নিষ্ঠা নব ধীর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া কলকলস্বরে প্রবণতাপ্রিয় করত গ্রবাহিত হইতে থাকিবেন।

## ‘ ত্রাক্ষণ ভাগ।

ত্রাক্ষণভাগ বেদের দ্বিতীয় অংশ, কিন্তু মন্ত্রভাগের বহু পরে ত্রাক্ষণভাগ রচিত হয়। উহা প্রায় গদ্যে লিখিত। অধ্যাপক রুত (*Roth*) বলেন যে ভারতীয় সাহিত্যসংস্কারে ত্রাক্ষণভাগ গদ্যরচনার প্রথম আদর্শ। এবং ইয়রোপীয় পশ্চিমদিগের মতে ত্রাক্ষণভাগে যে সংস্কৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বৈদিক ও আধুনিক সংস্কৃতের মধ্যস্থলীয়।

প্রথমে ত্রাক্ষণ কাহাকে বলে তাহা বলি। ত্রাক্ষণ-গ্রন্থ সমুদায় সমুদ্র-বিশেষ, উহাতে তৎকালোচিত না আছে এমন বিষয়ই নাই। এনিমিত্ত ত্রাক্ষণগ্রন্থ সমস্ত ‘কোন্বিষয়ক’ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে, ইহা লইয়া নানাক্রম মতভেদ আছে। ফলতঃ মন্ত্রভাগ প্রাচীনত্ব হেতু সাধারণের দ্রুতিগম্য হইলে, তাহার অর্থ ব্যাখ্যান, এবং প্রচলিত প্রবাদ ও রীত্যাদি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি প্রদান, কর্মকাণ্ডের বিধান, এবং মন্ত্রভাগের অঙ্কুর লইয়া শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ইতিহাসাদি কথন ত্রাক্ষণ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আরণ্যক ইহার অংশমাত্র, অরণ্যচারীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট। মন্ত্রভাগে যেমন দেখায়া যে, সমাজ অতি সরল, সর্বত্রেই প্রায় সমতাব বিচারণান, ত্রাক্ষণগ্রন্থে তজ্জপ নহে। এখানে দেখায়ার ফলে, পূরোহিতগণের প্রভুত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের অবশ্যপালনীয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি শাসন সহ স্বচ্ছন্দে বিধি প্রদান করিতেছেন। এই সকল গ্রন্থ ঐতিহাসিক তহে পরিপূর্ণ, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহকারকের নিকট মহার রস্তবিশেষ।

ত্রাক্ষণসমূহের মধ্যে এক ত্রাক্ষণে অন্য ত্রাক্ষণেক বিধি, অর্থবাদ, ইতিহাস ইত্যাদি থাকায়, আবার হানে হানে মতের অনেক্য হেতু, বিকেচিত হয় যে, ত্রাক্ষণবিশেষ ঋষি বিশেষের দ্বারা প্রণীত নহে। উহারও অংশসমূহ মন্ত্রভাগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একত্রে সংগৃহীত। উহার অংশসমূহ ভিন্ন ভিন্ন চরণে বহু কাল হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিয়া, অবশেষে ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা একঘৰীভূত হইয়া সংগ্রহকারের নামাঞ্চল্যে

নামিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে প্রত্যেক বেদশাখা এবং চরণের পিতৃ পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ ছিল।

বেদোক্ত গাথাসমূহের অর্থবিশেষ লইয়া কালে 'যে পুরাণ-তত্ত্বাদিব মত স্ফটি হইয়াছে, তাহার প্রথম বীজবপন ব্রাহ্মণে হয়। অষ্টাদশ পুরাণের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাহ্মণগ্রস্থ সম্মান পুরাণ বলিয়া খ্যাত ছিল। বেদের যে গানসমূহ কবিদিগের কর্তৃ হইতে সংরক্ষণ ও ভক্তিতে সময়ান্তরক্রমে ব্যচ্ছা নির্গত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে ব্রাহ্মণে বিশেষ বিশেষ কর্তৃ বিশেষ গানের নিরূপ হইয়াছে ও তাহাদের গুহ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ দ্বারা এক দিকে প্রচারিত শিক্ষিত সরল চিত্তক্রিয়ার অপচয়, অন্য দিকে মন্ত্রিক-বিলোড়িত জটিল তাৎক্ষণ্য অবলোকিত হয়।

### উপনিষদ् ।

ব্রাহ্মণের অস্তভাগকে উপনিষদ্ বা বেদোক্ত বলে। ইহাতে একেব্রবাদ, জ্ঞানকাণ্ড বর্ণিত। যাহারা বালে অধ্যায়নাদি সমাপন করিয়া, যৌবনে গৃহ-ধর্ম পালন করিয়া, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ আশ্রয় করেন, উপনিষদ্ তাহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। আর্যদিগের নিকট শ্রতিপ্রতিপাদক ধর্মই আদরণীয়, তদ্ব্যতীত আর সমস্ত অগ্রাহ্য এবং হেয়। এইনিমিত্ত পরবর্তী সময়ে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা প্রচার হইয়াছে, তাহাদের সকলেই আত্মসৰ্বর্থনার্থে উপনিষদের কোন না কোন স্থলের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে। এই কারণেই আরও পরে আরও ন্তৃত্ব প্রকারের তত্ত্ব প্রচার হওয়ায়, এবং তৎ-প্রতিপোষক মত প্রাচীন উপনিষদ্সমূহে না পাওয়ায়, অনেক জাল উপনিষদও প্রণীত হইয়াছে। এখন সেই সকল জাল উপনিষদ্ ভ্রমবশতঃ প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় মাননীয় হইয়াছে। পূর্বতন উপনিষদিক তত্ত্বের সহ আধুনিক উপনিষদের উত্তীর্ণিত তত্ত্ব তুঙ্গনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়ায় যে, মানব-চিত্ত সারল্য ও বিশুদ্ধতা হইতে কিঙ্কপে কৃটভে এবং অসন্তব্ধতায় পরিগত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদসমূহের মধ্যে এমন মহারত্ন সকল নিহিত আছে, যে বোধ হয় মমুষ্য-চিত্ত তদত্তিরিক্ত গমনে অসমর্থ। উপনিষদের সেই সকল মহারত্ন সম্বন্ধে বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্-

মক্ষমূল বলেন “There are passages in these works, unequalled in any language for grandeur boldness and simplicity.” অনেকে অমুমান করেন প্রতি বেদশাখার নিমিত্ত এক এক নৃতন উপনিষদ্ ছিল, ইহা কত দূর গ্রাহ্য তাহা বলিতে পারি না, এখন প্রাচীন উপনিষদ্সমূহের ১০৮খনি মাত্র পাওয়াযায়। ভারতীয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রথম বীজবগ্ন প্রাচীনতম বেদান্তভাগে।

পূর্ববর্ণিত মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ, এবং তদংশ উপনিষদ, উহারা সকলেই বেদ বা শ্রতিপদে বাচ্য। কালসহকারে ভাষার পরিবর্তনশীলতায় বেদ-ভাষা দারুণ দুর্বোধ হইয়া উঠিলে, তত্ত্বাখ্যানার্থ বেদাঙ্গের স্থষ্টি হয়। বেদাঙ্গ ছয়টা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। এক্ষণে ষড় বেদাঙ্গের প্রকৃতি কি কি তদালোচনা করা যাউক।

### ১। শিক্ষা।

শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা সায়নাচার্য একপ বলিয়াছেন “শিক্ষ্যস্তে বেদনামোপদিশ্যস্তে স্বরবর্ণাদয়ো যত্তাসৌ শিক্ষা। নৈব শিক্ষা।” যদ্বারা বেদবিদ্যার বর্গ (letters) স্বর (accents) মাত্রা (quantity) বল (organs of pronunciation) সাম (delivery) সম্মতান (Euphonic laws) শিক্ষা দেয়, তাহাকে শিক্ষা বলে।

### ২। কল্প।

যদ্বারা বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি জ্ঞাপিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহাকে কল্প বলে। এতৎসম্বন্ধে গ্রহাবলীর সাধারণ নাম কল্পস্ত্র। কল্পস্ত্রে মনুষ্য-জীবনের দৈনিক ক্রিয়ারও বিধি শ্রতির মর্মান্তসারে বিধানিত হইয়াছে। সেই সেই অংশকে গৃহ্যস্ত্র ও সাময়াচারিক স্ত্রও বলিয়া থাকে। কাহার কাহারও বিশ্বাস যে, কল্পস্ত্রও শ্রতিমধ্যে পরিগণিত এবং তত্ত্বায় অপৌরুষের; এ বিষ্ণব ন্যায়মালা-বিস্তার গ্রন্থে খণ্ডিত হইয়াছে।

যত দূর সংগ্রহকার্য্য অগ্রসর হইয়াছে, তৎকলে জ্ঞাত হওয়াযায় যে, যজ্ঞুর্বেদের কল্পস্ত্র প্রাচীন ১১খান। যথা, আপস্ত্র, বৌধারন, সত্যসাধা, মানবস্ত্র, ভারষাজ, বাধুনা, বৈধামস, লোগাক্ষি, মৈত্র, কাঞ্চা ও বারাহঁ ইঁ বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কল্পস্ত্র ১খান, নাম কাত্যায়ন।

ଶାମଥେଦେର ତଥାନ, ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧକ ଆର୍ଦ୍ଦେହ କୁଳ, ଲାଟ୍ୟାଯନ ଏବଂ ଦ୍ରହ୍ୟାଯନ ।

ଶାମଥେଦେର ତଥାନ, ଆଶ୍ଵଲାଯନ, ଶାମ୍ଭାୟନ ଏବଂ ଶୌନ୍ଦ୍ର ।

ଅଧର୍ବବେଦେର ତଥାନ, ନାମ କୌଣ୍ଠିକ ହୃଦ୍ର ।

ଏହିଭାଗରେ ବେଦବିଧାନୋକ୍ତ କର୍ମାଦିରଇ ବିଶେଷ ଆଦର ଓ ଆଧିକ୍ୟ ।  
ଗୃହ ଓ ସାମ୍ଯାଚାରିକ ହୃଦ୍ର, (ସାହାଦେର ଶାଖାରଣ ନାମ ଶାର୍ତ୍ତହୃଦ୍ର), ପ୍ରତ୍ୟେକ  
ମନ୍ତ୍ରଦାୟେର କାର୍ଯ୍ୟବିଧି, ଛାତ୍ରବର୍ଗେର ଶାସନପ୍ରଗାଳୀ, ବିବାହ, ସଂକାର, ଗର୍ଭାଧାନ,  
ଜନ୍ମ, ନାମକରଣ, ଶ୍ରୀଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନପ୍ରାଣ, ଚଢ଼ାକରଣ, ଶୁରୁ ନିକଟ ଅଧ୍ୟାୟନ ଦମାଧା  
କୁରିଆ ପୂର୍ବବସ୍ତେ ବିବାହ କରନାନ୍ତଙ୍କ ଗୃହର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳନ, ଦଂସ୍ପତ୍ତ ବ୍ୟବହାର,  
ସ୍ଵର୍ଗେଯଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାୟାଧିକାର, ଉତ୍ସରାଧିକାର ଏହି ମକଳ ବିଷମ  
ମୁଦ୍ରାକ୍ଷେତ୍ର ଉପଦେଶ ଏବଂ ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଥାଇଁ । ମକ୍ଷମୂଳରେ ଅମ୍ବାନ ଯେ  
ସାମ୍ୟାଚାରିକ ହୃଦ୍ର ହିତେହି ମହୁ ଯାଜକବକ୍ୟ ପ୍ରତିକିର୍ଣ୍ଣିତ ଉତ୍ସପତ୍ତ ହେଉଥାଇଁ ।

### ୩ । ବ୍ୟାକରଣ ।

ବୈଦିକ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତପତ୍ତିବାଦ ସାହାତେ ବିବୃତ ହେଉଥାଇଁ, ତାହାକେଇ ବ୍ୟାକରଣ  
ବେଦାଙ୍କ ବଲେ । ପାଣିନିର ପୂର୍ବେର ବ୍ୟାକରଣ ଆମାଦେର ହତେ ପୌଛେ ନାହିଁ ବଟେ,  
କିନ୍ତୁ ତିନି ସେ ମକଳ ବୈଯାକରଣଦେର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛେ, ତାହାରୀ ଅତି  
ଆଚୀନ କାଳେର; ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଜୀନା ଯାର ସେ, ଅତି ପୂରାକାଳେଇ ଭାରତେ  
ବ୍ୟାକରଣରେ ନିରମାବଳୀ ବିଧିବଳ ହେଉଥାଇଲି । ଆଚୀନ ଭ୍ରାନ୍ତଗ୍ରହେ ଏକବଚନ,  
ଛିବଚନ ଓ ସହବଚନ ଏଇଙ୍କପେ ବଚନ-ବିଭାଗ ଦେଖିତେ ପାଓଯାଯାଇ । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ  
ଉତ୍ସର୍କିର୍ଣ୍ଣଦେ ସ୍ପର୍ଶ, ଉତ୍ସ, ସ୍ଵର, ପ୍ରତ୍ୱତି ନାମ ହାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ।  
ଆତିଶ୍ୟାର୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରହମୟରେ ଶକ୍ତିଭାଗ ଶକ୍ତିତ ହୁଏ, ତଥାପି ବିଶେଷ, କ୍ରିୟା, ଉତ୍ସର୍ଗ,  
କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୱତି ଶୁଦ୍ଧରଙ୍ଗପେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥାଇଁ । ମିକ୍କଟେ ସର୍ବ-  
ଆମେର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓଯାଯାଇ । ଏବଂ ପାଣିନିରେ ଆସିଯା ବ୍ୟାକରଣର ଉତ୍ସପତ୍ତିର  
ଶୀମା ହେଉଥାଇଁ । ଇନ୍ଦ୍ରରେପିର ପଞ୍ଚତେରା ମଂକୁତ ବ୍ୟାକରଣର ଇତିହାସ ଏଇଙ୍କପେ  
ଦିଆ ଥାକେନ । ଏକଥେ ବ୍ୟାକରଣ ବେଦାଙ୍କ ପଦେ ପାଣିନିର ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

### ୪ । ନିକୁଳ ।

ବୈଦିକଭାଷାର ଶକ୍ତଜାନ ଓ ଧାତୁ ସହାରୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥାଇଁ, ତାହାକେ ନିକୁଳ  
ବଲେ । ଏତଦର୍ଥେ ଶକ୍ତକଳାଦ୍ରମେ

“বর্ণাগমোবর্ণবিপর্যয়শ্চ হৌ চাপরো বর্ণবিকাৰনাশৌ ।

ধাতোস্তদৰ্থাতিশৱেন যোগস্তহচ্যতে পঞ্চবিধং নিৰুক্তং ॥”

নিৰুক্তপ্রণেতা বলিতে সচৰাচৰ যাঙ্ককেই বুঝাইয়া থাকে, বস্ততঃ অধুনাতন নিৰুক্ত বেদাঙ্গপদে যাঙ্কপ্রণীত নিৰুক্তই অধিষ্ঠিত। যাঙ্কের পূৰ্বেও অনেক মৈনুক্ত ছিলেন, যাঙ্ক স্বয়ং এইগুলিৰ নামেৰ উল্লেখ কৱিয়াছেন,—চৰ্মশিৱা, উৰ্ণভাব, শতবলাক্ষ, অগ্রায়ণ, উত্তুষ্মৰায়ণ, কাথকা, কৌৎস, কৌষ্টুকি, গার্গ্য, গালব, তৈটৌকি, বাৰ্মায়ণি, শাকটায়ন, শাকপূণি, শাকল্য ও হৌলষ্টিবি। যাঙ্ক যৎকালে নিৰুক্ত প্ৰণয়ন কৱেন বৈদিক সংস্কৃত তৎকালে ভাৰি দুৰ্বোধ হইয়াছে, তিনি নিজ গ্ৰহ প্ৰণয়নেৰ কাৰণস্বৰূপ কহিয়াছেন “অথাপীদমস্তুৱেণ মন্ত্ৰেৰ্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে ।” নিৰুক্তেৰ প্ৰায় সমধৰ্মী গ্ৰহ নিষ্ঠট, উহাকে কেহ কেহ নিৰুক্তেৰ অংশবিশেষ মাত্ৰ বলিয়া থাকেন। নিষ্ঠট সম্বৰ্দ্ধে যাঙ্কেৰ উক্তি “সমাঘায়ঃ সমাঘাতঃ স বাধ্যাত্ম্যাস্তমিমং সমাঘায়ঃ নিষ্ঠটব ইত্যাচক্ষতে ।”

৫। ছন্দঃ।

যদ্বাৰা বেদব্যবহৃত ছন্দঃ বোধ হয় তাহা ছন্দঃ বেদাঙ্গ। পিঙ্গলনাগকৃত ছন্দঃস্মৃত সাধাৰণতঃ এই বেদাঙ্গপদে বাচ্য হইয়া থাকে।

৬। জ্যোতিষ।

আচীনতম বৈদিক গ্ৰন্থেও দেখাযায় যে, আৰ্য্যেৱা জ্যোতিষতত্ত্বে বহু অগ্ৰসৱ হইয়াছেন। খণ্ডেদেৰ সামাজিক আচীনতম জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বৰ্দ্ধে মক্ষমূলৰ বলেন “No doubt the acquaintance with intercalary month presupposes a certain knowledge of solar and lunar astronomy, but not more than what a shepherd or a sailor might gain in the course of his life.” তৎপৰবৰ্ত্তী সামাজিক বিষয়ে উক্ত পঙ্কিত কহেন “Thus we meet in the Brahmins and Aranyakas with frequent allusions to astronomical subjects” &c. আচীনতম জ্যোতিষ গ্ৰন্থ, সামৰেদি গোত্তীয় নবগ্ৰহশাস্তি পৰিশিষ্ট এবং অৰ্থবেদি নক্ষত্ৰকল্প, গ্ৰহযুক্ত, নক্ষত্ৰগ্ৰহোৎপাতলকল্প, কেতুচাৰ, রাহচার, এবং খন্তুকেতুলক্ষণ, ইত্যাদি বেদাঙ্গ।

এতদ্যাতীত অনুক্রমণী এবং পরিশিষ্ট নামে আৱ জাতীয় গ্ৰহ আছে। অনুক্রমণী ইংৰেজি ইনডেক্স (Index) নামক সূচিৰ নাই। উহাতে বেদেৱ  
স্তোত্ৰসংখ্যা, প্ৰত্যেক স্তোত্ৰেৱ আদিবাক্য, শ্লোকসংখ্যা, ছন্দঃ স্তৰ দেবতাৰ  
নাম, স্তোতা ঋষিৰ নাম ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

ধৰ্মাচূল্লিখন ও যজ্ঞাদি বিষয়ক মীমাংসা এবং ব্যাখ্যা ধারা কল্পসূত্ৰে  
পরিত্যক্ত বা সামান্যক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে ব্যাখ্যাত,  
বিস্তাৱিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে।

এখানে বৈদিক বিদ্যাৰ সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰিয়া, পৌৱাণিক এবং দার্শনিক-  
দিগেৱ সময়েৱ আৱলভ বলিতে পাৰায়। তদংশ আমাদেৱ অনাৰ্থ্যক,  
স্মৃতৱাঙং এ ধানে বৰ্ণিত হইল না।

ইতি প্রথম পরিশিষ্ট ।

# ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଶିଳ୍ପ ।

ମୂଲପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାଯେ ୨୦୭ ପୃଷ୍ଠାଯାଏ ।

## ଆର୍ଯ୍ୟଗୋତ୍ରାବଳୀ

ଆଖଲାଯନ-ଶ୍ରୋତ-ଶ୍ରାନ୍ତ୍ୟାସୀ

(ମକ୍ଷମୂଲର ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛ୍ଵେତ ଅଂଶ ମୂଲସହ ମିଳାଇଯା ଗୁହୀତ ।)

ଗୋତ୍ରପତି ସାତଜଳ, ୧ । ଭୃଷ, ୨ । ଅଞ୍ଚିରମ, ୩ । ଅଞ୍ଜି, ୪ । ବିଖାଷିତ୍ର,  
୫ । କଞ୍ଚପ, ୬ । ବଶିଷ୍ଠ, ୭ । ଅଗନ୍ତ୍ୟ । ଇହିଦେର କଂଶ-ବଳୀ-ବିଭାଗ ନିମ୍ନ ମତ ।

### ୧ । ଭୃଷ ।

ଗୋତ୍ର ପ୍ରସରନଂଥ୍ୟ ଏବର

- |                     |   |                                             |
|---------------------|---|---------------------------------------------|
| ୧ । ଜାମଦଘ୍ୟବନ୍ଦ୍ୟା: | ୫ | ଭାର୍ଗବ, ଚାବନ, ଆପ୍ରବାନ, ଓର୍କ୍ର, ଜାମଦଘ୍ୟେତି । |
| ୨ । ଜାମଦଘ୍ୟା:       | ୫ | ଭାର୍ଗବ, ଚାବନ, ଆପ୍ରବାନ, ଆଷ୍ଟିସେନ, ଅନୁପେତି    |
| ୩ । ବିଦା:           | ୫ | ଭାର୍ଗବ, ଚାବନ, ଆପ୍ରବାନ, ଓର୍କ୍ର, ବୈଦେତି ।     |
| ୪ । ଯାଙ୍କ           |   |                                             |

ବାଧୀଲ

ମୌନ

ମୌକ

ମାର୍କରାଙ୍ଗି

ସାଷ୍ଟି

ସାଲକ୍ଷ୍ମୟନ

ଜୈମିନି

ଦେବସ୍ତ୍ୟାୟନା:

୩ ଭାର୍ଗବ, ବୈତହ୍ୟ, ସାବେଣ୍ସେତି ।

- |             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| ୫ । ଦୈତ୍ୟା: | ୩ | ଭାର୍ଗବ, ବୈଣ୍ୟ, ପାର୍ଥେତି । |
|-------------|---|---------------------------|

- |                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| ୬ । ମିତ୍ରେଯୁଷା: | ୧ | ବାନ୍ଧୁ ରଖେତି । |
|-----------------|---|----------------|

ଅଥବା

୩ ଭାର୍ଗବ, ଦୈବଦାସ, ବାନ୍ଧୁ ରଖେତି ।

୧। ଶୁନକା:

୧ ଗାର୍ତ୍ତନମଦେତି ।

ଅଥବା

୩ ଭାର୍ତ୍ତବ, ଶୌନହୋତ୍ର, ଗାର୍ତ୍ତନମଦେତି ।

୨। ଆପ୍ରିଲସ ।

ପ୍ରଥମ ଗୋତମ ।

ଗୋତ୍ର ପ୍ରବରମଂଖ୍ୟ ପ୍ରବର

୧। ଗୋତମା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ଆୟାସ୍ୟ, ଗୋତମେତି ।

୨। ଉଚ୍ଚତାଃ: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ଉଚ୍ଚତା, ଗୋତମେତି ।

୩। ରହଗଣ୍ଠଃ: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ରାହଗଣ୍ଠ, ଗୋତମେତି ।

୪। ସୋମରାଜକୀୟା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ସୋମରାଜ୍ୟ, ଗୋତମେତି ।

୫। ବାମଦେଵା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ବାମଦେବା, ଗୋତମେତି ।

୬। ବୃତ୍ତକ୍ରତ୍ଥଃ: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ବାର୍ଷିକ୍ରତ୍ଥ, ଗୋତମେତି ।

୭। ପୃଶ୍ଦଧା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ପାର୍ଶ୍ଦଧା, ବୈଜ୍ଞାପେତି ।

ଅଥବା

୩ ଅଷ୍ଟାଦଶ୍ତ୍ର, ପାର୍ଶ୍ଦଧା, ବୈଜ୍ଞାପେତି ।

୮। ରିଙ୍କା: ୫ ଆପ୍ରିଲସ, ବାର୍ଷିପ୍ତତ୍ୟ, ଭାରଦ୍ଵାଜ, ବାନ୍ଦନ, ମାତ୍ର-  
କ୍ଷେତି ।

୯। କାକ୍ଷିବସ୍ତ୍ରଃ: ୫ ଆପ୍ରିଲସ, ଉଚ୍ଚତା, ଗୈତମ, ଉମିଙ୍କ, କାକ୍ଷିବେତି ।

୧୦। ଦୀର୍ଘତମଃ: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ଉଚ୍ଚତା, ଦୀର୍ଘତମେତି ।

ବିତୀଯ ଭରଦ୍ଵାଜ ।

୧। ଭରଦ୍ଵାଜାପ୍ରିକିମ୍ବା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ବାର୍ଷିପ୍ତତ୍ୟ, ଭାରଦ୍ଵାଜେତି ।

୨। ମୁଦଳା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ଭରଦ୍ଵାଜ, ମୋଦାନୋତି ।

ଅଥବା

୩ ଆକ୍ଷର, ଭାର୍ତ୍ତବ, ମୈଦଗଲୋତି ।

୩। ବିଜୁକୁମା: ୩ ଆପ୍ରିଲସ, ପୌରକୁମ୍ବ୍ୟୋ, ଆନନ୍ଦରେତି ।

## গোত্র প্রেরণসংখ্যা : প্রেরণ

৪। গর্ণঃ ৫। আঙ্গিরস, বাহ্যপ্তা, ভারদ্বাজ, গার্গ্যা,  
সৈগ্নেতি।

অথব।

### ৩ আক্রিবস, সৈন্য, গার্গ্যতি ।

১ | হারীত

କୃତ୍ସ

पितृ

३५

८७

ତୈମଗ୍ରାଃ ୩ ଆପ୍ନିରୁସ, ଆସ୍ତ୍ରୀସ, ଯୌବନାଥେତି ।

অথবা

৩ আক্ষাত্যা, আশ্বরীন, ঘোবনাশ্বেতি।

୬। ସକ୍ତି

পৃষ্ঠাস

ତାତ୍ତ୍ଵ

३४

ଶୈବଗବାଃ

৩ আঙ্গিরস, গৌরিবীত, সাঙ্কেত্যেতি ।

অঠাৰ্বা

৩ শাক্য, গৌরিবীত, সাঙ্কেতিতি ।

१ । कणः

### ৩ আঞ্চিলিক, আজমীল, কাণ্ডেতি।

অংশব্ল

### ৩ আশ্রিত, ঘোর, কাণ্ডেতি।

୪ । କପମ୍ରଃ

### ৩ আশ্চিরস, মহীয়ব, উকুল্ক্ষয়সেতি ।

১। শোকসৌশিখঃ ৮ আগ্রিম, বাহ্যপত্তি, ভারদ্বাজ, কাত্য, অব-  
কীলেতি।

୩। ଅତି ।

১। অক্ষয়: ৩। আত্মেন, আচর্নানস, স্পারবৈতি ।

২। পরিষ্কারঃ ৩। আত্মে, গবিহির, পৌরবাতিশেতি।

୪ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ।

୧ । ଚିକିତ୍ସ

ଗାଲବ

କାଳବବ

ଅମୁତତ୍ତ୍ଵ

କୁଶିକା:

୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦେବରାଟ, ଓମମେତି ।

୨ । ଶ୍ରୋତକାମକାୟନା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦେବଶାବସ, ଦୈବତାରମେତି ।

୩ । ଧନଞ୍ଜୟା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମାଧୁଚୂଳନ, ଧନଞ୍ଜୟେତି ।

୪ । ଅଞ୍ଜା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମାଧୁଚୂଳନ, ଆଞ୍ଜ୍ୟେତି ।

୫ । ରୋହିଣୀ: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମାଧୁଚୂଳନ, ରୋହିଣେତି ।

୬ । ଅନ୍ତକା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମାଧୁଚୂଳନ, ଆନ୍ତକେତି ।

୭ । ପୂର୍ବ-ବାରିଧା-

ପାଯସା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦେବରାଟ, ପୌରାଗେତି ।

୮ । କତା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, କାତ୍ୟ, ଆଂକୀଲେତି ।

୯ । ଅଦମର୍ବଣା: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଆଦମର୍ବଣ, କୌଷିକେତି ।

୧୦ । ରେଣ୍ବଃ: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗାଥିନ, ରୈଣ୍ୟେତି ।

୧୧ । ବେଣ୍ବଃ: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗାଥିନ, ବୈଣ୍ୟେତି ।

୧୨ । ସାଲଙ୍କାୟନ

ଶାଲଙ୍କ

ଲୋହିତାଙ୍କ

ଲୋହିତଜହନ: ୩ ବୈଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସାଲଙ୍କାୟନ, କୌଶିକେତି ।

୫ । କଶ୍ୟପ ।

୧ । କଶ୍ୟପା: ୩ କଶ୍ୟପ, ଆବଂସାର, ଆସିତେତି ।

୨ । ନିକ୍ରବା: ୩ କଶ୍ୟପ, ଆବଂସାର, ନିକ୍ରବେତି ।

୩ । ରେଭା: ୩ କଶ୍ୟପ, ଆବଂସାର, ରୈଭ୍ୟେତି ।

୪ । ମଣିଲା: ୩ ନାଣିଲ, ଆଦିତ, ଦୈବଲେତି ।

ଅଥବା

୩ କଶ୍ୟପ, ଆଦିତ, ଦୈବମେତି ।

## ୬ । ସଂଖ୍ୟା ।

୧। ସଂଖ୍ୟା:	୧ ବାଶିଷ୍ଠେତି ।
୨। ଉପଯନ୍ୟାସ:	୩ ବାଶିଷ୍ଠ, ଆତ୍ମରହାଜ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମଦେତି ।
୩। ପରାଶରା:	୩ ବାଶିଷ୍ଠ, ଶାତ୍ରୀ, ପାରାଶର୍ଯ୍ୟେତି ।
୪। କଣ୍ଠିନା:	୩ ବାଶିଷ୍ଠ, ମୈତ୍ରୀବରଙ୍ଗ, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟେତି ।

## ୭ । ଅଗସ୍ତ୍ୟ ।

୧। ଅଗସ୍ତ୍ୟର:	୩ ଆଗସ୍ତ୍ୟ, ଦାର୍ଢ୍ୟଚୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରନବାହେତି ।
	ଅଥବା
	୩ ଆଗସ୍ତ୍ୟ, ଦାର୍ଢ୍ୟଚୂତ, ମୌମରାହେତି ।

“ପାଁଚ ଗୋତ୍ର ଛାପାଳ ଗୁଡ଼ି, ‘ଇହା ଛାଡ଼ା ବାମଣ ନାହିଁ’! କିନ୍ତୁ ଏଥାମେ କତ ଗୋତ୍ର! ଏହିବିଶେଷେ ଉତ୍ତରେଲି ଉନ୍ନିତ ତାମିଳକୀୟ କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତି ଦାମାନ୍ୟ ।

ଇତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଶିଷ୍ଟ ।

